রাষ্ট্রবিপ্লব

শচীন সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কল্যাণী

শ্রীমতী সরযূবালা

কল্যাণীয়াসু

আমার প্রথম নাটক 'রক্তকমল' নাটকে তুমি চমৎকার অভিনয় করেছিলে। হালে 'পার্ব্বতী' 'ধাত্রীপান্না' আর 'রৌশন-আরা' তুমি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করেচ। তাই তোমার অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে এই নাটকখানির সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে রাখলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

৪ঠা আগষ্ট ১৯৪৪ শচীন সেনগুপ্ত

প্রথম অভিনয় ঃ মিনার্ভা থিয়েটার ঃ ৪ঠা আগষ্ট ১৯৪৪

পরিচালনা ঃ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

সুর-সৃষ্টি ঃ রঞ্জিত রায়

মঞ্চ-শিল্পি ঃ জান মহম্মদ   আলোক-শিল্পি ঃ ও রহমান

ব্যবস্থাপনা ঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

শাহ্‌জাহান—শৈলেন চৌধুরী

জাহান-আরা—রাণীবালা ঃ রৌশন-আরা—সরযূবালা

সেরাব—সুধাংশু মিত্র ঃ প্রহরী—মিলন দত্ত

দারা—ছবি বিশ্বাস

দুর্গাধিপ—আদিত্য ঘোষ ঃ যোধসিংহ—কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায় ঃ দাউদ খাঁ—জীবেন বসু

ইউসুফ—রাধারমণ পাল ঃ ইদ্রিস—অজয় দে ঃ মীর হবিব—চণ্ডী অধিকারী

নাদেরা—লাবণ্য দাস ঃ রঙদিল—বন্দনা দেবী

মানুসসি—নরেন চক্রবর্ত্তী ঃ বিশ্বজিৎ—সুশীল রায়

সোলেমান—যতীন গোস্বামী ঃ যশোবন্ত সিংহ—কার্ত্তিক সরকার

জয়সিংহ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

ফরিহুন—কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ খলিলুল্লা খাঁ—সূর্য্য সেন ঃ শিবাজী—ধীরেন চট্টোপাধ্যায়

ঔরংজীব—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দানেশমন্দ খাঁ—যুগল দত্ত ঃ দিলীর খাঁ—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শায়েস্তা খাঁ—সূর্য্য সেন ঃ বাহাদুর খাঁ—অরুণ চট্টোপাধ্যায়

শিপার—পরীরাণী ঃ জহরৎ—সরসী

জিহন আলি—গণেশ গোস্বামী ঃ রহমৎ—কার্ত্তিক সরকার ঃ কার্ত্তু—শচীন দত্ত

কিশোরী—বীণা দেবী ঃ বেগম-সহচরী—পুষ্পরাণী ঃ বন্দী—শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যন্ত্রী-সঙ্ঘ— বাঁশী—ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বেহালা—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
পিয়ানো—কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ টেনর—সুশীল চক্রবর্ত্তী
সঙ্গত—বিশ্বনাথ কুণ্ডু ঃ ম্যালথর্ণ—ধীরেন্দ্র ঘোষ

সজ্জাকর— মণি মিত্র, রাজকৃষ্ণ মহাপাত্র, কালী চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি দে, গোবিন্দ দাস

আলোক-সহচর— পঙ্কু চট্টোপাধ্যায়, হাসান আলি, রাধানাথ বসাক, চণ্ডিদাস, কাশীনাথ পাল, নিমাই রায়

মঞ্চ-সজ্জা— বৈদ্যনাথ দাস, কার্ত্তিক কর্ম্মকার, বটকৃষ্ণ রায়, বিজয় পেন্টার, নিতাই অধিকারী, পরাণ দাস, হারাণ দাস, সুরেন মজুমদার, কালীপদ দাস, অনাথ দাস

ভূমিকা

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটক এখনও জনপ্রিয় রয়েছে। তা সত্ত্বেও একই ঘটনা নিয়ে আমি কেন এই নাটক লিখলাম, তা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমি সাজাহান লিখি নাই। এ নাটকে শাহ্‌জাহান একটি বড় চরিত্র সত্য, কিন্তু তাঁর বেদনা-বিক্ষোভ নাটকের বড় কথা নয়। বিপ্লবের দিনে সম্রাটকে কত অসহায় হতে হয়, তাই দেখাবার জন্য আমি শাহ্‌জাহানকে নাটকে স্থান দিয়েছি।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্রদের বিদ্রোহ ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে। ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তাঁরা হয়ত একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন। কিন্তু তাঁদেরও, অন্তত দারার আর ঔরংজীবের, দুইটি সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল। দারা মনে করতেন মুঘল-সাম্রাজ্য টিঁকে থাকবে যদি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কোন ব্যবস্থা করা যায়। ঔরংজীব বুঝতেন শুধু ইসলামের প্রভাব অপ্রতিহত থাকলেই মুঘল-সাম্রাজ্যের পরমায়ু ক্ষয় হবে না।

এই দ্বন্দ্বের সময় হিন্দুস্থান বীর শূন্য ছিল না। রাজপুত রাজন্যগণ, বিশেষত মহারাজ জয়সিংহ, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, বার বার শৌর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। মহারাজ জয়সিংহের মত সমর-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি হিন্দুস্থানে তখন আর ছিল না। এই জয়সিংহ ঔরংজীবের প্রতিষ্ঠার পর তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ঔরংজীবের আদেশে দারার অনুসরণও করেছিলেন। দারাকে তিনি ধরতে পারতেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই দারাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের

প্রতি তাঁর মায়া ছিল না। আবার হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যও তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। শিবাজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অথচ শিবাজীর আদর্শকেও তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর মতো একজন বীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় একটা আদর্শ নিয়ে দাঁড়াতেন, তাহলে হিন্দুস্থানের ইতিহাসকে নতুন খাতে বইয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বরাবর নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কেন তা ছিলেন ? এ প্রশ্নের জবাব ইতিহাসে থাকবার কথা নয়। তিনি যদি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক না হতেন, শৌর্য্য-বীর্য্য কিছুই যদি তাঁর না থাকত, তাহলে মেনে নিতাম তিনি নিজের কোলে ঝোল টানবার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। ঔরংজীবকে খুশী করাই যদি তিনি একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করতেন, তাহলে দারাকে তিনি বেঁধে এনে ঔরংজীবের হাতে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। আবার দাক্ষিণাত্যে যখন তাঁকে পাঠানো হয়েছিল শিবাজীকে দমন করতে, তখনো তিনি শিবাজীকে দমন করবার আগ্রহ না দেখিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে তাঁর আপোষ করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন বেশী। এমন কি নিজের পুত্রকে প্রতিভূ রেখেও তিনি মুঘল দরবারে শিবাজীর উপস্থিতির ব্যবস্থা করেছিলেন।

মহারাজ জয়সিংহের মতো পাঠান বীর দিলীর খাঁ ঔরংজীবের পক্ষভুক্ত থেকেও সর্ব্বদা সহযোগ করেন নি। ঔরংজীবের আরো সেনা-নায়করা অত্যন্ত উদাস থেকে কর্ত্তব্য পালন করেচেন। আর সেই জন্যই ঔরংজীবকে জীবনের শেষ কুড়িটি বছর দাক্ষিণাত্যে কাটাতে হয়, রাজধানীতে ফেরবার সুযোগ তাঁর হয় নি। সম্রাটরা চিরদিনই সেনা-নায়কদের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করেন, সাম্রাজ্য রক্ষা করেন। কিন্তু ঔরংজীবকে সবই করতে হয়েছিল তাঁর নিজের

চেষ্টায়। কেন হিন্দু মুসলমান মহারাজ মনসবদাররা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর সমর্থন করেন নি? কারণ, তাঁর আদর্শ সকলে বরদাস্ত করতে পারেন নি। প্রপিতামহ আকবর যে আদর্শ উপস্থিত করছিলেন, সেই সমন্বয়ের আদর্শ তলে তলে কাজ করছিল। দারার পরাভব সে আদর্শকে বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দিলে না; কিন্তু ঔরংজীবের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান লোকও তেমন পাওয়া গেল না। তাই ঔরংজীব সিংহাসন অধিকার করেও হিন্দুস্থানে মুঘল-মসনদ সুপ্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারলেন না। জীবনের শেষ কুড়িটি বছর দাক্ষিণাত্যে তিনি সমরানল জ্বালিয়ে রাখলেন, আর সেই সময়েই সাম্রাজ্যের ভিত ধ্বসে গেল।

দারা ঔরংজীবের মতো চতুর ছিলেন না। তাঁর ক্ষিপ্রকারিতাও তুলনায় কম ছিল। কিন্তু দারা জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের যে মাধুর্য্য ছিল, তাই তাঁকে ভিক্ষুকদের কাছেও প্রিয় পাত্র করে তুলেছিল। জিহন আলি যখন তাঁকে বন্দী করে নিয়ে আসছিল, তখন দিল্লীর ভিক্ষুকরা তাঁকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। কোন রকম রাজনৈতিক চেতনা থেকে ভিক্ষুকরা এ-কাজ করে নি সত্য। কিন্তু এ-কথাও মিথ্যা নয় যে এই বাদশাজাদার প্রতি তাদের একটা টান ছিল।

আমি তাই এই নাটকে দেখাতে চেয়েছি যে, মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বার কারণ ঔরংজীবের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, রাজা-মহারাজা-মনসব-দারদের অসহযোগিতা আর প্রজার সঙ্গে সাম্রাজ্যের সংযোগের অভাব। জয়সিংহকে আমি নাটকের ভাষ্যকাররূপে নিয়োগ করিচি। আমার কল্পিত হিন্দু-মুসলমান-কেরেস্তান তরুণদের আমি তাঁরই কাছে উপস্থিত করিচি, কারণ আমার মনে হয়েচে জয়সিংহ কার্য্যকরী সহযোগিতায়

বিরত থেকে সাম্রাজ্যের পতনের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্য টেঁকে না।

নাটক আমি শেষ করিচি জয়সিংহ, দিলীর ও শিবাজীর কল্পিত কথোপকথন দিয়ে। মঞ্চে এ দৃশ্যটি প্রথম দুই রাত্রির পর আর অভিনীত হয় না। না হবার কারণ, দারার মৃত্যুর পর দর্শকরা ওই কথোপকথন প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন না। সমালোচকরা বলেন, দারার মৃত্যুর পর নাটকে অন্য কোন বিষয় স্থান পেতে পারে না। কিন্তু মুঘলদের এই আত্মনাশা দ্বন্দ্বের ইতিহাস থেকে যে-কথাটি আমি বোঝাতে চাই, পরবশতার সেই মূল কথা শেষ দৃশ্যে বলা হয়েচে। তাই শেষ দৃশ্যটিও আমি মুদ্রিত করলাম। যাঁদের ভালো লাগবে না, তাঁরা ওটি বর্জ্জন করবেন—যাঁদের ভালো লাগবে, তাঁরা অভিনয় করে দেখবেন সমগ্র নাটক সুস্পষ্ট হবে।

এই নাটকের উদ্বোধন সঙ্গীতটি রচনা করেচেন সুকবি শৈলেন রায়। গানটির সঙ্গে নাটকের কোন যোগ নাই। বর্ত্তমান যেন অতীত হাতড়ে দেখচে তার পরবশতার মূল কোথায়, এই ভাব নিয়ে curtain-raiser হিসেবে গানখানি দেওয়া হয়েচে। গানের সুর সংযোগ করেচেন সুবিখ্যাত সুর-শিল্পি রঞ্জিৎ রায়।

কলিকাতা
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

শচীন সেন গুপ্ত

উদ্বোধন-সঙ্গীত

কথা ঃ—শৈলেন রায় স্থর ঃ—রঞ্জিত রায়

জাগো ! জাগো !
ওই শোন নতুনের আহ্বান
দিকে দিকে তারই জয় গান
জাগো···জাগো···জাগো !
দূর কর অভিমান লজ্জা
কর কর কর রণসজ্জা
আঁধারের যবনিকা তোলো হে তোলো
ধর করে দৃপ্ত কৃপাণ
জাগো···জাগো—
জাগো জাগো আত্মভোলা—
কেন কর আত্মার অপমান
বিশ্বের সভাতলে জোর করি লহ—
জোর করি লহ নিজ স্থান
জাগো···জাগো···জাগো !
যারা আনে অনশন ক্রন্দন
যারা আনে শৃঙ্খল বন্ধন
তাহাদের ক্ষমা যেন কভু না করে
তোমাদের যেবা ভগবান
জাগো···জাগো···জাগো !

জাগো জাগো সূর্য্য-সাথী

কর আজি রাত্রির অবসান

আঁধারের দিকে দিকে

হে নূতন, আনো

আলোকের নব-অভিযান

জাগো···জাগো···জাগো !

ধনিকের বণিকের শৃঙ্খল

ভেঙ্গে ফেল ভেঙ্গে ফেল ভেঙ্গে ফেল

যৌবন চঞ্চল

সাম্যের পথে আনো শান্তি নব

প্রাণ হীনে দেহ আজি প্রাণ—

জাগো···জাগো···জাগো !

গান

রাণীবালা

বীরেন বিশ্বাস শিশির চক্রবর্ত্তী

রাষ্ট্রবিপ্লব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রা দুর্গের একটি কক্ষ। জানালা দিয়া তাজমহল দেখা যাইতেছে। আকাশ রক্তবর্ণ। শাহ্‌জাহান তাজমহলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা রৌশন-আরা একখানি আরাম-আসনে শুইয়া আছেন। শাহ্‌জাহান ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিলেন। জাহান-আরা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন ঃ

জাহান-আরা। যুদ্ধের কোন খবর ত এখনো এলো না বাবা।

শাহ্‌জাহান। কি খবর তুই চাস মা ?

জাহান-আরা। দারার জয়।

শাহ্‌জাহান। দারার জয় !

একখানি আসনে বসিলেন। জাহান-আরা তাঁহার কাছে গিয়া কহিলেন ঃ

জাহান-আরা। তুমি কি চাও না যুদ্ধে দারা জয়ী হয় ?

শাহ্‌জাহান। দারার সঙ্গে রয়েচে একলক্ষ অশ্বারোহী, বিশ হাজার পদাতিক, আশীটা কামান।

জাহান-আরা। ঔরংজীব আর মোরাদ অত বল সংগ্রহ করতে পারবে না।

শাহ্‌জাহান। তাইত ভয় হচ্ছে মা। ভয় হচ্ছে পরাজিত হয়ে যদি তারা পালাবারও সুযোগ না পায়…যদি তারা…জাহান-আরা… যদি তারা……

বলিতে বলিতে উঠিয়া ব্যাকুলভাবে উঠিয়া জাহান-আরার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

জাহান-আরা আশ্বাস দিলেন :

জাহান-আরা। যদি তারা বন্দীই হয়, দারা তাদের বেঁধে এনে তোমারই পায়ে রাখবে বাবা। তখন তুমি তাদের মার্জ্জনা করে বুকে তুলে নিয়ো।

শাহ্‌জাহান। যদি তারা বন্দীও না হয় ?

জাহান-আরা। তুমি বলচ যদি তারা…

শাহ্‌জাহান। চুপ !

জাহান-আরার মুখ চাপিয়া ধরিলেন :

যদি তাই হয় জাহান-আরা ?

জাহান-আরার মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইলেন :

জাহান-আরা। দারা ভাইদের হত্যা করবে না, বাবা।

রোশন-আরা। করলে বেগম-সাহেবা খুবই খুশী হন।

জাহান-আরা দ্রুত তাঁহার দিকে ঘুরিলেন :

জাহান-আরা। রোশন-আরা !

আসন হইতে নামিয়া কুর্ণিশ করিয়া রোশন-আরা কহিলেন :

রোশন-আরা। বলুন বেগম-সাহেবা !

পরস্পর পরস্পরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন :

শাহ্‌জাহান। ওরে না, না। ছেলেরা আমার পাঁজর ভেঙে দিচ্ছে। তোরা বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে ব্যথা দূর করে দে !

রৌশন-আরা। সম্রাট!

শাহ্‌জাহান। বাবা বল রৌশন-আরা, বল বাবা, বাবা।

রৌশন-আরা। তা বলবার অধিকার শুধু বেগম-সাহেবারই আছে।

জাহান-আরা। বাবার স্নেহ থেকে ভাই-বোনদের আমি কখনো বঞ্চিত করতে চাই নি।

রৌশন-আরা। শুধু চেয়েছেন দারা ছাড়া আর সবাইকে সম্রাটের কাছ থেকে দূরে দূরে রাখতে।

শাহ্‌জাহান। দারা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রৌশন-আরা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুত্র সে নয়।

জাহান-আরা। শ্রেষ্ঠ পুত্রটি কে রৌশন-আরা?

রৌশন-আরা। ঔরংজীব।

শাহ্‌জাহান। সেই শফেদ সাপ আমার শ্রেষ্ঠ পুত্র!

রৌশন-আরা। তামাম হিন্দুস্থান একদিন তাই স্বীকার করে নেবে সম্রাট।

শাহ্‌জাহান। যেদিন তা স্বীকার করে নেবে, সেদিন মুঘল-সাম্রাজ্য আর থাকবে না, মুঘল-চন্দ্রমা অন্ধকারে ডুবে যাবে, হিন্দুস্থান পরহস্তগত হবে।

কন্যাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেন :

রৌশন-আরা। সম্রাট দারাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।

শাহ্‌জাহান ঘাড় বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন :

শাহ্‌জাহান। রৌশন-আরা!

রৌশন-আরা। আবারো বলি সম্রাট কাউকেই বিশ্বাস করেন না; নিজেকে আর নিজের সিংহাসন ছাড়া সম্রাট ভালোও কাউকে বাসেন না।

শাহ্‌জাহান। খোদা!

জাহান-আরা। সম্রাট শাহ্‌জাহান সম্বন্ধে এমন কথা কেউ কোনদিন বলবে না।

রৌশন-আরা। সম্রাটদের সম্বন্ধে সকলে সব কথা অসঙ্কোচে বলতে পারে না। যাতে তা না পারে, তার জন্য সম্রাটরা কারাগার তৈরি করে রাখেন।

শাহ্‌জাহান আগাইয়া আসিয়া কহিলেন :

শাহ্‌জাহান। আমি কারু কণ্ঠরোধ করতে চাই না।

রৌশন-আরা। সত্যি করে বলুন ত সম্রাট আপনি আজ কি চান?

শাহ্‌জাহান। সন্তানদের ভালোবাসা।

রৌশন-আরা। তবে তাদের আগ্রায় আসতে দিলেন না কেন?

শাহ্‌জাহান। তারা যে শক্তির দাপট দেখাতে অগ্রসর হোলো। বিদেশে-প্রত্যাগত সন্তানের মতো বুকে ভালোবাসা নিয়ে এলো না ত!

রৌশন-আরা। তাই এক ভাইকে অজস্র লোকবল আর অপরিমিত অর্থবলে বলীয়ান করে পাঠালেন অপর ভাইদের বিরুদ্ধে। সম্রাটের ধারণা ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকলে তারা কেউ সম্রাটের সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পাবে না।

শাহ্‌জাহান। কি বল্লি রৌশন-আরা!

রৌশন-আরা। সত্য কথাই বল্লাম সম্রাট।

কুর্ণিশ করিলেন।

শাহ্‌জাহান। এই! কে আছ ওখানে!

জাহান-আরা। বাবা!

শাহ্‌জাহান। প্রগল্‌ভা এই কন্যাকে আমি কারারুদ্ধ রাখব জাহান-আরা!

জাহান-আরা। রোশন-আরাকে মা সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন বাবা।

শাহ জাহান। তাই যে ব্যথা তোদের মা দিয়ে গেছেন, তাকে আরো গাঢ় করে তুলতে চায় ওই রোশন-আরা। বিদ্রোহী পুত্রদের মত বিদ্রোহিণী কন্যাকেও আমি ক্ষমা করব না। প্রতিহার!

প্রতিহার আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া কহিল ঃ

প্রতিহার। যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে সেনানী অপেক্ষা করচেন।

সেনানী সোরাব প্রবেশ করিলেন। প্রতিহার চলিয়া গেল।

সোরাব। সম্রাট! শাহ্‌জাদা দারা……

শাহ্‌জাহান। দারা…বল সেনানী…বল…বল।

সোরাব। শাহ্‌জাদা দারা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেচেন।

শাহ্‌জাহান। অসম্ভব! অসম্ভব!

সোরাব। বিশ্বাসঘাতক খলিলুল্লা খাঁ……

জাহান-আরা। আমি এই ভয়ই করেছিলাম বাবা!

রোশন-আরা। দারা একদিন তাকে প্রকাশ্যে পাদুকা-প্রহার করেছিল। এতদিনে সে তার শোধ নিলে বেগম-সাহেবা।

শাহ্‌জাহান। সেনানি!

সোরাব। শাহ্‌জাদা দারা যখন শত্রু নিপাত করতে করতে হস্তীপৃষ্ঠে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁর অব্যর্থ তীর যখন লোকের পর লোকক্ষয় করচে, যখন জয় করায়ত্ত জেনে সৈন্যরা উৎসাহে উদ্দীপনায় অদম্য হয়ে উঠেচে, তখন……

শাহ্‌জাহান। তখন?

সোরাব। তখন খলিলুল্লা খাঁ শাহ জাদাকে বল্লেন হস্তীপৃষ্ঠে শত্রুর

দৃষ্টির সাম্নে না থেকে অশ্বারোহণে প্রবল আক্রমণ করলেই সুফল পাওয়া যাবে। শাহ্‌জাদা সেই যুক্তিই গ্রহণ করলেন।

শাহ্‌জাহান। মূর্খ! মূর্খ দারা!

সোরাব। খলিলুল্লা খাঁ তখুনি প্রচার করে দিলেন শাহ্‌জাদা আহত। সৈন্যরা শাহ্‌জাদাকে হস্তীপৃষ্ঠে দেখতে না পেয়ে তাই সত্য বলে মনে করল। তারা ছত্রভঙ্গ হোলো!

জাহান-আরা। যুদ্ধে জয়লাভ করেও দারাকে পরাজয় মেনে নিতে হোলো!

সোরাব। শাহ্‌জাদা নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের দলবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে শাহ্‌জাদা ঔরংজীব আর শাহ্‌জাদা মোরাদ······

রৌশন-আরা। সম্রাট-বাহিনীকে স্থানচ্যুত করেচে!

সোরাব। সত্য শাহ্‌জাদী।

রৌশন-আরা। সাবাস ঔরংজীব! সাবাস মোরাদ!

শাহ্‌জাহান। দারা কোন পথে পালিয়েচে জান সেনানি?

সোরাব। আগ্রার পথে।

শাহ্‌জাহান। দুর্গদ্বার খুলে রাখতে বল্ জাহান-আরা, দুর্গদ্বার খুলে রাখতে বল্।

রৌশন-আরা। আমি দুর্গ-প্রকারে দীপমালা জ্বালবার ব্যবস্থা করে আসি বেগম-সাহেবা!

জাহান-আরা। ঔরংজীবের জয় ঘোষণা করতে?

রৌশন-আরা। না বেগম-সাহেবা, পলাতক দারাকে দুর্গের নিশানা দিতে। অন্ধকারে যদি না পথ চিনতে পারে।

বক্রহাসি হাসিয়া ব্যগ্রভাবে কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন:

সোরাব। আমার প্রতি কোন আদেশ আছে বেগম-সাহেবা ?

শাহ্ জাহান। আমার আছে। খুব দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে এখুনি তুমি দারার কাছে ফিরে যাও। তাঁকে বল গিয়ে সম্রাট শাহ্ জাহান পিতার স্নেহ বুকে নিয়ে তাঁরই অপেক্ষায় থাকবেন। কিন্তু আপাততঃ আগ্রায় না এসে তিনি যেন দিল্লীতেই চলে যান। সময় বুঝে আমি তাঁকে ডেকে পাঠাব। যাও।

সোরাব কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেলেন ঃ

জাহান-আরা। দারা এখানে আসবে না বাবা।

শাহ্ জাহান। কেন জাহান-আরা ?

জাহান-আরা। যুদ্ধে যাবার সময় তুমি তাকে কি বলেছিলে মনে নেই ?

শাহ্ জাহান। কি বলেছিলাম মা ?

জাহান-আরা। বলেছিলে পরাজয় বরণ করে যেন সে তোমার সাম্নে এসে না দাঁড়ায়।

শাহ্ জাহান। বলেছিলাম সত্য !

জাহান-আরা। দারা তা ভুলবে না।

শাহ্ জাহান। বাপের এতটুকু ত্রুটি, এতটুকু ভুল সন্তান মার্জ্জনা করে না। আর সন্তানের শত অপরাধ বাপকে স্নেহ ঢেলে তলিয়ে দিতে হয় !

জাহান-আরা। বাবা !

শাহ্ জাহান। কি মা ?

জাহান-আরা। ঔরংজীব নিশ্চিতই দারার অনুসরণ করবে।

শাহ্ জাহান। হয়ত তাই করবে।

জাহান-আরা। যদি দারাকে সে বন্দী করে!

শাহ্‌জাহান। বন্দী করবে? দারাকে বন্দী করবে! প্রতিহার!

প্রতিহার প্রবেশ করিল।

তুমি কে! না, না, তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি যাও। তুমি যাও।

প্রতিহার চলিয়া গেল।

দুর্গে বিশ্বাসী অশ্বারোহী কেউ আছে জাহান-আরা?

জাহান-আরা। জন কয়েক এখনো আছে বাবা।

শাহ্‌জাহান। খুব বিশ্বাসী একজনকে এখুনি আমি চাই।

জাহান-আরা। আমি নিজে তাকে ডেকে আনচি বাবা।

শাহ্‌জাহান। ডেকে আন মা, এখুনি ডেকে আন। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের পর জীবন মরণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এখনকার প্রতিটি মুহূর্ত্ত মূল্যবান।

জাহান-আরা দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

সন্তান হবে আমার ন্যায় অন্যায়ের বিচারক, আমার দণ্ডদাতা, আমার ভাগ্য-বিধাতা!

টলিতে টলিতে আসনে বসিয়া দুই হাতের মাঝে মাথা গুঁজিলেন।
জাহান-আরা প্রবেশ করিলেন।

জাহান-আরা। এনেচি বাবা।

শাহ্‌জাহান। কি!

জাহান-আরা। বিশ্বাসী অশ্বারোহী।

শাহ্‌জাহান। কেন?

জাহান-আরা। তুমি আনতে বলেছিলে।

শাহ্‌জাহান। ও, হ্যাঁ। আমার পাঞ্জা জাহান-আরা, পাঞ্জা।

জাহান-আরা পাঞ্জা আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন।

কোথায় সে ?

জাহান-আরার ইঙ্গিতে একজন সশস্ত্র যুবক আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল।

তোমার নাম ?

ইউসুফ। ইউসুফ বেগ সম্রাট।

জাহান-আরা। সম্রাট তোমাকে বিশ্বাস করতে পারেন ?

ইউসুফ। গোলামকে বিশ্বাস করে বেগমসাহেবা কখনো প্রতারিত হন নি !

শাহ্‌জাহান। ঝড়ের গতি নিয়ে তুমি এখুনি দিল্লী যেতে পারবে ?

ইউসুফ। পারব সম্রাট।

শাহ্‌জাহান। এই আমার পাঞ্জা নাও।

ইউসুফ নতজানু হইয়া পাঞ্জা গ্রহণ করিল।

দিল্লীর দুর্গাধিপকে পাঞ্জা দেখিয়ে আমার আদেশ জানাবে।

ইউসুফ। আদেশ প্রকাশ করুন সম্রাট।

শাহ্‌জাহান চারিদিকে চাহিয়া চাপা গলায় কহিলেন।

শাহ্‌জাহান। আর কেউ ত শুন্তে পাবে না জাহান-আরা ?

জাহান-আরা। আর কেউ এখানে নেই বাবা।

কিন্তু থামের আড়ালে রৌশন-আরা দাঁড়াইয়া ছিলেন।

শাহ্‌জাহান। দিল্লীর দুর্গাধিপকে আমার পাঞ্জা দেখিয়ে বলবে, আমার আদেশ আমার অশ্বশালা থেকে শ্রেষ্ঠ সহস্র অশ্ব, পিলখানা থেকে

কুড়িটি হস্তী, আর তোষাখানা থেকে দুইটি হস্তী যত স্বর্ণ মুদ্রা বইতে পারবে, দারাকে তা যেন দেওয়া হয়। যাও।

ইউসুফ চলিয়া গেল এবং থামের আড়াল হইতে রৌশন-আরা দ্রুত সরিয়া গেলেন।

দারা নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করুক। সামুগড়ের যুদ্ধই তার জীবনের শেষ যুদ্ধ নয়।

একজন সেনানীকে লইয়া রৌশন-আরা প্রবেশ করিলেন।

রৌশন-আরা। সম্রাট!

শাহ্‌জাহান। সঙ্গের ওই বান্দা?

রৌশন-আরা। আমার এই নফরের প্রতি আমার সামান্য এক আদেশ আছে। সম্রাটের সাম্নেই আমি তা জারি করবার অনুমতি চাই।

শাহ্‌জাহান। কি আদেশ?

রৌশন-আরা। গোলাম ইদ্রিস!

ইদ্রিস অগ্রসর হইয়া কুর্ণিশ করিল।

এখুনি তোমাকে দিল্লী যেতে হবে। একটু আগে এক অশ্বারোহী সৈনিক দিল্লী যাবার আদেশ পেয়েচে। তার আগে তোমাকে দিল্লীর দুর্গাধিপের সঙ্গে দেখা করে বলতে হবে দারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেচে! সাম্রাজ্যের কোন সম্পত্তি কোন মতেই যেন না পলাতকের হস্তগত হয়। হলে বিজয়ী ঔরংজীব দুর্গাধিপকে মার্জ্জনা করবেন না। যাও। আর কারু অনুমতির জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

ইদ্রিস চলিয়া গেল। শাহ্‌জাহান আর জাহান-আরা পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। রৌশন-আরা বলিলেন:

জেনে রাখুন বেগম-সাহেবা, কোন কাজ আমরা গোপনে করি না।

জয়ের হাসি লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

জাহান-আরা। তুমি প্রতিবাদ করলে না বাবা!

শাহ্‌জাহান। ওর স্পর্দ্ধা আমার ভাষা কেড়ে নিল।

জাহান-আরা। দুর্গাধিপ যদি রৌশন-আরার নির্দ্দেশ মত কাজ করেন?

শাহ্‌জাহান। হস্তী, অশ্ব, অর্থ, কিছুই যদি দারা না পায়···

জাহান-আরা। পরাজিত সৈন্যরা প্রতিরোধের সকল উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে······

শাহ্‌জাহান। হয়ত দারাকে ত্যাগ করে তারা ঔরংজীবের সঙ্গে যোগ দেবে।

জাহান-আরা। রৌশন-আরার ওই দূতকে কিছুতেই দিল্লী পৌঁছুতে দেওয়া হবে না, বাবা।

শাহ্‌জাহান। সে এতক্ষণ আগ্রা ত্যাগ করে চলে গেছে মা।

জাহান-আরা। দিল্লী গিয়েও যাতে না সে দুর্গাধিপের সঙ্গে দেখা করতে পারে, তারই ব্যবস্থা করতে হবে বাবা।

শাহ্‌জাহান। কেমন করে তা হবে মা?

জাহান-আরা। খোদার মর্জ্জিতে এখনো তা হতে পারে বাবা।

দ্রুত চলিয়া গেলেন। শাহ্‌জান সেইদিকে চাহিয়া কহিলেন।

শাহ্‌জাহান। আজ ভারত-সম্রাটের একমাত্র অবলম্বন তার এই স্নেহময়ী কন্যা। হায় খোদা! হায় খোদা!

অন্যদিক হইতে রৌশন-আরা আগাইয়া আসিলেন।

রৌশন-আরা। বাবা।

শাহ্‌জাহান। কে!

রৌশন-আরা। আমি রৌশন-আরা।

শাহ্‌জাহান। বিশ্বাস হয় না।

রৌশন-আরা। কেন বাবা।

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীবের ভগ্নী বেগম রৌশন-আরা বৃদ্ধ শাহ্‌জাহানকে ব্যঙ্গ করে সম্রাট বলে, বাপ বলে মানে না।

রৌশন-আরা। ঔরংজীব দূত পাঠিয়েচে বাবা।

শাহ্‌জাহান। দুর্গ সমর্পণের দাবী জানিয়ে?

রৌশন-আরা। মার্জ্জনা চেয়ে পাঠিয়েচে বাবা, স্নেহ ভিক্ষা করেচে।

শাহ্‌জাহান। কে! ঔরংজীব!

রৌশন-আরা। হ্যাঁ, বাবা।

শাহ্‌জাহান। নিজে এসে আমার সাম্নে দাঁড়ায় না কেন?

রৌশন-আরা। অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েচে।

শাহ্‌জাহান। বিদ্রোহী ঔরংজীব তার সম্রাটের অনুমতি চেয়েচে?

রৌশন-আরা। এই তার পত্র।

শাহ্‌জাহান। পড়ে শোনা।

রৌশন-আরা পত্র পড়িলেন।

রৌশন-আরা। সম্রাটের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ভাই মোরাদকে সঙ্গে নিয়ে আমি আগ্রায় যাচ্ছিলাম। অনর্থক দারা কেন আমাদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন, তা এখনো রহস্যে ঘেরা রয়েচে। মুমূর্ষু পিতৃ সন্দর্শনে বাধা পেলে পিতৃ-অনুরাগী সন্তানরা কি প্রগাঢ় বেদনা অনুভব করে আপনি তা বোঝেন। খোদাতালার অনুগ্রহে দারার প্রতিবন্ধকতা এখন অপসারিত। দারার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই। দারা যদি আপনার কাছে ফিরে যেতেন, তাহলে আমরাও এতক্ষণ আপনার চরণে নতজানু হয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষার অবসর পেতাম। কিন্তু দারা তাঁর

অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে দিল্লীর পথে অগ্রসর হয়েছেন জেনে আমরা তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। আত্মরক্ষার সামান্য কিছু আয়োজন করা আবশ্যক বলে আমরা মনে করছি। সেই আয়োজনটুকু শেষ হলে আর আপনার অভয় পেলে ভাই মোরাদকে সঙ্গে নিয়ে আমি আপনার চরণে উপস্থিত হব।

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীব লিখেচে এই পত্র!

রৌশন-আরা। এই তার স্বাক্ষর বাবা।

শাহ্‌জাহান। হুঁ।

রৌশন-আরা। ঔরংজীব কি মার্জ্জনা পাবে না বাবা?

জাহান-আরা প্রবেশ করিলেন।

শাহ্‌জাহান। ওরে জাহান-আরা, ভাইদের ওপর, আমাদের ওপর ঔরংজীবের কোন আক্রোশই নেই। একবার ডাকলেই সে আমার পায়ে এসে পড়বে।

জাহান-আরা। এ আবার কি নতুন চক্রান্ত রৌশন-আরা?

শাহ্‌জাহান। চক্রান্ত নয়রে। ঔরংজীব পত্র লিখেচে। পড়ে ছাখ।

রৌশন-আরা জাহান-আরার হাতে পত্র দিলেন।

পত্র কে নিয়ে এল, রৌশন-আরা?

রৌশন-আরা। সম্রাটের কাছে উপস্থিত হবার যোগ্য লোক সে নয়।

শাহ্‌জাহান। তার হাত দিয়ে আমার গলার এই মালা এখুনি ঔরংজীবকে পাঠিয়ে দে। আমার মার্জ্জনার নিদর্শন। পেলেই সে ছুটে আসবে।

রৌশন-আরা। আপনার স্নেহ?

শাহ্‌জাহান। উজাড় করে ঢেলে দোব মা, উজাড় করে ঢেলে দোব।

রৌশন-আরা। শুনে ঔরংজীব আশ্বস্ত হবে।

জাহান-আরার কাছে গিয়া কহিলেন।

পত্র পড়া হোলো বেগম-সাহেবা?

পত্র ফিরাইয়া দিয়া জাহান-আরা কহিলেন।

জাহান-আরা। সুন্দর রচনা।

রৌশন-আরা। যোগ্য লোকের হাতে উঠে কলম কখনো কখনো তলোয়ারের চেয়ে বেশী কাজ করে বেগম-সাহেবা।

রৌশন-আরা চলিয়া গেলেন।

জাহান-আরা। বিদ্রোহী ঔরংজীবকে মার্জ্জনা করলে বাবা?

শাহ্‌জাহান চারিদিকে চাহিয়া চাপা গলায় কহিলেন।

শাহ্‌জাহান। আমি বিশ্বাস করি নি মা। ঔরংজীবের পত্রের একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করি নি। আমি জানি কত বড় খল সে!

জাহান-আরা। দিল্লীতে লোক পাঠিয়েচি, বাবা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রৌশন-আরার দূতকে কিছুতেই সে দুর্গাধিপের কাছে পৌঁছুতে দেবে না।

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীব এখনো দারার অনুসরণ করে নি।

জাহান-আরা। লিখেচে আত্ম-রক্ষার সামান্য আয়োজন তার প্রয়োজন!

শাহ্‌জাহান। আমি ওর অর্থ বুঝি জাহান-আরা। ও হচ্ছে প্রচ্ছন্ন শাসন। এই আগ্রা দুর্গ সে অবরোধ করতে চায়।

জাহান-আরা। এখনো সময় আছে বাবা।

শাহ্‌জাহান। কিসের?

জাহান-আরা। এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবার।

শাহ্‌জাহান। সময় হয়ত আছে। কিন্তু জাহান-আরা, আমার শক্তি কোথায়? কোথায় সেই সব সমর বিজয়ী সেনানায়ক? কোথায় এখন জয়সিংহ, যশোবন্তসিংহ, দিলীর, মীরজুমলা, মহবৎ—জনে জনে যারা দিকপাল?

বাহিরে ঝড় উঠিল।

ওকি! কার ওই কান্না?

জাহান-আরা। হঠাৎ ঝড় এলো বাবা।

শাহ্‌জাহান। ঝড়! ঝড় হঠাৎ আসে নি জাহান-আরা। ঝড় উঠেছিল সামুগড়ে দিবা-দ্বিপ্রহরে। সন্ধ্যায় আগ্রা দুর্গে হাঁক দিয়ে যায় সেই ঝড়। নিশীথে দিল্লীর পথ বয়ে এই ঝড়ই যখন তামাম হিন্দুস্থান তোলপাড় করে দেবে, তখন কোথায় থাকবে দারা নাদেরা, কোথায় থাকবে শিপার জহরৎ, আর কোথায়ইবা থাকবে শাহ্‌জাহানের সাম্রাজ্য-সম্পদ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী-দুর্গ

ঝড় বহিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। কক্ষের খিলানের নীচে দারার সেনানায়কদ্বয় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পার্শ্বের সিঁড়ি দিয়া দারা দুর্গাধিপের আগে আগে নামিয়া আসিতেছেন:

দারা। সামান্য একটা ভুলের জন্য আজ আমাকে আপনার আশ্রয় নিতে হোলো দুর্গাধিপ।

দুর্গাধিপ। সম্রাটের এই দুর্গে সম্রাট-পুত্রদের জন্মগত অধিকার রয়েচে। আমার আফ্‌শোষ এই দুর্যোগে আমার মহামান্য অতিথিদের

যোগ্য-সমাদরে নানা ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। এমন বর্ষণ বড় দেখা যায় না। তিনদিনের মাঝে বিরাম নেই।

দাউদ খাঁ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন রাজনীতিক দুর্যোগের হাত ধরে হিন্দুস্থানে অবতীর্ণ হয়েচে।

দারা। আমার রণক্লান্ত পথশ্রান্ত সৈনিকরা বিশ্রামের অবসর পেলেই আমি দুর্গাধিপের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

দুর্গাধিপ। নফর সে ব্যবস্থা করে এসেচে শাহ্‌জাদা।

দারা। আমার এই বন্ধুরাও কম শ্রান্ত নন।

দুর্গাধিপ। এঁদের সেবার সুযোগ পেয়ে আমি আজ ধন্য।

দারা। বিশ্রামের এই সুযোগ অবহেলা কোরো না বন্ধুগণ। কাল হয়ত এ অবসর পাবে না।

প্রতিহার প্রবেশ করিল।

প্রতিহার। আগ্রা থেকে দূত এসেচে, জনাব।

দারা। পিতার আদেশ নিয়ে এসেচে নিশ্চিত।

দুর্গাধিপ। নিয়ে এস।

প্রতিহার চলিয়া গেল।

দারা। বুদ্ধির দোষে যুদ্ধে পরাজিত হয়েচি। কিন্তু পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই নি।

প্রতিহার ইউসুফ বেগকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ইউসুফ। সম্রাটের এই পাঞ্জা দুর্গাধিপ।

দুর্গাধিপ নতজানু হইয়া পাঞ্জা গ্রহণ করিয়া মাথায় স্পর্শ করিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাঞ্জা ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন :

দুর্গাধিপ। 'সম্রাটের আদেশ শোনাও সেনানি।

ইউসুফ। এই পাঞ্জা আমার হাতে দিয়ে সম্রাট আমাকে আদেশ

করেচেন, দিল্লীর দুর্গাধ্যক্ষকে আমার এই পাঞ্জা দেখিয়ে বলবে আমার আদেশ আমার অশ্বশালা থেকে সহস্র অশ্ব, হস্তীশালা থেকে বিংশতি হস্তী আর তোষাখানা থেকে দুটি হস্তী যত স্থবর্ণমুদ্রা বহন করতে পারে তত স্থবর্ণমুদ্রা শাহ্‌জাদাকে দিতে হবে।

দারা। আর আমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

সেনানায়কগণ। জয় সম্রাট সাজাহানের জয়!

জয়ধ্বনি তলাইয়া নেপথ্যে আর্ত্তনাদ।

দারা। জয়ধ্বনি তলিয়ে কার ওই আর্ত্তনাদ ভেসে এল দুর্গাধিপ?

ইদ্রিস (নেপথ্যে)। দুর্গাধিপ! দুর্গাধিপ!

ইদ্রিস প্রবেশ করিল, রক্তাক্ত দেহ

আমি দুর্গাধিপকে চাই।

দুর্গাধিপ। তুমি যে আহত।

ইদ্রিস। শত্রু পেছন থেকে আঘাত করেচে।

দুর্গাধিপ। কোথা থেকে এলে তুমি?

ইদ্রিস। আগ্রা থেকে···আদেশ নিয়ে···

পড়িয়া যাইতেছিল, দুর্গাধিপ ধরিলেন।

দুর্গাধিপ। কি আদেশ তুমি এনেচ? কার আদেশ?

দারা। দুর্গাধিপ, আগে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন।

দুর্গাধিপ। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করচি।

ইদ্রিসকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।

ইউস্থফ। শাহ্‌জাদা, আমি ওকে চিনি।

দারা। কে ওই দূত?

ইউসুফ। দূত নয় শাহ্জাদা, গুপ্তচর।

দারা। গুপ্তচর! কার?

ইউসুফ। রোশন-আরা বেগমের।

দারা। ঔরংজীবের বল।

ইউসুফ। রোশন-আরা বেগম ওকে আগ্রা থেকে পাঠিয়েচেন। বহুদূর থেকে ও আমার অনুসরণ করচে আর বরাবর চেষ্টা করেচে আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আসতে।

দারা। উদ্দেশ্য?

ইউসুফ। জানি না শাহ্জাদা। আমার সন্দেহ হলো রোশন-আরা বেগম ওকে পাঠিয়েচেন আপনার কোন ক্ষতি করতে। তাই…

দারা। তাই কি তুমি ওকে আহত করে পথের পাশে ফেলে এলে?

ইউসুফ। না শাহ্জাদা। বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ওকে দৃষ্টির বাইরে ফেলে রেখে এগিয়ে এলাম।

দারা। তবে ওকে আঘাত করল কে!

ইউসুফ। নফর তা জানে না শাহ্জাদা।

যোধসিংহ। যে ওকে আঘাত করেছে সে আমাদের বন্ধু, শাহ্জাদা।

দারা। রোশন-আরা কি দুর্গাধিপের কাছে ঔরংজেবের কোন আদেশ পাঠিয়েচে?

যোধসিংহ। তাও অসম্ভব নয়!

ইউসুফ। ইদ্রিস হয়ত তাঁকে রোশন-আরা বেগমের আদেশ জানিয়েচে।

দারা। দিল্লীর এই দুর্গ কি আমাদের মৃত্যুর ফাঁদ হয়ে উঠবে!

মীর হবিব প্রবেশ করিল।

হবিব। নিশ্চিন্ত থাকুন শাহ্‌জাদা, হতভাগ্য দুর্গাধিপকে কোন কথা জানাবার সুযোগ পায় নি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি কক্ষের বাইরে পা দিয়েই সে প্রাণত্যাগ করল।

দারা। কে তুমি?

হবিব। এই আমার পরিচয়।

অঙ্গুরী দিল।

দারা। জাহান-আরা তোমায় পাঠিয়েচেন?

হবিব। বেগম-সাহেবার আমার প্রতি আদেশ ছিল গোলাম ইদ্রিস কিছুতেই যেন না দুর্গাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পায়।

দারা। তাই কি তুমি ওকে হত্যা করলে?

হবিব। ইদ্রিস আগ্রাত্যাগের অনেক পরে বেগম-সাহেবা আমাকে এই কাজে নিয়োগ করেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওকে আমি দুর্গদ্বারের আগে বাধা দিতে পারি নি। তাই শেষ মুহূর্ত্তে বাধ্য হয়েই আমি পেছন থেকে ওকে আঘাত করি।

দারা। রোশন-আরা ওকে কেন পাঠিয়েছিল জান?

হবিব। দুর্গাধিপকে জানাতে বলেছিলেন সম্রাটের আদেশ অনুসারে তিনি যদি আপনাকে সাহায্য করেন, শাহ্‌জাদা ঔরংজীব কখনো তাঁকে ক্ষমা করবেন না।

যোধসিংহ। তুমি ওকে হত্যা না করলে সে দুর্গাধিপকে তাই জানাত?

হবিব। তার মুখ বন্ধ করবার আর কোন উপায় ছিল না।

নাদেরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন।

নাদেরা। শাহ্‌জাদা!

দারা। নাদেরা, পিতা দুর্গাধিপকে আদেশ দিয়েচেন, হস্তী, অশ্ব আর অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে।

নাদেরা। শাহ্‌জাদা কি আবারো যুদ্ধ করতে চান?

দারা। একবার পরাজিত হয়েচি বলে কি আর যুদ্ধ করব না, নাদেরা?

নাদেরা। আপনারাও কি আবার যুদ্ধ করতে উপদেশ দেন?

যোধসিংহ। শক্তির অভাবে আমরা পরাজিত হই নি, বেগম-সাহেবা।

দাউদ খাঁ। আর সম্রাট যখন দুর্গাধিপকে আদেশ দিয়েচেন শাহ্‌জাদাকে সাহায্য করতে তখন বুঝতে হবে তিনিও চান শাহ্‌জাদা যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত থাকুন।

নাদেরা। ছোলতান পরভিজের কন্যা আমি, আমিও মুঘল, মুঘল-সম্রাটের পুত্রবধূ—যুদ্ধে আমার ভয় নেই। কিন্তু আমি সন্তানের জননী। তাই সন্তানের জন্যে আমার দুশ্চিন্তা অসঙ্গতও নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

দারা। শিপার আর জহরৎ নিরাপদ থাকবে, নাদেরা।

নাদেরা। তারা আমার বুকে রয়েচে, আমি তাদের বুকে করেই রাখব। কিন্তু আমার সোলেমান?

দারা। সে আমাদের গৌরব নাদেরা। এই বয়েসেই ছোলতান সুজাকে পরাজিত করে সে বীরের খ্যাতি লাভ করেচে। তার সঙ্গে রয়েচেন মহারাজ জয়সিংহ, মহারাজ যশোবন্তসিংহ, পাঠানবীর দিলীর খাঁ।

নাদেরা। মুঘলের এইসব মহামান্য সেনা-নায়করা আজও যে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েচেন, এ-কথা কেন ভাবচেন শাহ্‌জাদা? ঔরংজেবের উৎকোচ কি তাঁদের টলাতে পারে না?

দারা। মহারাজ জয়সিংই অন্তত আমার পুত্রের কোন অকল্যাণ করবেন না।

নাদেরা। শুনে আশ্বস্ত হলাম শাহ্‌জাদা।

দুর্গাধিপ প্রবেশ করিলেন

দুর্গাধিপ। ঘটনার পর ঘটনা এমনই বিব্রত করে তুলচে যে মহামান্য অতিথিদের বিশ্রামের ব্যবস্থাও আমি করে উঠ্‌তে পারচি না।

নাদেরাকে দেখিয়া কুর্ণিশ করিয়া

বেগম-সাহেবারও বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়েচে।

নাদেরা। আপনার আয়োজনের ত্রুটি থেকে নয়।

দুর্গাধিপ। ত্রুটির অন্ত নেই। নিজগুণে সব মার্জ্জনা করেছেন বুঝে গোলাম কৃতার্থ!

দারা। সম্রাট আপনাকে যে উপদেশ দিয়েছেন……

দুর্গাধিপ। সত্য কথা বলতে কি শাহ্‌জাদা, তাই নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে রয়েচি।

দারা। সহস্র অশ্ব সংগ্রহ কি অসম্ভব?

দুর্গাধিপ। অশ্বশালায় পাঁচগুণ অশ্ব রয়েচে শাহ্‌জাদা।

দারা। হস্তী?

দুর্গাধিপ। মুঘল সম্রাটের পিলখানা শূন্য নয়।

দারা। সুবর্ণমুদ্রা?

দুর্গাধিপ। সম্রাট কি না জেনেই আদেশ করেচেন?

দারা। তবে আর আপনার দুশ্চিন্তার কারণ কি?

দুর্গাধিপ। যে হতভাগ্য এখানে পা দিয়েই প্রাণত্যাগ করল, সে কি

আদেশ নিয়ে এসেছিল, তাই আমি ভাবাচ। সম্রাট যদি তাঁর প্রথম আদেশ প্রত্যাহার করে থাকেন।

দারা। আপনি আমার ধৈর্য্যচুতি ঘটাচ্ছেন দুর্গাধিপ!

নাদেরা। চলুন শাহ্‌জাদা, কারু কৃপাপ্রার্থী হয়ে না থেকে দুর্গ ত্যাগ করে আমরা চলে যাই। শাহ্‌জাদার পূর্ব্বপুরুষরা অসিমুখে হিন্দুস্থানে ঠাঁই করে নিয়ে ছিলেন।

দারা। আমার মুহূর্ত্তের ভুলে হিন্দুস্থানের ইতিহাসের ধারা এক নতুন পথে বয়ে চল্ল। একপোয়া ঘণ্টাকাল আমি আমার সৈনিকদের দৃষ্টির অগোচর ছিলাম। আর তারই মাঝে বিজয়ী আমি হলাম বিজিত, সম্রাটের প্রতিনিধি আমি হয়ে পড়লাম তাঁর ভৃত্যদের কৃপার পাত্র। মাত্র একপোয়া ঘণ্টার মাঝে!

দাউদ খাঁ। একপোয়া ঘণ্টায় যা আমরা হারিয়েচি, তা ফিরে পেতে এক প্রহরের বেশী সময় লাগবেনা শাহ্‌জাদা।

দারা। আমি যদি ঔরংজীব মোরাদের মতো, বিলাসী সুজার মতো নিজের সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলবার সুযোগ করে নিতাম, তাহলে আজ আমাকে এমন অসহায়ের মতো সাম্রাজ্যের প্রতি দুর্গাধ্যক্ষের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষের কৃপা-কণা কুড়িয়ে বেড়াতে হোত না। দুর্গাধ্যক্ষ, আমি দারা, সম্রাটের প্রতিনিধি দারা, শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি সম্রাটের আদেশ তুমি পালন করবে কি না!

দুর্গাধিপ। আপনার পরাজয়ের পর সম্রাট যদি নতুন প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকেন।

দারা। নফর!

দারার সৈনিকরা তরবারি বাহির করিলেন। দুর্গাধিপ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—তারপর দারাকে কুর্ণিশ করিয়া কহিলেন:

দুর্গাধিপ। শাহ্‌জাদা, সত্যই আমি নফর। পুরুষানুক্রমে আমরা মুঘলের অন্নে প্রতিপালিত; পুরুষানুক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য আমরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েচি। মুঘলের দাসত্বকে আমরা অপমানজনক মনে করি না, তা স্বীকার করতে আমরা গৌরব অনুভব করি।

আবার কুর্ণিশ করিল। দারা হতবাক্ হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন:

দারা। নাদেরা, বেগমদের প্রস্তুত হতে বল। আমরা এখুনি এই দুর্গ ত্যাগ করে চলে যাব।

নাদেরা। এই রাত্রে!

দারা। রাত আর বেশী নেই নাদেরা।

নাদেরা। এই দুর্য্যোগে!

দারা। দুর্য্যোগকে আর ভয় কি নাদেরা, দুর্য্যোগ ত আমাদের জীবনের সাথী। একটু আগে তুমিই ত বলেছিলে দুর্গ ত্যাগ করতে।

নাদেরা। প্রভাত পর্য্যন্তও অপেক্ষা করবেন না?

দারা। প্রভাতের রক্তিম সূর্য্য হয়ত আরো রক্তের দাবী নিয়ে উদিত হবে। আর একটু আগে তুমিই ত বলেছিলে দুর্গ ত্যাগ করে চলে যেতে।

নাদেরা। তবে চলুন শাহ্‌জাদা। আমি ওদের প্রস্তুত হতে বলি।

নাদেরা চলিয়া গেলেন।

দারা। কক্ষের প্রতি দ্বার রক্ষা কর, বন্ধুগণ।

দারার সেনানীরা বিদ্যুৎ গতিতে প্রতি দ্বারে দণ্ডায়মান হইল।

উদ্ধত অধ্যক্ষ, হয় অস্ত্রত্যাগ কর, নয় পরাজিত পলায়িত দারার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

দারা তরবারি বাহির করিলেন। দুর্গাধিপ ধীরে ধীরে তরবারি বাহির করিলেন।

দুর্গাধিপ। সম্রাটের প্রতিনিধির পদতলে আমার তরবারি রাখলাম শাহ্‌জাদা।

দারা। তোমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করলে তুমি খুশী হও?

দুর্গাধিপ। ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা করুন।

দারা। আমি ঘাতক নই। তোমার স্পর্দ্ধার পরিচয় না পেলে তোমার সঙ্গে আমি কঠোর ব্যবহার করতাম না। তোমাকে বন্দী করে ইউসুফ বেগের সঙ্গে যদি আগ্রায় আমার পিতার কাছে পাঠিয়ে দি, তাহলে জীবিতাবস্থায় তিনি তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন। কিন্তু আমি তা করব না। ঔরংজীব দিল্লী এলে তাকে বোলো, ইচ্ছে করলে আজ আমি দিল্লীদুর্গে সঞ্চিত সকল সম্পদ নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু পিতা আমাকে স্বেচ্ছায় যা দিতে চেয়েচেন তার অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও আমি স্পর্শ করতে চাই না বলে তা নিলাম না। দাউদ খাঁ।

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা।

দারা। আপনি, সেনাপতি যোধসিংহ আর আমাদের এই নবীন বন্ধুদের নিয়ে সম্রাটের পাঞ্জা দেখিয়ে হস্তী, অশ্ব আর সুবর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে দুর্গত্যাগের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত রাখুন গে। দুর্গাধিপকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

দাউদ খাঁ। আসুন দুর্গাধিপ!

দারা। সম্রাটের আদেশ পালনে যে কেউ অসম্মত হবে, তাকেই হত্যা করবেন।

শিপার। বাবা।

দারা। আয় শিপার।

শিপার। আমাদের নাকি এখুনি দিল্লী ছেড়ে চলে যেতে হবে?

দারা। হ্যাঁ, বাবা।

জহরৎ। আমাদের দুর্গ ছেড়ে আমরা কেন চলে যাব?

দারা। এখানে থাকা আর সম্ভব হোলো না, জহরৎ।

জহরৎ। আগ্রায় থাকা সম্ভব হোলো না বলে গেলাম শিবিরে, শিবিরে থাকা সম্ভব হোলো না বলে এলাম দিল্লীতে, দিল্লীতেও থাকা সম্ভব নয় বলে চলেচি নতুন যায়গায়।

শিপার। সেখানেও যদি থাকা না যায়, তাহলে কোথায় আমরা থাকব বাবা?

দারা। খোদাতালা একটা যায়গা ঠিক করে দেবেন, বাবা!

জহরৎ। তবেই হয়েচে! আগ্রার ভিখিরীদের শুনেচি থাকবার ঠাঁই নেই, খোদাতালা ত তাদের কোথাও ঠাঁই করে দেন না!

দারা। আগ্রার ভিখিরী!

নাদেরা প্রবেশ করিল

নাদেরা, আগ্রার ভিখিরী কখনো দেখেচ?

নাদেরা নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন:

চোখ ভরে দেখে নাও, আগ্রার ভিখারী! আগ্রার ভিখারী!

আবেগে কাঁপিতে লাগিলেন:

জহরৎ বলে নাদিরা, খোদাতালা আগ্রার ভিখিরীদের ঠাঁই ত কোথাও করে দেন না।

জহরৎ। হ্যাঁ মা, তাই তাঁরা দিন-রাত পথে পথেই ঘুরে বেড়ায়।

নাদেরা। বেগমরা প্রস্তুত শাহজাদা!

দারা। জহরৎ ঠিক বলেচে নাদিরা, বেচারা আগ্রার ভিখিরীরা আমরণ পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

নাদেরা। বেগমরা প্রস্তুত হয়েচেন।

দারা। পথ তাদের ডাকচে।

নাদেরা। ফরিদুন তাঁদের নিয়ে আস্‌চে।

দারা। কিছুই আর বাকী রইল না। চল নাদেরা।

নাদেরা। চোখের সাম্নে কেন আঁধার নেমে আসে শাহ্‌জাদা!

দারা। দিনের আলো ফুটে উঠ্‌চে, তাই দীপের আলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ঔরংজীবের আবির্ভাব আর দারার তিরোধান।

ঘরের আলো ক্রমেই ম্লান হইতে লাগিল।

নাদেরা। শাহ্‌জাদা!

দারা। ফরিদুন বেগমদের নিয়ে আসচে নাদেরা। আর এখানে অপেক্ষা করবার আবশ্যক নেই।

প্রায়-অন্ধকার কক্ষের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে শ্বেতবসনাবৃতা বেগম ও বাঁদীরা দারার অনুগমন করিতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য

মহারাজ জয়সিংহের শিবির

উষার আলো কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে।

জয়সিংহ। আশ্রয় দিতে বলেচেন?

বিশ্বজিৎ। হ্যাঁ, মহারাজ।

জয়সিংহ। বেগম জাহান-আরা বলেচেন শাহ্‌জাদা দারাকে আশ্রয় দিতে!

বিশ্বজিৎ। হ্যাঁ, মহারাজ।

জয়সিংহ। সম্রাট ?

বিশ্বজিৎ। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই…

জয়সিংহ। তাই জাহান-আরা বেগমই তাঁর হয়ে সব ব্যবস্থা করেন ?

মহারাজ যশোবন্ত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন :

যশোবন্ত। বেগমসাহেবা অসাধারণ শক্তিমতী নারী।

জয়সিংহ। মুঘল-মসনদে তাঁকে বসালে কেমন হয় যশোবন্ত ?

যশোবন্ত। সিংহাসন তিনি চান না।

জয়সিংহ। যেমন চান না বিবাহ করে সংসারী হতে ?

বিশ্বজিৎ। তিনি চান শাহ্‌জাদা দারার প্রতিষ্ঠা।

জয়সিংহ। শাহ্‌জাদা দারা এখন কোথায় ?

বিশ্বজিৎ। দিল্লী।

জয়সিংহ। শাহ্‌জাদা ঔরংজীবও ত দিল্লী যাত্রা করেছেন।

বিশ্বজিৎ। তাই ত বেগমসাহেবা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

জয়সিংহ। তরুণীর ব্যাকুলতায় উতলা হবার মতো বয়েস আবার যদি ফিরে পেতাম, দারার সাহায্যের জন্য কোন কিছু বিচার না করেই ছুটে যেতাম।

যশোবন্ত। রাজপুত কখনো আশ্রয়প্রার্থীকে নিরাশ করে নি, মহারাজ।

জয়সিংহ। আগন্তুক এলেই তাকে আশ্রয় দেবার জন্যে হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা বড়ই আকুল হয়ে ওঠে। মুঘলসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র যখন বিরোধের আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, তখনই দিকে দিকে আশ্রয় পেল পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ !

যশোবন্ত। হিন্দুস্থানে রাজপুত আজও জীবিত রয়েছে মহারাজ।

জয়সিংহ। শুধুই কি রাজপুত আছে যশোবন্ত? রাজপুত আছে, মারাঠা আছে, কনৌজী আছে, দ্রাবিড়ী আছে, স্পৃশ্য আছে অস্পৃশ্য আছে—তবুও যশোবন্ত, তবুও হিন্দুস্থানে হিন্দু নাই, হিন্দুর স্থান নাই!

যশোবন্ত। এ সব কথা বলে কোন লাভ নেই, মহারাজ।

জয়সিংহ। লাভ যখন নেই, তখন থাক সেসব কথা। এখন মুঘল মসনদ টলে উঠেচে বলে আমাদের বুক ব্যথায় টন্‌টন্ করচে! এখন সম্রাট সাজাহানের আকুতি, জাহান-আরা বেগমের মিনতি, শাহ্‌জাদা ঔরংজীবের প্রতিশ্রুতিই আমাদের ক্ষুধা কেড়ে নিয়েচে, ঘুম হরণ করেচে। এখন কি আর নিজেদের কথা ভাবা চলে!

বিশ্বজিৎ। বেগম সাহেবার নিকট আমি কি জবাব নিয়ে যাব, মহারাজ?

জয়সিংহ। তাই ত! তোমাকে ফিরেও যেতে হবে, আবার জবাবও নিতে হবে!

বিশ্বজিৎ। আমার প্রতি সেই আদেশই আছে।

জয়সিংহ। যশোবন্ত কি বল?

যশোবন্ত। আশ্রয়প্রার্থীকে আমি নিরাশ করব না, আমি রাজপুত।

জয়সিংহ। উদার রাজপুত! আমাদের সকলের গৌরব! ওহে রাজপুত যুবক! বেগমসাহেবার কাছে নিয়ে যাবার মতো জবাব আর জবান দুই-ই তুমি পেলে।

বিশ্বজিৎ। আপনার অভিপ্রায় ত জান্তে পারলাম না মহারাজ।

জয়সিংহ। আমার আত্মকর্ত্তৃত্বও নেই, তাই আমার কোন অভিপ্রায়ও নেই। ছোলতান সুজা আমার শত্রু নন্। কিন্তু তবুও এলাম তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। একান্ত অনভিপ্রেত কাজ। তবুও তা করলাম। আজ সোলেমান বোঝা হয়ে কাঁধে চেপে রয়েচেন! বইতে

আর ইচ্ছে করে না ; তবু ফেলতেও পারি না তাঁকে। একদিকে সুজা, আর একদিকে ঔরংজীব এই বাঘ-ভাল্লুকের মাঝখানে হরিণ শিশুকে কেমন করেই বা ছেড়ে দি! আমার রাজনীতিক বুদ্ধি বলে দাও ছেড়ে, তোমার কি? কিন্তু আমার পিতৃ-হৃদয় বলে, ওরে না, না, নেহাৎই যে শিশু!

বিশ্বজিৎ। তাহলে কি বেগমসাহেবাকে আমি বলব ছোলতান সোলেমানকে নিরাপদ না রেখে আপনি শাহ্‌জাদা দারার সাহায্যে যেতে পারবেন না?

জয়সিংহ। আরো বোলো ঔরংজীব যেতেও দেবেন না।

প্রহরী প্রবেশ করিল

প্রহরী। ছোলতান সোলেমান, মহারাজ।

সোলেমান প্রবেশ করিলেন

সোলেমান। মহারাজ! এই যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহও এখানে আছেন।

সোলেমান। মহারাজ জয়সিংহ! এইমাত্র সংবাদ পেলাম পিতা লাহোরে গেছেন।

জয়সিংহ। আমি শুনেছিলাম দিল্লী!

সোলেমান। কাকা তাঁর অনুসরণ করচেন শুনে তিনি দিল্লীও ত্যাগ করেছেন।

জয়সিংহ। তাইত! লাহোর, মুলতান, কাবুল, কান্দাহার, পারস্য……

সোলেমান। আপনি কি বলচেন মহারাজ!

জয়সিংহ। মানচিত্র স্মরণ করচি। পথ-ঘাট যান-বাহনের সুবিধা অসুবিধা ভেবে দেখ্‌চি।

সোলেমান। আপনি কি মনে করেন পিতাকে হিন্দুস্থান ত্যাগ করতে হবে ?

জয়সিংহ। সুযোগ পাবেন কিনা তাই হচ্ছে ভাববার কথা।

সোলেমান। মহারাজ, আমি পিতার কাছে যেতে চাই।

জয়সিংহ। খুবই স্বাভাবিক আগ্রহ।

সোলেমান। আপনার অনুমতি না পেলে সৈন্যরা যেতে চাইবে না।

জয়সিংহ। সৈন্যরা যেতে চাইলেও বাধা পাবে। ঔরংজীব বিনাযুদ্ধে আপনাকে অগ্রসর হতে দেবেন না।

সোলেমান। যুদ্ধে আমি অনভ্যস্ত নই।

জয়সিংহ। জানি যুদ্ধে ছোলতান সুজাকে আপনি পরাস্ত করেচেন।

সোলেমান। আপনারা সহায় থাকলে আমি হিন্দুস্থান জয় করতে পারি।

জয়সিংহ। হিন্দুস্থান জয় করতে আপনাদের আমরা সাহায্য করতে পারি। করচিও তাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে নিজেদের শক্তি দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করতে পারি না।

সোলেমান। আপনি আমার সঙ্গে সরল ভাবে কথা কইছেন না, মহারাজ।

জয়সিংহ। মহারাজ যশোবন্তসিংহের সঙ্গে কথা বলুন। উনি বেশ সরলভাবে কথা কইতে জানেন।

সোলেমান। মহারাজ, আমার বিশ্বাস পিতা অত্যন্ত বিপন্ন। পুত্র হয়ে আমি যদি এই বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে বৃথাই আমার জন্ম, বৃথাই আমার সমর-নৈপুণ্য !

যশোবন্ত। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি শাহ্‌জাদা, আপনাকে আপনার পিতার কাছে পৌঁচে দেবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম।

সোলেমান। মহারাজ যশোবন্তসিংহ যখন দায়িত্ব নিলেন তখন মহারাজ জয়সিংহ……

জয়সিংহ। তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। এই ত!

সোলেমান। আমি বুঝতে পারচি আপনি পিতার শক্তিবৃদ্ধি চান না।

জয়সিংহ। কি চাই?

সোলেমান। অত্যন্ত রূঢ় শোনাবে মহারাজ।

জয়সিংহ। তবুও শুনি!

সোলেমান। আপনি চান আপনার স্বার্থসিদ্ধি!

জয়সিংহ। আমার পূজা-অর্চ্চনার সময় বয়ে যায় শাহ্‌জাদা।

যশোবন্ত। চলুন শাহ্‌জাদা, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেচি।

সোলেমান। চলুন। যেতে পারি মহারাজ?

জয়সিংহ। যেতে চাইছেন, যান; কিন্তু জানবেন একটি জয়পুরী সৈন্যও আপনার সঙ্গে যাবে না।

সোলেমান। তাহলে মহারাজ…

জয়সিংহ। বলুন?

সোলেমান। তাহলে আমি সৈন্য কোথায় পাব?

জয়সিংহ। দিলীর খাঁ যোগাবেন।

সোলেমান। তিনি বলেচেন আপনার অমতে কিছুই করবেন না।

জয়সিংহ। তাইত বলবেন। কেন না তিনিও আমারই মতো স্বাধীন নন।

যশোবন্ত। আপনার এই দাস-মনোভাব অসহ্য, মহারাজ। যে

হতভাগ্য প্রতিনিয়ত মনে করে সে দাস, মুক্তির পথ সে কখনো দেখতে পায় না। তার আত্ম-নিগ্রহই শৃঙ্খল হয়ে তার গতি রোধ করে।

জয়সিংহ। সত্য যশোবন্ত, আমি তেমনই এক হতভাগ্য।

যশোবন্ত। চলুন শাহ্‌জাদা, পাঠান আর জয়পুরী সৈন্য যদি সহযোগে অসম্মত হয়, যোধপুরী বীরবৃন্দ আপনাকে ত্যাগ করবে না! আর যোধপুরী তরবারী জয়পুরী তরবারীর চেয়ে কম তীক্ষ্ণ নয়!

তাঁহারা প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

জয়সিংহ। শাহ্‌জাদাকে একটি কথা আমার বলবার আছে।

সোলেমান ফিরিয়া দাঁড়াইলেন :

যদি মহারাজ যশোবন্তসিংহ আগ্রায় পোঁচে মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হন, অথবা ঔরংজীব যদি আপনাদের অগ্রসর হবার সুযোগ না দেন, তাহলে আপনার পিতার সঙ্গে আপনার মিলনের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। সে ক্ষেত্রে······

সোলেমান। সে ক্ষেত্রে আপনি আমাকে কি করতে উপদেশ দেন?

জয়সিংহ। আপনি সে ক্ষেত্রে গাড়োয়ালের অন্তর্গত শ্রীনগরে চলে যাবেন। সেখানে আপনি শুধু আশ্রয়ই পাবেন না, রাজার সহযোগও পাবেন।

সোলেমান। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, মহারাজ।

জয়সিংহ। ব্যবস্থা আমি করে রেখেচি।

যশোবন্ত। আসুন, শাহাজাদা।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। মহারাজ জয়সিংহ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন :

বিশ্বজিৎ। মহারাজ!

জয়সিংহ। ও। তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি

রাজপুত, আমার স্বজাতি। স্বজাতির কথা ভাববার আমাদের অবসর কোথায় ?

বিশ্বজিৎ। আমি কি এখন আগ্রায় ফিরে যেতে পারি, মহারাজ ?

জয়সিংহ। সম্রাট সাজাহানের কাছে আগ্রার অসামান্য আবেদন, কারণ সেখানে তাঁর মমতাজের স্মৃতি রয়েচে। কিন্তু আগ্রা তোমাকে এমন করে কেন টানে যুবক ?

বিশ্বজিৎ। আমি বেগম-সাহেবার আদেশে এসেচি।

জয়সিংহ। বেগম-সাহেবার আদেশ পালনে আনন্দ আছে। কত যুবক কত রকমেই না তাঁর আদেশ পালন করে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়েচে। বেগম-সাহেবার বিম্বোষ্ঠ-বিনির্গত আদেশ মদিরার মতোই মোহ জাগায়, উত্তেজনা আনে।

বিশ্বজিৎ। আমি সৈনিক মহারাজ।

মহারাজ জয়সিংহ তাহার দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন :

জয়সিংহ। সৈনিক! সৈনিক শিবিরে থাকে, সেনাপতির আদেশ পালন করে, সেনাপতির উপদেশ নিয়ে সে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে—কুমারী কন্যাদের, সুন্দরী নারীদের আদেশ বয়ে ছুটোছুটি করে সে জীবনপাত করে না। তুমি সৈনিক নও—তুমি প্রেম-পিয়াসী পতঙ্গ!

যুবক মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল :

তুমি নিশ্চয় কোন রাজপুত্র নও!

বিশ্বজিৎ। না, মহারাজ!

জয়সিংহ। আগ্রা দরবারে তোমার আপনজন কেউ আছেন ?

বিশ্বজিৎ। না, মহারাজ!

জয়সিংহ। সাধারণ কোন এক রাজপুত গৃহস্থেরই সন্তান তুমি।

বিশ্বজিৎ। হাঁ, মহারাজ।

জয়সিংহ। চোখে-মুখে তোমার যৌবনের এক অসাধারণ দ্যুতি, সৃষ্টির শক্তি তোমার অন্তরে থেকে আত্ম-প্রকাশের অবকাশ চাইছে। নিজেকে তুমি বিলিয়ে দিয়ো না যুবক।

বিশ্বজিৎ। মহারাজ, ভয়ে আমার বুক কাঁপচে।

জয়সিংহ। ভয়ে নয়, অজানাকে জানবার আগ্রহে।

বিশ্বজিৎ। আমি আপনার কোন কথাই বুঝতে পারচি না, মহারাজ।

জয়সিংহ। রাষ্ট্রবিপ্লবের মহালগ্নে তুমি জন্মগ্রহণ করেচ, তুমি অতীতের নও, তুমি বর্ত্তমানের নও, তুমি ভবিষ্যতের। তোমার দেশ, তোমার জাতি, এমনকি তোমার আত্ম-পরিণতিও তোমার মত রাজ্যহীন, ভূমিহীন, পদবীহীন সাধারণ যুবকদের কাছে আজ এক নতুন দাবী নিয়ে উপস্থিত।

বিশ্বজিৎ। সে দাবী কি মহারাজ?

জয়সিংহ। বর্ত্তমানের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

বিশ্বজিৎ। বিচ্ছেদ?

জয়সিংহ। জাহান-আরা বেগম তোমার কে যে তাঁর জন্যে তুমি প্রাণ দেবে? সাজাহান সম্রাট থেকে তোমার মত বিত্তহীনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কি ব্যবস্থা করেচেন? ঔরংজেবের উত্থান পতনের সঙ্গে তোমার সুখ-দুঃখের যোগ কোথায় যে মুঘলের এই আত্মনাশা দ্বন্দ্বে যোগ দিয়ে তুমি তোমার তরুণ প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে, নবীন রাজপুত?

বিশ্বজিৎ। আপনি আমাকে কি করতে বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। যে সাম্রাজ্য ভবিষ্যতে থাকবে না, যে সম্রাট-নন্দনরা ভবিষ্যতে অপরের কৃপাকণা কুড়িয়ে জীবন গোঙাবে, তাদের জন্যে তুমি

কেন আত্ম-বলি দেবে! মনে রেখো, সম্রাট সাজাহানের ভুল অথবা শাহ্-জাদা ঔরংজীবের লোভ থেকেই এ দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি, এ দ্বন্দ্বের মূলে রয়েচে বিজয়ী সম্রাটকুলের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করবার ধারাবাহিক দুষ্প্রবৃত্তি!

একটি কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল :

কিশোরী। তোমার পূজার সময় বয়ে যায়, বাবা।

জয়সিংহ। জানি, মা, জানি, বৃথা বয়ে যায় মাতৃপূজার বারেক-আসা এই শুভ সময়; কিন্তু মা উপচার কোথায়, কোথায় নৈবেদ্য, কোথায় ঘৃত-প্রদীপ, কোথায় মৃত্যুঞ্জয় অসংখ্য সন্তান!

কিশোরী। তুমি কি বলচ, বাবা!

জয়সিংহ। ভুল বল্‌চি, না? বুড়ো হলে মানুষ নিজের অজানায় অনিচ্ছায় এমন সব কথা বলে ফেলে, যার কোন মানে হয় না। তুমি আগ্রায় ফিরে যাও যুবক—আমার মা বল্‌চেন পূজার সময় বয়ে যায়!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লাহোর দুর্গ

দারা ও মানুস্‌সি

দারা। ইউরোপ থেকে তুমি আসচ। তুমি লড়াই করতে জান?

মানুস্‌সি। লড়াই হামার দেশে হরদম হয়। হামি কামান চালাইতে জানে। হামায় কাম দিলে আওরাংজীব লড়াই ফতে কোরতে শিখবে না।

দারা। তোমায় আমি কাজ দোব।

মানুস্‌সি। বহুৎ খুসি হোলো ছোলতান।

দারা। আমার সেপাইদের তুমি কামান চালাতে শেখাবে?

মানুস্‌সি। জরুর।

দারা। দেখব তোমরা কেমন বীর।

মানুস্‌সি। তামাম হিন্দুস্থান দেখতে পাবে।

দারা। হিন্দুস্থান বীরের খাতির করে।

মানুস্‌সি। দেখিয়ে ছোলতান! ইউরোপকো আউর বহুৎ আদ্‌মি হিঁয়া আছে, হামার দোস্ত।

দারা। তোমার স্বজাতি?

মানুস্‌সি। নেহি ছোলতান, পর্ত্তুগীজ আছে, জার্ম্মান আছে, আংলেস আছে, ফরাসীভি আছে।

দারা। তারাও কি কাজ করবে?

মানুস্‌সি। তঙ্কা পাবে, কেনো করবে না?

দারা। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারচি না মানুস্‌সি। তোমরা কাজ করতে আমার কাছে এলে কেন?

মানুস্‌সি। হামলোক কেরেস্‌তান, আউর কোইকো পাস যাবে না।

দারা। আমি ত কেরেস্‌তান নই।

মানুস্‌সি। দেখিয়ে ছোলতান, হামি দেখলো বাপকো লিয়ে আপ্‌কো দরদ আছে, লাচারকে লিয়ে আপ্‌কো দরদ আছে, আউর আপ্‌কো মেজাজ ভি মিট্‌ঠা আছে। বিনা কেরেস্‌তান হোনেসে কোই এইসা হোতে পারে না।

দারা। আচ্ছা মানুস্‌সি! তোমার বন্ধুদের নিয়ে এসো। আমি তাদের কাজ দেবো।

মানুস্‌সি। আউর দেখিয়ে ছোলতান, সবসে জ্যায়দা তলব হামারা মিলনা চাহি।

দারা। তুমি যাও, তাদের নিয়ে এসো।

মানুস্‌সি কুর্নিশ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সুন্দর যুবক।

ফরিদুন প্রবেশ করিল

ফরিদুন। ওহে মুঘল সম্রাটের পলাতক পুত্র, একটিবার এদিক পানে চেয়েই ছ্যাখ।

দারা। কে, ফরিদুন!

ফরিদুন। বলি ফরিদুনকে কত যুগ পরে দেখলে চাঁদ, যে চিন্‌তে কষ্ট হচ্ছে?

দারা। তোমাকে চিনিছি বল্লে তোমার অসম্মান করা হয়।

ফরিদুন। তার চেয়ে বল কেনা-গোলাম ফরিদুনকে সম্রাটের প্রতিনিধি চেনেন বল্লে তাঁরই মানহানি হয়।

দারা। বিপদের আভাস পেয়ে কত বন্ধু, কত অনুচর, কত সেনানায়ক সৈনিক আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল, কিন্তু তুমি ফরিদুন কায়ার সঙ্গে ছায়া যেমন থাকে, তেমন করেই আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েচ।

ফরিদুন। অমন করে বোলো না দারা, নাদেরা শুন্‌লে চটে যাবে আমারও চোখ ফেটে জল বেরুবে।

দারা। নাদেরা এখন কেমন আছে ফরিদুন?

ফরিদুন। খাসা আছে। বিপদের সময় মেয়েরা একটু কাঁদে বেশী। কিন্তু যত কাঁদে, ওদের বুক তত শক্ত হয়। নইলে স্বামী-পুত্রের শোকে যে মরাকান্না কাঁদে, তার পরও কি তারা পারত আর নিকে করতে, না পারত আবার সন্তান ধরতে?

দারা। তুমি না থাকলে বেগমদের কত কষ্টই হোতো।

ফরিতুন। ওই বেগমদের পাহারা দেবার কাজ থেকে আমায় ছুটি দিতে হবে, দারা।

দারা। তোমার চেয়ে বিশ্বাসী বন্ধু আমার কে আছে ফরিতুন ?

ফরিতুন। বিশ্বাসী বন্ধু বলেই যদি মান, তাহলে আমাকে তোমার পাশে পাশেই রাখ। বেগমদের কেউ অবিশ্বাসী নয় যে আমাকে পাহারা জাগতে হবে। তোমারই চারদিকে থাকে বহু বেইমান। আমার ভয়, কখন কি করে বসে।

দারা। বিশ্বাসী লোক বেগম-সাহেবা একটি পাঠিয়েচেন আগ্রা থেকে। তাকে আমি কাজে বহাল করিচি।

ফরিতুন। দুর্ল্লভ রত্নটিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেচ। দেখাও একবার।

দারা। মীর হবিব !

দরজার পাশ হইতে হবিব ছুটিয়া আসিল।

হবিব। জনাব !

ফরিতুন। আরে ওযে একটা বাচ্ছা।

দারা। ও একজন নিপুণ যোদ্ধা !

ফরিতুন। আর আমায় যোদ্ধা দেখিয়ো না। তৈমুরের বংশধর হয়ে যুদ্ধের যে নমুনা তুমি দেখিয়েচ, তাতে যোদ্ধায় আমার ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েচ। তোমার মতো যোদ্ধা হবার চেয়ে বেগমদের খিদ্‌মৎগার হয়ে ফরিতুন তার সম্মান বজায় রেখেচে। ওহে বন্ধু। এগিয়ে এসত। দেখি তুমি কেমন লোক।

হবিব অগ্রসর হইল।

বাবা বন্ধু, তুমিও কি মোগলাই ঘুঘু বাবা ?

হবিব। না জনাব, আমি বেতুইন।

ফরিদুন। তাহলে তুমি বেইমান নও। কিন্তু জেনে রাখ আজব দেশ এই হিন্দুস্থান। রাজা প্রজা সেনাপতি সৈনিক বেইমানি করতে পারলে কেউ ছাড়ে না। তাই এদেশে আজ যে আমির, কাল সে ফকির; পথের যে কুকুর, সেও হঠাৎ এদেশের ঠাকুর হয়ে চোখ রাঙায়। দেখো, হিন্দুস্থানের জল-হাওয়া গায় লাগিয়ে বেইমান হয়ে উঠো না।

হবিব। না জনাব।

ফরিদুন। জনাব জাঁহাপনা খোদাবন্দ বলে ফরিদুনকে ভোলাতে চেয়ো না বাবা বন্ধু। ও-সব ভালো ভালো বুলি মোগলাই নবাবদের শুনিয়ো আর তলে তলে ছুরি চালিয়ে কাজ হাঁসিল কোরো।

নাদেরা প্রবেশ করিল

দারা। মীর হবিব! সিপারকে তুমি এখন তলোয়ার খেলা শেখাও গিয়ে।

মীর হবিবের প্রস্থান।

নাদেরা। মুঘলের ওপর তুমি এত চটে গেছ কেন, ফরিদুন?

ফরিদুন। পরভিজের মেয়ে তুমি, বুকে বড় বাজে, না? কিন্তু তুমিই বলত নাদেরা, বংশানুক্রমে যারা বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চল্ল, ভাইকে হত্যা করতে লাগল, তাদের কোর্ম্মা খাওয়াতে কারই বা সাধ যায়? বেইমান! বিলকুল বেইমান!

বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

দারা। নাদেরা, ভালো করে তোমার সঙ্গে কথা কইবারও অবসর পাই না।

নাদেরা। অবসর পেলেও আলাপ জমে উঠ্‌ত না।

দারা। কেন নাদেরা?

নাদেরা। এই ভাগ্য-বিপর্য্যয় আমাদের বলবার সব কথা কেড়ে

নিয়েচে। ভয় হয় কেউ কথা কইলেই হয়ত দুঃসংবাদ প্রকাশ পাবে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কথা যেমন হারিয়ে ফেল্লাম, তেমন যদি দৃষ্টিও হারিয়ে ফেলতাম, তাহলে আপনার মুখে এই বিষাদের ছায়া দেখতে হোত না।

দারা। দুনিয়ায় এসে শুধু সুখই ভোগ করব, দুঃখের ভাগ নোব না—এমনটি হয় না, নাদেরা। আগে মনে করতাম আমি সম্রাটের পুত্র, সুখ দুঃখের সাধারণ যে নিয়মে সংসার চলে, আমি তার ঊর্দ্ধে। ভগবান ভুল ভেঙে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন সম্রাট-পুত্ররাও মানুষ; মানুষের যা প্রাপ্য, তাদেরকেও তাই নিতে হবে।

নাদেরা। এখানকার কাজ হয়ে গেলে একবার বেগম-মহলে যাবেন শাহ্‌জাদা, আমি নিজের হাতে খানা তৈরি করিচি।

দারা। সে কাজ যারা করত তারাও কি চলে গেছে?

নাদেরা। না, শাহ্‌জাদা। আমার কেমন ইচ্ছে হোলো।

দারা। প্রাসাদে ছিলে বেগম, প্রবাসে হতে চাও গৃহিণী?

নাদেরা। ওর চেয়েও একটা মধুর কথা আছে।

দারা। মনে পড়চে না ত।

নাদিরা। বধূ। বল, আমি বেগম নই, বাঁদী নই, আমি শুধু বধূ, তোমার বধূ।

দারা। ঔরংজীব মিছে বলে না আমরা হিন্দু হয়ে যাচ্ছি। সত্যিই হিন্দুস্থান একটু একটু করে যেন আমাদের হজম করে ফেল্‌চে, হিন্দুর কল্পনা কামনা আমাদের মনকেও আচ্ছন্ন করচে।

যোধসিংহ বেগে প্রবেশ করিলেন

যোধসিংহ। শাহ্‌জাদা!

দারা। বলুন সেনাপতি।

যোধসিংহ। আপনার সেনানায়কদের মাঝে কত খলিলুল্লা রয়েচে শাহ্‌জাদা?

দারা। সব কটিকে জানবার সুযোগ এখনও হয় নি যোধসিংহ!

যোধসিংহ। এই পত্রখানি পড়ে দেখুন।

একখানি পত্র দিলেন, দারা পত্র পড়িতে লাগিলেন।

দারা। ঔরংজীব দাউদ খাঁকে লিখেছে!

যোধসিংহ। দাউদ খাঁর পত্রেরই জবাব।

দারা। পড়ে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু দাউদ খাঁ ঔরংজীবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত!

নাদেরা। আর সেই দাউদ খাঁর ওপর আপনি দুর্গরক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েচেন।

দারা। না, না, আমি বিশ্বাস করি না।

যোধসিংহ। আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি আপনাকে স্পষ্ট বলচি, বিশ্বাসঘাতক সেনানায়কের অধীনে আমি কাজ করতে পারব না।

নাদেরা। পত্রখানি কি শাহ্‌জাদা?

দারা। ঔরংজীব লিখচে দাউদ খাঁর প্রস্তাব অনুসারে কাজ করতে সে রাজী আছে। দাউদ খাঁ যেন ঔরংজীবের সঙ্কেত পেয়েই তাঁর সৈন্যদের নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

নাদেরা। হীন ষড়যন্ত্র শাহ্‌জাদা!

দারা। এ পত্র আপনি কোথায় পেলেন?

যোধসিংহ। দাউদ খাঁর শিবিরে দুর্গের একখানানক্সার আমি সন্ধান করছিলাম। সেই সময়ে তাঁর কাগজপত্রের মাঝেই পত্রখানা পাই।

দারা। দাউদ খাঁ সেখানে ছিলেন ?

যোধসিংহ। না, শাহ্‌জাদা।

নাদেরা। দাউদ খাঁ যদি নির্দোষ হবেন, তাহলে পত্র সম্বন্ধে তিনি নীরব রয়েচেন কেন ?

দারা। দাউদ খাঁ আজ আমার প্রধান সেনাপতি। আমার বিরুদ্ধে তিনি ঔরংজীবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করচেন এ কথা মনে ঠাঁই দিতেও আমার ইচ্ছে হয় না।

যোধসিংহ। বিশ্বাসঘাতকের অধীনে আমি কিছুতেই কাজ করব না—আমাকে আপনি বিদায় দিন।

দারা। তার অর্থ সেনাপতি!

যোধসিংহ। বিশ্বাসঘাতক দাউদ খাঁকে যদি ত্যাগ করতে না চান, আমাকে ত্যাগ করুন।

দারা। একটা প্রহরও কি আপনি আমাকে সময় দেবেন না ?

যোধসিংহ। বেশ, অপরাহ্ণে আপনার নির্দেশ জানাবেন।

প্রস্থান।

দারা। দাম্ভিক রাজপুত!

নাদেরা। এতটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান যার আছে, তিনিই ওই কথা বলবেন!

দারা। দাউদ খাঁ সত্যই অপরাধী কিনা তা না জেনেই তাঁর মতো বিশ্বাসী বিচক্ষণ লোককে আমি দণ্ড দোব ?

নাদেরা। তবে কি প্রমাণের অপেক্ষায় বসে থেকে নিজের আর আমাদেরও বিপদ ডেকে আনবেন ?

দারা। নির্দোষ একজন লোককে দণ্ড দেবার চেয়ে তাও শতগুণে শ্রেয়ঃ।

নাদেরা। এ-কথা আপনি বলতে পারতেন যদি এই ব্যাপারের সঙ্গে কেবলমাত্র আপনারই হিতাহিত জড়িত থাকত।

দারা। ও! তুমি তোমার আর তোমার ছেলেমেয়েদের কথা ভাবচ!

নাদেরা। আমার এক ছেলেকে আমি ভুলে রয়েচি। সিপার আর জহরতের ভবিষ্যৎ ভেবে যদি কোন কথা বলি, তাই কি হবে আমার অপরাধ?

দারা। তোরা সন্তান সোলেমান! তোমার সন্তান সিপার জহরৎ! আমার কেউ নয় তারা, না?

নাদেরা। তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে ত আপনি কোন কাজ করেন না।

দারা। তুমি কি ভেবেচ দাঁতে কুটো কেটে আমি যদি আজ ঔরংজীবের মার্জ্জনা ভিক্ষা করি, তাহলেই সে তোমাদের আশ্রয় দেবে?

নাদেরা। না, আমি তা ভাবি না। আর ঔরংজীবের মার্জ্জনা চাইতেও আমি বলি না।

দারা। তবে কি করতে বল!

নাদেরা। যে-কোন মায়ের বলবার সব চেয়ে বড় কথা যা, তাই আমি বলিচি। আর কিছু আমার বলবার নেই।

দারা। তুমিও কি ওই উদ্ধত রাজপুত সেনানায়কের মতো বলতে চাও যে অপরাধ স্থির হবার পূর্ব্বেই যদি না আমি দাউদ খাঁকে দণ্ড দি, তাহলে তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে?

নাদেরা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার দাঁড়াবার কোন যায়গা নেই জেনেই কি আপনি এ-কথা বল্‌চেন?

দারা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

দারা। নাদেরা! আমি অন্যায় করিচি নাদেরা।* সত্যই আমার একবারও মনে হয় নি যে এই লাহোর দুর্গের পতনের ফলে যদি ঔরংজীবের

হাতে বন্দী হতে হয়, তাহলে তোমার আর সিপার জহরতের দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু থাকবে না। কেমন করে ভাবব নাদেরা যে ছোলতান পরভিজের কন্যার, সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্রবধূর নিজস্ব বলে দুনিয়ায় কিছুই নেই ? কেমন করে ভাবব নাদিরা যে এত বড় এই হিন্দুস্থানের কোন এক প্রান্তে একখানি কুঁড়েঘরে নিরুপদ্রবে বাস করবার অধিকারও সে হারিয়ে ফেলেচে শুধু পরাজিত দারার স্ত্রী হবার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়েচে বলে ?

নাদেরা। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা আমি কখনো ভাবি না—কিন্তু আমার শিপার আর জহরতের কি হবে, কোথায় তারা দাঁড়াবে ? দরিদ্র কৃষকেরও একখানা কুটীর থাকে, কিন্তু সাম্রাজ্যহারা সম্রাটের, রাজ্যহারা রাজার না থাকে একবিঘে জমি, না থাকে একখানি কুঁড়ে !

নাদেরা প্রস্থান করিলেন।

দারা। তাই ত মনে হয় রাজ্য সাম্রাজ্য সবই শক্তিমানের অস্বাভাবিক আয়োজন, প্রাসাদ তার তাসের ঘর।

দাউদ খাঁ প্রবেশ করিলেন

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা ! সেনাপতি যোধসিংহ লোক পাঠিয়ে জানালেন যে শাহ্‌জাদা আমাকে স্মরণ করেচেন।

দারা। এই পত্রখানা দেখুন।

পত্র তাহার হাতে দিলেন।

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা ঔরংজীবের পত্র !

দারা। আপনাকেই লিখেচেন।

দাউদ খাঁ। তাইত দেখচি !

দারা। আপনার কিছু বলবার আছে ?

দাউদ খাঁ। এ তার এক নতুন কৌশল। আমি শাহ্‌জাদা ঔরংজীবকে কোনকালে কোন পত্র লিখি নি।

দারা। পত্রখানি আপনার শিবিরে আপনারই কাগজপত্রের মাঝে পাওয়া গেছে।

দাউদ খাঁ। আমারি শিবিরে, আমারি কাগজপত্রের মাঝে পাওয়া গেছে।

দারা। হ্যাঁ বন্ধু, তাই পাওয়া গেছে।

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা, এই রকম একখানা পত্র পেলে কি দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়, আমি তা বুঝতে পারি। কিন্তু আপনার সন্দেহভাজন হয়েচি জানলে আমি যে কত ব্যথা পাই আপনি তা বোঝেন না। সেই ব্যথা নিয়েই আমি আপনাকে বল্‌চি এ পত্রের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। এই পত্র যে ঔরংজীবের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়, তা প্রমাণ করবার দায়িত্ব আমি নিলাম। আমার শুধু অনুরোধ যতদিন তা করবার সুযোগ আমি না পাই, ততদিন আপনার সেবা করবার অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। বিশ্বাস করুন শাহ্‌জাদা, আপনি সম্রাটের প্রিয় পুত্র বলে, আপনার অনুগ্রহের লোভে, আপনার খেতাব খেলাতের মোহে আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই না—আপনার ব্যক্তিত্বে, আপনার চরিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়েই আপনাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না।

দারা। অনুরাগের আলো জ্বেলে তুমি আমার মন থেকে সন্দেহের কালো-ছায়া সরিয়ে দিলে বন্ধু। ঔরংজীব আমার বুক থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আমি তা নিতে দোব না।

দাউদ খাঁকে লইয়া দারা চলিয়া গেলেন।

রঙদিল প্রবেশ করিলেন

রঙদিল। দোব না! দোব না! দোব না!

নাদেরা প্রবেশ করিলেন

না, না, কিছুতেই দোব না।

নাদের। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করচ বহিন্ ?

রঙদিল। শাহ্‌জাদাকে যা বলতে হবে, তাই তালিম দিয়ে রাখচি।

নাদেরা। একেই বলে বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করা।

রঙদিল। তুমি প্রধানা বেগম, কিন্তু রাজনীতির কিছুই বোঝো না, শাহাজাদাও আমাদের কিছুই বলেন না। কিন্তু আমরাও ত বেগম রে বাপু! শাহ্‌জাদা তো আমাদের বিয়েই করেচেন। আগ্রা থেকে সামুগড়, সামুগড় থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে এই লাহোরে আমাদের সঙ্গে করেই এনেচেন! আমাদের খবরটা জান্‌তে দাও।

নাদেরা। কি খবরের জন্যে এত উতলা হয়েচ তুমি।

রঙদিল। যুদ্ধের খবর, ঔরংজীবের খবর।

নাদেরা। যুদ্ধ করবার মতলব আছে নাকি!

রঙদিল। পারি না যে তা নয়; কিন্তু ইচ্ছে নেই।

নাদেরা। তবে যুদ্ধের খবরে দরকার কি!

রঙদিল। দরকার আছে বৈকি! যুদ্ধ যত বেশীদিন চলবে, শাহজাদার রুপেয়া তত বেশী খরচা হবে, হয়ত একদিন সব ফুরিয়ে যাবে। তখন?

নাদেরা। তখন কি?

রঙদিল। তখন মজাটা বুঝতে পারবে। দু'চোখ জলে ভরে নিয়ে দুই হাত পেতে শাহ্‌জাদা এসে সাম্নে দাঁড়িয়ে মিহি গলায় বলবেন,

পিয়ারি, অবিরাম যুদ্ধে অর্থহীন হয়ে পড়েচি, অলঙ্কারগুলো খুলে দাও। তখন বলতে হবে দোব না! দোব না! দোব না!

নাদেরা। তারই তালিম দিচ্ছিলে!

রঙদিল। হ্যাঁ। আগে থেকে তালিম না দিয়ে রাখলে তখন যদি গলে যাই।

নাদেরা। কবে তিনি তাই বলবেন, আর আজই তুমি জবাব ভেবে রাখচ। এত ভেবে চিন্তে আজ কর তুমি!

রঙদিল। জর্জ্জিয়ার মেয়ে আমি। ছেলে বয়সে পাহাড়ের উপত্যকায় ভেড়া চড়াতাম। তখনই ভাবতাম বড় হয়ে পুরুষগুলোকে ভেড়া করে রাখব! বড় হতেই এলাম হিন্দুস্থানে। শুনলাম নুরজাহান বেগমের গল্প। বুঝলাম পুরুষকে ভেড়া বানাতে হলে আগে বেগম হওয়া দরকার। শাহ্‌জাদা দারাকে বিয়ে করে বেগম হলাম।

নাদেরা। কিন্তু তাঁকে ত ভেড়া বানাতে পারলে না বহিন।

রঙদিল। আগে তাঁকে সম্রাট হতে দাও।

নাদেরা। তখন পারবে?

রঙদিল। হ্যাঁ, তখন সাম্রাজ্যের ভার নুরজাহান বেগমের মতো আমিই নিয়ে নোব। আর শুধু সম্রাটকে নয়, আমির ওমরাহ রইস্‌ রাজা সবাইকে ভেড়া বানিয়ে রাখব!

নাদেরা। এই নাদেরা বেগমকে ফাঁকি দিয়ে তুমি সম্রাজ্ঞী হবে!

রঙদিল। তুমি আমার দিদি, তোমাকে খুব খাতির করব।

নাদেরা। কিন্তু আরো একটা মুস্কিল রয়েচে যে!

রঙদিল। কি?

নাদেরা। শাহ্‌জাদা শুনি সম্রাট হতে চান না।

রঙদিল। হতে চান না! না-ই চাইবেন যদি, তাহলে ঔরংজীবের পথ রুখতে গেলেন কেন?

নাদেরা। ঔরংজীব বিদ্রোহ করল কেন?

রঙদিল। ইস্! তুমি দিদি, কিছুই জান না। সম্রাট, শাহ্‌জাদা আর বেগমসাহেবা—এই তিনজনে মিলে ঔরংজীবকে এমন খুঁচিয়ে তুল্লেন যে বিদ্রোহ ছাড়া তাঁর আর উপায় রইল না।

নাদেরা। তুমি স্বামীর নিন্দা করচ বহিন।

রঙদিল। নিন্দা করচি না, সত্য কথা বলচি। স্বামীটিকে যত সাধু মনে কর, তত সাধু তিনি নন্। মনের বাসনা যারা বৈরাগ্য দিয়ে চাপা দিতে চায়, জানবে তারা আসলে দুর্ব্বল। আর আমাদের স্বামী যে দুর্ব্বল, তার প্রমাণ তাঁর পলায়ন!

নাদেরা। ওসব কথা তুমি বোলো না, শোনাও পাপ।

রঙদিল। আমাদের জর্জ্জিয়ায় পাপ-পুণ্যি কিছুই নাই। দুর্ব্বলকে আমরা সইতে পারি না। হিন্দুর মেয়েরা দুর্ব্বল পুরুষদেরও শ্রদ্ধা করে বলেই হিন্দুস্থানের পুরুষরা সবল হয় না। তাই মুঘল তাদের দেশে এসে রাজত্ব করে আর তারা জনাব জাঁহাপনা বলে সেলাম বাজায়!

নাদেরা। তুমি অনেক কথা জান, অনেক কথা বলতে পার।

রঙদিল। সম্রাজ্ঞী যখন হব, তখন দেখবে আরো কত কী জানি। জর্জ্জিয়া থেকে এসে যখন সম্রাটের জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে বিয়ে করে মুঘল-হারেমে ঢুকেচি, তখন সম্রাজ্ঞী আমি হবই।

দারা প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন:

দারা। তাহলে ত আমাকেও সম্রাট হতে হয়, রঙদিল!

রঙদিল। শাহ্‌জাদা শুনচি সম্রাট হতে চান না।

দারা। কিন্তু তুমি যে সম্রাজ্ঞী হতে চাও।

নাদেরা। আপনি সম্রাট হোন বা না-ই হোন, রঙদিল সম্রাজ্ঞী হবেই।

দারা ও নাদেরা একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

রঙদিল। হাসির কথা নয়। সম্রাজ্ঞী আমি হবই।

নাদেরা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

দারা। তখন সম্রাজ্ঞীর বিচারে দাসের প্রতি কি দণ্ডের আদেশ হবে হুজুরাইন?

রঙদিল। দণ্ড নিয়ে ব্যঙ্গ করবেন না, শাহ্‌জাদা। দণ্ড আপনার সত্যিই পাওনা হয়েচে।

দারা। অপরাধ?

রঙদিল। অপরাধ নেই? হারেম থেকে আমাদের টেনে বার করে এনে এই যে জঘন্য জীবন যাপন করতে আপনি আমাদের বাধ্য করেচেন, একি অপরাধ নয়?

দারা। জর্জ্জিয়ার মেষ-পালয়িত্রীর পক্ষে এ জীবন কি এতই দুর্ব্বহ?

রঙদিল। ভুলে যাচ্ছেন শাহ্‌জাদা, অভিযোগ যে করচে, সে এখন আর তুচ্ছ মেষ-পালয়িত্রী নয়, সে সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্রবধূ। সম্রাটের পুত্রবধূ হয়ে যে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের অধিকার আমি অর্জ্জন করিচি, তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করে আপনি নিশ্চিত অপরাধ করেচেন!

দারা। তুমি কি আমার সেই অপরাধের বিচার করতে চাও?

রঙদিল। ভাববেন না যে বিচারকে আপনি একেবারে ফাঁকি দিতে পারবেন।

দারা। বিচার! বিচার! বিচার! সমগ্র হিন্দুস্থান সব কিছু ভুলে

যেন আমারই বিচার চায়। পিতা যুদ্ধযাত্রাকালেই বিচার শেষ করে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন। বল্লেন, পরাজিত হয়ে যেন তাঁর সাম্নে গিয়ে না দাঁড়াই। মহারাজ জয়সিংহ, পাঠান দিলীর খাঁ, চুল-চেরা বিচার করে আমার সাহায্যে অসম্মত হলেন। সেনা-নায়করা, বিভিন্ন জাতির সৈনিকরা বিচার করে আমাকে বর্জ্জন করে চলে গেল। অন্তঃপুরে নাদেরা সন্তানদের পক্ষ নিয়ে বিচার করে, তুমি রঙদিল, তুমিও বিচারের ভয় দেখাও! দুনিয়ায় সবারই আছে ন্যায়ের দাবী, অধিকারের দাবী—শুধু অধিকারহারা, সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র হতভাগ্য এই দারার সব দাবী সকলেই সহজে অগ্রাহ্য করতে পারে। না?

রঙদিল। শাহ্‌জাদা, নাদেরা বেগমের মনের অবস্থা বুঝে আমি তাঁর সঙ্গে রহস্য করছিলাম। আপনি এসে পড়লেন, রহস্যচ্ছলে কথা কইলেন, তাই আমিও লোভ সামলাতে পারলাম না। বিশ্বাস করুন শাহ্‌জাদা! আপনার কাজের বিচার করবার ধৃষ্টতা আমি কখনো প্রকাশ করব না।

দারা। রঙদিল!

রঙদিল। আমি অন্যায় করিচি শাহ্‌জাদা। আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করচি।

নতজানু হইয়া পা ধরিতে গেল। দারা বাধা দিয়া বলিলেন:

দারা। ছিঃ রঙদিল! আমি বিশ্বাস করি তুমি রহস্য করবার জন্যই কথাগুলো বলেছিলে। কিন্তু সবাই যে চায় দারার বিচার।

রঙদিল। শাহ্‌জাদা! মানুষ বিচার করে স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে। তাই তার মূল্য নেই। সত্যিকারের বিচারক ভগবান। আমরা তাঁরই কাছে বিচার চাইব। তাঁর দণ্ডও তাঁর আশীর্ব্বাদের মত পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করব।

দারা। রঙদিল।

দারা। শাহ্‌জাদা!

দারা। ভগবানের ওপর সত্যিই তোমার বিশ্বাস আছে?

রঙদিল। নইলে এত দুঃখও হাসি দিয়ে তলিয়ে দিতে পারব কেন?

দারা। শুনিচি সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশা হবার আগে এক নর্ত্তকীর প্রেমে মজেছিলেন। আকবর শা পুত্রের অকল্যাণ হবে মনে করে কৌশলে সেই নর্ত্তকীকে প্রাচীরের মাঝে গেঁথে মেরেছিলেন। তুমি সেই ভয়ানক মৃত্যু কল্পনা করতে পার রঙদিল?

রঙদিল। সত্যিই বড় ভয়ানক সেই মৃত্যু।

দারা। নর্ত্তকী শাহ্‌জাদাকে ভালোবেসে এমন কি অপরাধ করেছিলেন যে তোমার ভগবান তাকে নির্ম্মম দণ্ড থেকেও বাঁচালেন না।

রঙদিল। আকবর শা দণ্ড দেবার কর্ত্তা ছিলেন, তাই অন্যায় হলেও দণ্ড তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান ত বিচারে ভুল করেন নি। তাঁরই আশীর্ব্বাদে নর্ত্তকী আনারকলি আজ প্রেমের জগতে অমর হয়ে এয়েচে।

দারা। সত্যই তুমি তাই বিশ্বাস কর?

রঙদিল। বিশ্বাস করি শাহ্‌জাদা। আকবর শা ভুল না করলে আনারকলিকে স্মরণ করে আজ সকল প্রেমিকের চোখে অশ্রুবিন্দু জমে উঠ্‌ত না।

দারা। প্রেমে তোমার এত বিশ্বাস!

রঙদিল। আমি নর্ত্তকী নই, সামান্যা মেষ-পালয়িত্রী। সম্রাট শাহ্‌জাহান আপনার সঙ্গে আমার বিবাহে বাধা দেন নি। তাজমহলের স্রষ্টা তা দিতে পারেন না। কিন্তু কখনো যদি আপনার জন্যে আমাকে আনারকলির মতো ভীষণ মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়, আমি জানব, মরণ আমাকে জীবনের চেয়ে বেশী গৌরব দান করেচে।

দারা। মরণ কাউকে জীবনের চেয়ে বেশী গৌরব দিতে পারে রঙদিল ?

রঙদিল। শাহ্‌জাদা জানেন, তা পারে।

দারা। রঙদিল, দুর্ভাগ্যের মরু মাঝে পথহারা দিশেহারা আমি ভাবতে অভ্যস্থ হচ্ছিলাম দুনিয়ায় এখন আর স্নেহের শীতলধারা বয়ে যায় না, প্রেমের প্রবাহ তপ্ত বালির তলে চাপা পড়ে গেছে। তুমি রঙদিল, তুমিই আমার সে ভুল ভেঙে দিলে, তুমিই বুঝিয়ে দিলে স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা···

ফরিদুন প্রবেশ করিল।

ফরিদুন। থাম, থাম! ভালোবাসা নিয়ে ঢলাঢলি আর ঢালাঢালি কোরো না। ওদিকে তিনি এসে হাজির!

দারা। কে!

ফরিদুন। মহামতি ঔরংজীব।

দারা। ঔরংজীব!

ফরিদুন। চিন্তে পারচ না! তোমার মায়ের পেটের ভাই গা! নাগর নগরের বাইরে তাঁবু ফেলেচেন। আদর করে নিয়ে এস।

নাদেরা প্রবেশ করিলেন।

নাদেরা। শাহ্‌জাদা, শুনলাম ঔরংজীব নগরের বাইরে শিবির ফেলেচে।

দারা। শুনলাম ত।

নাদেরা। আমার শিপার জহরতের কি হবে শাহ্‌জাদা ?

দারা। তুমি না মুঘলের কন্যা, মুঘলের পুত্রবধূ ?

নাদেরা। আমি শুধু মুঘলের কন্যা, মুঘলের পুত্রবধূই নই, মুঘল-

সন্তানের জননীও আমি—সন্তানের কল্যাণই আজ আমার সব চেয়ে বড় কামনা।

ফরিদুন। সেনানায়করা তোমার অপেক্ষায় রয়েচেন দারা।

দারা। তাদের এইখানেই আস্‌তে বল।

ফরিদুনের প্রস্থান।

আমি বুঝিচি নাদেরা, আমার ওপর তোমার এতটুকু আস্থা নেই। যাই হোক্, অকারণে উতলা হয়ে অন্তঃপুরে উত্তেজনার সৃষ্টি কোরো না। যাও নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করগে। জেনো, যুদ্ধে জয়লাভ করলেই তোমার সন্তানরা নিরাপদ থাকবে, নইলে নয়।

নাদেরা ও রঙদিলের প্রস্থান।

যোধসিংহ, মানুস্‌সি ও দাউদ খাঁ প্রবেশ করিলেন।

দারা। সেনাপতি যোধসিংহ! আপনি আর সাদি খাঁ অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে ঔরংজীবের ব্যূহের ডাইনে আর বাঁয়ে আঘাত করবেন—হস্তী নিয়ে আমি আর সেনাপতি দাউদ খাঁ পদাতিক সৈনিকদের পরিচালিত করব ব্যূহের মধ্যদেশে। মানুস্‌সি!

মানুস্‌সি। জি ছোলতান।

দারা। দুর্গ-প্রাকারে কটা কামান তুমি বসিয়েচ?

মানুস্‌সি। বিশ কামান ছোলতান।

দারা। বাকীগুলো নিয়ে আমি যুদ্ধে এগিয়ে যেতে চাই।

মানুস্‌সি। হাথী হোলে হোবে, হাথী হোবে না ত ঘোড়েসে লেবে।

দারা। তিন দলের জন্যে ত্রিশটা কামান চাই, তিনজন নায়ক।

মানুস্‌সি। সে ভি হোবে। রবার্ত্তো, কার্ত্তু, ভন্‌তুন্‌ব্যুর্গ।

দারা। সেনাপতি যোধসিংহ! মানুস্‌সিকে নিয়ে আপনি সব ব্যবস্থা করে ফেলুন।

যোধসিংহ ও মানুস্‌সির প্রস্থান।

দাউদ খাঁ। ঔরংজীবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক খলিলুল্লা খাঁ এসেচে, শাহ্‌জাদা।

দারা। সামুগড় সমর ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসঘাতকতা পাবার পর আমি তাকে বহু সন্ধান করেছিলাম দাউদ খাঁ। সেদিন সে পালিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছিল, কিন্তু এবার···এবার যদি তার দেখা পাই······

কটিবন্ধ হইতে ছোরা বাহির করিয়া আঘাতের অভিনয় করিলেন এমন সময় একটি ঘেসেড়ার মতো লোককে লইয়া মীর হবিব আর ফরিদুন প্রবেশ করিল।

কে ফরিদুন? তোমার সঙ্গে কে?

ফরিদুন। মনে হচ্ছে আমার বোনাই।

দারা। পরিহাস রাখ। বল কে এই ব্যক্তি?

ফরিদুন। শুকনো মাঠে কাস্তে চালাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, ভুল করে কোদালের বদলে কি কাস্তে নিয়ে এসেচ? বল্লে, ওর কাস্তের কসরতেই শুকনো মাঠে এক হাত লম্বা ঘাস গজাবে। আর সেই ঘাস হবে আমাদের খোরাক।

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা ও গুপ্তচর হতে পারে।

দারা। গুপ্তচর! কার?

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা ঔরংজীবের।

দারা। সত্য বল তুমি কে!

বন্দী। গরীব ঘেসেড়া, শাহ্‌জাদা।

দারা। মিথ্যা কথা।

বন্দী। না, শাহ্‌জাদা।

দারা। মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, সন্দেহ যখন হয়েচে, তখন তোপের মুখে দাঁড় করিয়ে ওকে উড়িয়ে দাও।

বন্দী। শাহ্‌জাদা।

ফরিতুন। শাহ্‌জাদার হুকুম হয়ে গেছে। আর তা নড়বে না। চল রসের নাগর, সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় চাঁদের দেশে পাঠিয়ে দি।

বন্দী। তাঁর আগে একবার বলবেন দাউদ খাঁ কোথায়?

দারা। দাউদ খাঁ! দাউদ খাঁর নাম তুমি জানলে কি করে?

বন্দী। জনাব! দাউদ খাঁর জন্যেই আমি মাঠে অপেক্ষা করছিলাম।

দাউদ খাঁ। তুমি কে! আমি ত তোমাকে চিনি না।

বন্দী। পত্রে আমার পরিচয় লেখা আছে, জনাব!

দারা। দাও, পত্র আমাকে দাও।

বন্দী পত্র দিল।

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা, নিশ্চয় এ কোন নতুন ষড়যন্ত্র।

দারা পত্র পড়িলেন।

পত্র কে লিখেচে শাহ্‌জাদা?

দারা। দাউদ খাঁ কুরেশী!

দাউদ খাঁ। এ পত্রও কি ঔরংজীব লিখেচেন শাহ্‌জাদা?

দারা। দেখ্‌তে চান? দেখুন।

পত্রখানি তাহার সামে ধরিলেন, মানুস্‌সি প্রবেশ করিল, সঙ্গে যোধসিংহ।

মানুস্‌সি। বেইমানি ছোলতান, জবর বেইমানি। বোলো জেনারেল!

দারা। ফরিতুন, বন্দীকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

যোধসিংহ। শাহ্‌জাদা, দুর্গের নীচেকার ঘরগুলিতে স্তূপাকার বারুদ।

দারা। বারুদ! কে রেখেচে?

মানুস্‌সি। হামি জানে না নবাব।

দারা। সেনাপতি যোধসিংহ?

যোধসিংহ। আমিও জানি না শাহ্‌জাদা।

দারা। আর যাঁর জানবার কথা তিনি হচ্ছেন দাউদ খাঁ—যাঁর ওপর দুর্গের সকল ভার ন্যস্ত রয়েচে।

দাউদ খাঁ। আমারই আদেশে বারুদ রাখা হয়েচে, শাহ্‌জাদা।

দারা। কেন?

দাউদ খাঁ। দুর্গরক্ষা যদি একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন দরকার হবে বুঝে।

দারা। আমাকে বলেন নি কেন?

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে।

দারা। আমি বুঝতে পারচি না দাউদ খাঁ, আপনার সম্বন্ধে আমি আজ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করব! আপনার এই গোপন আয়োজন, দ্বিতীয়বার ঔরংজীবের আপনাকে লেখা এই পত্র—

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা…শাহ্‌জাদা…

দারা। যে কৈফিয়ৎই আপনি দিন না কেন, কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না যে আপনি নির্দ্দোষ। আপনার মুখের কথা শুনে একবার আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু আজ যুদ্ধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, আমার জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে, আপনার হীন ষড়যন্ত্রের যে পরিচয় আমি পেলাম, তার জন্য ঔরংজীবের ওই গুপ্তচরের সঙ্গে আপনাকেও তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া উচিত কিনা আমি ভেবে স্থির করতে পারচি না।

মানুস্‌সি। হামার দেশে হলে জেনারেলকো জরুর গর্দ্দানা লিত।

যোধসিংহ। সেনাপতি যদি বিশ্বাসঘাতক হয়……

দারা। একবার তাই হয়েছিল বলে আজ আমার এই দুরবস্থা। আজ আবার যখন নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে সমাগত শত্রুর সাম্নে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়েচি, তখন আমার সর্ব্বপ্রধান সেনানায়কের এই আচরণ… সেনাপতি যোধসিংহ…আমি ভাষা দিয়ে আমার ব্যথা প্রকাশ করতে পারচি না।

যোধসিংহ। দণ্ড যেখানে মঙ্গলদায়ক, সেখানে দণ্ড দিতে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করলে…

দারা। অপরের দণ্ডাঘাত এসে মাথায় পড়ে। জানি, সেনাপতি যোধসিংহ, আমি তাও জানি। কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না মাথার ওপরে বিপদের বাজ যখন গর্জ্জন করচে তখন দাউদ খাঁ আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেই বাজকে ভ্রূকুটী করেচি। আমি যে ভুলতে পারি না ক্ষুধায় আমরা এক সঙ্গেই আহার্য্য গ্রহণ করিচি, আশা আর নৈরাশ্যে এক সঙ্গেই ওঠা-নামা করিচি।

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা আমায় শাস্তি দিন।

দারা। শাস্তি! হায়, দারার দুর্দ্দিনের সহচর, শাস্তি তোমায় দিতে হবে এ চিন্তাও যে কত পীড়াদায়ক তা বোঝে কে! তবুও শাস্তি তোমাকে দিতে হবে।

অস্থির ভাবে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ঃ

দারা। শাস্তি! শাস্তি! এমন কি শাস্তি আছে যা দিলে বন্ধুত্বকে টুঁটি টিপে মারা হয় না! যে শাস্তি সহজে দেওয়া যায়! যে শাস্তি দিতে ব্যথায় মন টন্‌টন্ করে না, সেই শাস্তি! হয়েছে…হয়েছে—দাউদ খাঁ কুরেশী!…এই মুহূর্ত্তেই তুমি এই দুর্গ ত্যাগ করে চলে যাও।

দাউদ খাঁ। তার চেয়ে আমাকে হত্যা করুন শাহ্‌জাদা।

দারা। যাও, যাও! আমার সম্মুখে থেকো না!

দাউদ খাঁ নতমস্তকে চলিয়া গেলেন।

যোধসিংহ। এ কি করলেন শাহ্‌জাদা?

দারা। অন্যায় করলাম। না?

যোধসিংহ। এখুনি গিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যোগ দেবে?

দারা। ঔরংজীব খলিলুল্লার দোসর চেয়েছিল, তাই পাঠিয়ে দিলাম। তবুও লোকে বলে ভাইদের আমি সইতে পারি না!

যোধসিংহ। দুর্গের সমস্ত আয়োজন, আমাদের আক্রমণের পরিকল্পনা, সবই দাউদ খাঁ ঔরংজীবকে বলে দেবে।

দারা। নইলে ঔরংজীব এত করে ওকে চাইবে কেন?

যোধসিংহ। আমি আগে যখন বলেছিলাম তখন যদি শাহ্‌জাদা দাউদ খাঁকে ত্যাগ করতেন!

দারা। তাহলে কি ঠক্‌তাম বলুন ত—এত বড় একটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পারতাম না।

ফরিদুন প্রবেশ করিল।

ফরিদুন। রসের নাগরটিকে কি রাতের মতো দুর্গ-কারায় কয়েদ রাখব?

দারা। না, না, ওকে নাদেরার নিজের হাতের তৈরি খানা খাইয়ে ছেড়ে দাও। ঔরংজীবের চরের খাতির করা হয়েচে শুনে ঔরংজীব নাদেরার ওপর খুসি হবে।

ফরিদুন। ছেড়ে দোব বলচ কি!

দারা। যা বল্লাম, তাই কর। আর যা করতে হবে তাই শোন। দুর্গ ত্যাগ করবার জন্য বেগমদের এখুনি তৈরী হতে বল গিয়ে।

ফরিতুন। এখানেও যুদ্ধ হবে না?

দারা। না।

ফরিতুন। মেজাজ বিগড়ে গেল কেন?

দারা। অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত ফরিতুন। প্রতিনিয়ত শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনা, যার ওপর নির্ভর করি দেখতে পাই সে-ই বিশ্বাসঘাতক, অন্তঃপুরেও অনাস্থা—কার জন্যে যুদ্ধ করব, কেন যুদ্ধ করব বলতে পার ফরিতুন? সেনাপতি যোধসিংহ, সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েচে। দুর্গের পেছন দিক দিয়ে তাদের নিয়ে আপনি মুলতানের পথে অগ্রসর হৌন্।

যোধসিংহ। আমরা দুর্গ ত্যাগ করে গেলে শত্রু এসে দুর্গ দখল করবে।

দারা। যাতে না করতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করব। যান। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এ দুর্গে যেন জনপ্রাণী না থাকে।

যোধসিংহ চলিয়া গেলেন।

মানুস্‌সি। কামান সমেত গোলন্দাজ সৈন্যদের নিয়ে তুমিও যোধসিংহের সঙ্গে যাও।

মানুস্‌সি। জি ছোলতান।

প্রস্থান।

তাহারা চলিয়া গেলেন। দারা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চারিদিকে আঁধার নামিয়া আসিল। একটি মশাল লইয়া মীর হবিব প্রবেশ করিয়া স্থির হইয়া দূরে দাঁড়াইল।

দারা। কে!

হবিব। ফরিতুন সাহেব পাঠিয়েচেন।

দারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

দারা। আমায় ঘিরে আঁধার জমে উঠচে দেখে ফরিদুন মশাল দিয়ে আলো ফুটিয়ে তুলতে চায়। হায়! প্রিয়তম ফরিদুন, তুমি জান না তামাম হিন্দুস্থান যখন এক সঙ্গে জ্বলে উঠল, তখনই দারাকে ঘিরে নেমে এল দুর্ভাগ্যের ঘন অন্ধকার—ন্যায়ের আলোও যা দূর করতে পারল না।

দারা মীর হবিবের সামে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন :

বড় কঠোর কাজের ভার তোমার ওপর দিতে চাই, মীর হবিব।

মীর হবিব নীরবে কুর্ণিশ করিল।

এই মশাল নিয়ে তুমি এই দুর্গ-প্রাচীরে নিশি জাগ, চেয়ে চেয়ে ছাখ শুকতারার কখন উদয় হয়। উদিত যখন হবে, তখন এই মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে তুমি নেমে যাবে দুর্গের নীচে, দেখবে ভূগর্ভের কক্ষে কক্ষে ঠাসা বারুদ—এই মশালের আগুন সেই বারুদে···

হবিব। বুঝিচি শাহ্‌জাদা।

দারা। না, না, না, আমি কিছু বলি নি, আমি কোন আদেশই দিই নি।

হবিব। আমি পারব শাহ্‌জাদা, আমি তা পারব।

দারা। পারবে তা আমি জানি, কিন্তু তুমি···তুমি যে তারুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি। জীবন তোমার সবে শুরু হয়েচে। তোমাকে এ কাজে নিয়োগ করা যায় না। আমি তা পারব না···আমি পারব না।

হবিবের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন।

হবিব। শাহ্‌জাদা, নিজেকে নিরাপদ রেখেও এ-কাজ আমি করতে পারব।

দারা। পারবে নিজেকে নিরাপদ রেখে এই কাজ তুমি করতে?

হবিব। পারব শাহ্‌জাদা।

দারা। আগুন-ছোঁয়া বারুদের বিস্ফোরণে নিজেকে উড়িয়ে দেবে না?

হবিব। জীবন আমার তিক্ত নয়, তাই তা আমার কাছে তুচ্ছও নয় শাহ্‌জাদা।

দুই হাতে হবিবের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দারা কহিলেন:

দারা। আ-আ! জীবন তোমার কাছে এখনও মধুর! প্রার্থনা করি ওগো নবীন সুন্দর, মধুরতর জীবনের স্বাদ পেয়ে তুমি অন্তত বোঝ খোদার এই অপরূপ রচনা সত্যিই কুৎসিত নয়।

হবিব। শুকতারার যখন উদয় হবে···

দারা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুকতারা যখন উদিত হবে—

হবিব। তখন আমি বারুদে অগ্নি সংযোগ করব।

দারা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখুনি তুমি বারুদে অগ্নি সংযোগ করবে। মনে রেখ, সময়ের নির্দ্দেশ—শুকতারার উদয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঔরংজীবের শিবির

ঔরংজীব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে শুকতারার উদয়। খলিলুল্লা খাঁ প্রবেশ করিল।

খলিলুল্লা। শুকতারার উদয় হয়েচে শাহ্‌জাদা।

ঔরংজীব। হ্যাঁ, খোদার অপরূপ সৃষ্টি!

খলিলুল্লা। সৈন্যদের অগ্রসর হতে আদেশ দোব?

ঔরংজীব। আরো একটু অপেক্ষা করুন।

খলিলুল্লা। শাহ্‌জাদা কি মত পরিবর্ত্তন করচেন ?

ঔরংজীব। আমি দারা নই খলিলুল্লা খাঁ, মত পরিবর্ত্তন করি না, আর সকলের কাছে মত প্রকাশও করি না।

দারুণ বিস্ফোরণের শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে আকাশস্পর্শী আগুন।

খলিলুল্লা। শাহ জাদা !

ঔরংজীব। হতভাগ্য দারা !

খলিলুল্লা। শাহ্‌জাদা দারা কি আত্মবিনাশ করলেন ?

ঔরংজীব। যুদ্ধের কঠোর কর্ত্তব্য থেকে আপাতত আমাকে মুক্তি দিলেন।

খলিলুল্লা। আমরা কি দুর্গ আক্রমণ করব না, শাহ্‌জাদা ?

ঔরংজীব। দুর্গ কোথায় যে আমরা তা আক্রমণ করব ?

খলিলুল্লা। শাহ্‌জাদা দারা কি সপরিবারে······

ঔরংজীব। অন্ততঃ দুই প্রহর পূর্ব্বে মুলতানের পথে অগ্রসর হয়েচেন।

খলিলুল্লা। আমরা পশ্চাদ্ধাবন করব না ?

ঔরংজীব। না। আমাকে আগ্রায় ফিরে যেতে হবে।

খলিলুল্লা। আগ্রায়।

ঔরংজীব। হ্যাঁ, খলিলুল্লা খাঁ, মুঘল সিংহাসন আগ্রায়, পলাতক দারার সঙ্গে নয়।

প্রতিহার প্রবেশ করিল।

প্রতিহার। মহারাজ জয়সিংহ এসেচেন।

ঔরংজীব। মহারাজ জয়সিংহ !

খলিলুল্লা। মহারাজ জয়সিংহ এখানে কেন ?

ঔরংজীব। হিন্দুস্থানে ওই একটিমাত্র লোক আছে যাকে ছোঁয়া যায় কিন্তু বোঝা যায় না। যাও মহারাজকে সসম্মানে নিয়ে এস।

প্রতিহার চলিয়া গেল।

যুদ্ধের সময় যে সেনাপতি শুধু সাম্নের দিকেই দৃষ্টি রাখে পেছনের ঘটনার দিকে ফিরেও চায় না, তার আয়োজন ব্যর্থই হয়। আমি এই জন্যেই আগ্রায় ফিরে যেতে চাই। জানতাম যাবার পথ মুক্তই আছে; কিন্তু জয়সিংহের আবির্ভাবে আমার সন্দেহ হচ্ছে···

একটুকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, দরজার বাইরে জয়সিংহকে আসিতে দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিলেন :

এই যে বাপুজি, আসুন, আসুন—গোলাম আজ ধন্য।

জয়সিংহ। শাহ্‌জাদার কুশল ত ?

ঔরংজীব। আগে আপনি বসুন, বাপুজি।

ধরিয়া বসাইয়া দিলেন।

পান আতর, জানেন ত, আমার শিবিরে থাকে না।

জয়সিংহ। শাহ্‌জাদার আদরই আতর, তাঁর আপ্যায়নই পান।

ঔরংজীব। আপনার অনুগ্রহ।

জয়সিংহ। এই যে খলিলুল্লা খাঁ! সামুগড় যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি অপূর্ব্ব কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন!

ঔরংজীব। খাঁ সাহেবের মন এখন প্রসন্ন—দীর্ঘকালের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েচেন কিনা।

জয়সিংহ। খাঁ সাহেবের ভাগ্য ভালো বেশী লোক তাঁকে চেনে না।

ঔরংজীব। সৈন্যেরা উৎকণ্ঠায় রয়েচে খাঁ সাহেব, তাদের জানিয়ে

দিন আজ যুদ্ধ নয়—বাপুজির উপস্থিতির জন্য আজ তাদের সারাদিনের বিরাম।

খলিলুল্লা চলিয়া গেলেন।

জয়সিংহ। সৈন্যদের কাছে জয়সিংহের খাতির বেড়ে যাবে। তারা ত জানে না যে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করা যায় না। শাহ্‌জাদা দারা হাওয়া হয়েচেন।

ঔরংজীব। আপনি তা জানেন?

জয়সিংহ। জেনেচি বৈকি শাহ্‌জাদা।

ঔরংজীব। পিতার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েচে?

জয়সিংহ। না, শাহ্‌জাদা।

ঔরংজীব। আগ্রার পথ দিয়ে এলেন, দেখা করে এলেন না?

জয়সিংহ। জানি, অনুমতি পেতাম না!

ঔরংজীব। কার? পিতার?

জয়সিংহ। শাহ্‌জাদা জানেন কার।

ঔরংজীব। বোঝেন ত পিতার কিছুদিন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকাই ভালো।

জয়সিংহ। নইলে তিনি যে অসহায় তা মনে-প্রাণে বুঝতে পারবেন না।

ঔরংজীব। উত্তেজনার মাথায় অনুগত সেনানায়কদের যা তা আদেশ দিয়ে দেশের অশান্তি আরো বাড়িয়ে তুলতেন।

জয়সিংহ। বাপের মন।

ঔরংজীব। একটা সত্য কথা বলবেন মহারাজ?

জয়সিংহ। বলুন। কি জানতে চান?

ঔরংজীব। অপর সকলের মতো আপনিও কি আমাকে অপরাধী মনে করেন?

জয়সিংহ। সকলে ত আপনাকে অপরাধী মনে করেন না—দিলীর খাঁ, শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা, কেউ নন্।

ঔরংজীব। তাঁদের কথা থাক্, আপনি কি মনে করেন ?

জয়সিংহ। আমার কথা ছেড়ে দিন শাহ্‌জাদা। আমি মুঘল নই। মুঘলের রীতি নীতি যদি আমার আদর্শ হোতো, তাহলে আমি মুঘলের অনুগ্রহ নেবার সঙ্গে সঙ্গে মুঘলের ধর্ম্মও গ্রহণ করতাম।

ঔরংজীব। বুঝতে পারলাম না মহারাজ !

জয়সিংহ। বুঝতে চান ?

ঔরংজীব। মহারাজ জয়সিংহের উপদেশ অগ্রাহ্য করবার মতো দাম্ভিকতা আমার নেই।

জয়সিংহ। উপদেশ নয় শাহ্‌জাদা, আমার অভিজ্ঞতাই আমি প্রকাশ করব।

ঔরংজীব। তাতেই আমি উপকৃত হব।

জয়সিংহ। শাহ্‌জাদা, সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় করে মুঘল আর কিছুই দেখে না, সম্রাটের পর সম্রাট শুধুই চেয়েচেন সাম্রাজ্য। আপনি মুঘল। মুঘলের স্বধর্ম্ম আপনারও কাজের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে। ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন এর মাঝে নেই।

ঔরংজীব। এ তিরস্কার মুঘলের প্রাপ্য। আপনি কি মনে করেন ওই গলদ নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল টিঁকে থাকবে ?

জয়সিংহ। সকল সাম্রাজ্যের গোড়ার কথা প্রজার সম্মতি। এই প্রজার সঙ্গেই মুঘল সাম্রাজ্যের কোন যোগ নেই। তাই তাসের ঘরের মতো একদিনে তা ভূমিসাৎ হবে।

ঔরংজীব। এই আশঙ্কাই আমার মনে অস্বস্তি এনে দিয়েচে।

আপনি বলুন, মহারাজ, মুঘল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার কথা আরো বলুন। আমার অনেক উপকার হবে।

জয়সিংহ। গোয়ালিয়ার দুর্গ-কারায় শাহ্‌জাদা কি আমার জন্যে একটুখানি স্থান করে রেখেচেন?

ঔরংজীব। মহারাজ জয়সিংহকে অবরুদ্ধ রাখবার মতো দুর্গ হিন্দুস্থানে নেই মহারাজ তা জানেন।

জয়সিংহ নীরব রহিলেন।

নীরব রইলেন যে মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি আগ্রা দুর্গে অবরুদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জাহানের কথা ভাবচি।

ঔরংজীব। শিবাজীর কথা নয়?

জয়সিংহ। না, শাহ্‌জাদা।

ঔরংজীব। কেন, দস্যু বলে?

জয়সিংহ। দস্যু!

ঔরংজীব হাসিয়া উঠিলেন, তারপর কহিলেন:

ঔরংজীব। আপনার কঠোর দৃষ্টি আর কুঞ্চিত ললাট দেখে বেশ বুঝতে পারচি শিবাজীকে দস্যু বলে আমি আপনার হিন্দুত্বের অভিমানকে আহত করেচি।

জয়সিংহ। শিবাজী আর আপনি একই প্রবৃত্তির চরম দুই বিপরীত অভিব্যক্তি। আপনাদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

ঔরংজীব। সে সংঘষের ফল?

জয়সিংহ। উভয়ের শক্তিক্ষয় আর হিন্দুস্থানের চরম অবনতি।

ঔরংজীব। সেই অবনতি থেকে হিন্দুস্থানকে কে রক্ষা করবে মহারাজ?

জয়সিংহ। শুনুন শাহ্‌জাদা! বিজিত হিন্দুস্থানে আজ যেমন আমার মতো অনুগ্রহপ্রাপ্ত জনকয়েক রাজা মহারাজা ছাড়া আর কোন হিন্দুর স্থান নেই, তেমন জনকয়েক সেনানায়ক-মনসবদার ছাড়া মুসলমানেরও স্থান নেই।

ঔরংজীব। মুসলমানেরও স্থান নাই আপনি মানেন মহারাজ?

জয়সিংহ। এত বড় সাম্রাজ্যের সকল বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করচেন মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক, যাদের সঙ্গে না আছে হিন্দুর, না আছে মুসলমানের যোগ। হিন্দুই একদিন হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুর স্থান ঘুচিয়ে দিয়েচে—আর পরবর্ত্তিকালে পাঠান মুঘল হিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানকেও রাষ্ট্রচক্রের বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়েচে।

ঔরংজীব। মহারাজ! মহারাজ! আমার অন্তরের বেদনা আপনার কণ্ঠ থেকেই ভাষা নিয়ে ব্যক্ত হয়েচে।

জয়সিংহ নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যকে সত্যিকারের শক্তিসম্পন্ন করে তুল্‌তে হলে জোর করে তাকে তার অতীত থেকে পৃথক করে ফেলতে হবে—প্রপিতামহের, পিতার ইসলাম-প্রভাব-বিবর্জ্জিত-নীতির উচ্ছেদ সাধন করে আমাকেই মুসলমানের স্থান সকলের অগ্রে, সকলের উর্দ্ধে, সকলের অনধিগম্য করে তুলতে হবে।

জয়সিংহ। আমি সে কথা বলতে চাইনি শাহ্‌জাদা।

ঔরংজীব। আমি আলো দেখতে পেয়েচি মহারাজ, আপনার অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত নতুন আলো আমার দৃষ্টির সাম্নে থেকে সংশয়ের জমাট অন্ধকার সরিয়ে দিয়েচে মহারাজ!

জয়সিংহ। আমার বক্তব্য ভিন্ন ছিল শাহজাদা।

ঔরংজীব। তুচ্ছ, তুচ্ছ, আর সব কথাই তুচ্ছ, নগণ্য, বিবেচনার বহির্ভূত মহারাজ! না, না, পিতৃ-দ্রোহে আর আমার গ্লানি নাই, ভ্রাতৃদ্রোহে আর আমার ক্ষোভ নাই, প্রতিকূল সকল শক্তিকে নির্ম্মম ভাবে দলে পিষে নিজের পথ তৈরি করে নিতে আজ আমার কোন কুণ্ঠা নাই মহারাজ—কেন না আমি নিজের জন্যে কিছু চাই না, আমি চাই মুসলমানের অপ্রতিহত প্রভাব, ইসলাম, ইসলাম, ইসলামের প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রা দুর্গের কক্ষ

শাহ্‌জাহান ও জাহান-আরা।

শাহ্‌জাহান। ধ্বংস হ'য়ে যাক্ সব, ধ্বংস হয়ে যাক্!

জাহান-আরা। কি ধ্বংস হবে বাবা?

শাহ্‌জাহান। খোদার এই সৃষ্টি।

জাহান-আরা। সুন্দর এই পৃথিবী?

শাহ্‌জাহান। এখনও এই পৃথিবীকে তুই সুন্দর বলতে পারিস্ জাহান-আরা?

জাহান-আরা। দারা এখনো ধরা পড়ে নি, বাবা।

শাহ্‌জাহান। তাই হবে বন্দী শাহ্‌জাহানের সান্ত্বনা?

জাহান-আরা। আজ যে তাই আমাদের সান্ত্বনার বিষয় হয়ে উঠেচে।

শাহ্‌জাহান। সাম্রাজ্যকে এতদিন সম্পদ বলে মনে ভাবতাম। আজ দেখচি জাহান-আরা সাম্রাজ্যই আমার জীবনের অভিশাপ। ধ্বংস হয়ে যাক্ অভিশপ্ত এই সাম্রাজ্য, লুপ্ত হোক মুঘলের ব্যর্থ সৃষ্টি!

জাহান-আরা। সম্রাটের প্রসাদভোজী সেনানায়ক মনসবদাররাও ত এগিয়ে এলো না তাদের সম্রাটকে মুক্ত করতে।

শাহ্‌জাহান। যে সম্রাটের বিরুদ্ধে তার পুত্র বিদ্রোহ করে, সে সম্রাট কার সহানুভূতি পাবে মা ?

জাহান-আরা। অথচ জায়গীর, মনসবদারী, খেতাব-খেলাৎ, শিরোপা কিছুই দিতে তুমি কার্পণ্য কর নি।

শাহ্‌জাহান। তারা জানে নতুন যে সম্রাট হবে, সেও তাই দেবে।

জাহান-আরা। নতুন সম্রাট !

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীব !

জাহান-আরা। ঔরংজীব সম্রাট হবে বাবা ?

শাহ্‌জাহান। দেখচিস্ নে তার অভিষেকের কী অপূর্ব্ব আয়োজনই না চলচে চারিদিকে।

রৌশান-আরা প্রবেশ করিল।

রৌশন-আরা। কিসের আয়োজন বাবা ?

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীবের অভিষেকের।

রৌশন-আরা। ঔরংজীবকে সাম্রাজ্য দিতে আপনি সম্মত হয়েচেন বাবা ?

শাহ্‌জাহান। আমার সম্মতির অপেক্ষায় সে ত চুপ করে বসে নেই রৌশন-আরা।

রৌশন-আরা। সমগ্র হিন্দুস্থানে ঔরংজীবকে বাধা দিতে আজ কেউ নেই।

শাহ্‌জাহান। কেউ না ?

রৌশন-আরা। না।

শাহ্‌জাহান। দারা, সুজা, মোরাদ ?

রৌশন-আরা। সবাই চায় আপনার সিংহাসন।

শাহ্‌জাহান। সেনা নায়করা ?

রৌশন-আরা। আজ তারা ঔরংজীবের আজ্ঞাবহ।

শাহ্‌জাহান। শোন জাহান-আরা ! মিছেই তুই আমাকে আশ্বাস দিস।

রৌশন-আরা। বেগমসাহেবা বোঝেন না যে তাঁর অতিরিক্ত পিতৃ-ভক্তিই পিতার বিপত্তির কারণ।

জাহান-আরা। বেগমসাহেবা সম্বন্ধে ঔরংজীব নতুন কোন ব্যবস্থা করেছেন না কি !

রৌশন-আরা। বেগমসাহেবার ওপর ঔরংজীবের যে শ্রদ্ধা আছে, তারই সুবিধে নিয়ে এই দুর্গে থেকেও তিনি ঔরংজীবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করচেন।

জাহান-আরা। জাহান-আরার ওপর এতই যদি বিদ্বেষ তোমাদের, তাহলে পিতাকে পীড়ন না করে জাহান-আরা বেগমকেই নির্য্যাতন কর ! তাতে অন্তত পিতার দুর্গতি দেখবার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাব।

রৌশন-আরা। ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তেই বেগমসাহেবা এই সর্ব্বনাশা দ্বন্দ্ব শেষ করে দিতে পারেন।

জাহান-আরা। ঔরংজীবের কোন্ আদেশ পালনে তা সম্ভবপর হয় ?

রৌশন-আরা। সাম্রাজ্যের দণ্ড পিতার হাত থেকে যদি ঔরংজীবের হাতে তুলে দেন।

শাহ্‌জাহান। আমি দোব না, সাম্রাজ্যের দণ্ড আমি কারু হাতে তুলে দোব না।

রৌশন-আরা। ভেবে দেখুন বেগমসাহেবা, কত অপ্রিয় কাজ

থেকে ঔরংজীবকে আপনারা অব্যাহতি দিতে পারেন, হিন্দুস্থানে কত সহজে শান্তি স্থাপন করতে পারেন।

শাহ্‌জাহান। হিন্দুস্থানের শান্তি! কি শান্তির মাঝেই না আমি রেখেছিলাম হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের! দেশ-বিদেশ থেকে যারা সাগর পার হয়ে মুঘল মহিমা দেখতে ছুটে এল, তারা শ্রদ্ধায় শির নত করে স্বীকার করে গেল এমন অতুল ঐশ্বর্য্য, এমন সুশাসন, সর্ব্বজনের এমন শান্তিময় স্বাচ্ছন্দ্য তারা আর কোথাও দেখে নি। কে এনেছিল দেশ-জোড়া সেই নিবিড় শান্তি? এনেছিল এই শাহ্‌জাহান। আজ সেই শাহ্‌জাহান তাঁর নিজের দুর্গে অবরুদ্ধ রয়েচেন শুনে একটি লোকও ত এক পা এগিয়ে এলো না? তবে কেন আর আমি চাইব দেশব্যাপী অটুট শান্তি? কেন আর কামনা করব প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। যাক্, যাক্ সব উড়ে পুড়ে, যাক্ সব ধ্বংস হয়ে।

রৌশন-আরা। ঔরংজীব মুঘল সাম্রাজ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে বাবা!

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীব! ঔরংজীব আনবে নতুন প্রাণ! হায় রে! কি বিচিত্র তার অভিষেকের আয়োজন! পিতার অশ্রু তার অজুর উপকরণ, ভগ্নির দীর্ঘশ্বাস জানায় আজান, অবলুণ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব তার নেমাজের আসন—আর খোদার দোয়ায় সে আনবে মুঘল-রাষ্ট্রদেহে নতুন প্রাণ!

দূরে ধ্বনিত হইল।

নেপথ্যে। জয়! জয়!

শাহ্‌জাহান। ওই জয়নাদ!

নেপথ্যে। জয়!

শাহ্‌জাহান। কার জয়নাদ ওরা করে জাহান-আরা?

রৌশন-আরা। সম্রাট শাহ্‌জাহানের নয়।

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীবের ?

রৌশন-আরা। এখনো সময় আছে বাবা! বিজয়ী পুত্রের প্রতি ন্যায়পরায়ণ পিতার প্রতি এখনো কর্ত্তব্য পালনের পরম সুযোগ রয়েচে বাবা।

শাহ্‌জাহান। কি সে কর্ত্তব্য ?

রোশন-আরা। সিংহাসন সমর্পণ, সাম্রাজ্য দান।

একখানা কাগজ বাহির করিলেন।

শুধু একটা সই করে দেবেন। আর দুর্গদ্বার খুলে দেবেন।

শাহ্‌জাহান। দানপত্র লিখে দিতে হবে!

রৌশন-আরা। তার ফলে অহেতুক রক্তপাত বন্ধ হবে বাবা।

বাইরে জয়নাদ।

ওই জয়নাদ পুত্রবৎসল শাহ্‌জাহানের জয়নাদে পরিবর্ত্তিত হবে। দারা, সুজা, মোরাদ নিরাপদ থাকবে।

শাহ্‌জাহান। কলমের একটি আঁচড়ে আমার নাম সই করে দিলে ?

রৌশন-আরা। আপনার একটি স্বাক্ষরে বাবা।

শাহ্‌জাহান। দোব, তাই দোব, দোব সই করে।

জাহান-আরা। না বাবা, না।

রৌশন-আরা। পরিণাম ভেবে পরামর্শ দেবেন বেগমসাহেবা।

জাহান-আরা। ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্ব ওরা নিয়ে যাবে বাবা।

শাহ্‌জাহান। যাক্। সবই নিয়ে যাক্। আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী নিয়ে আয় জাহান-আরা!

জাহান-আরা। না বাবা, সে আদেশ তুমি আমায় দিয়ো না বাবা।

রোশন-আরা। এর পর কিন্তু আমাকে অপরাধী করবেন না বেগমসাহেবা।

রোশন-আরা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

জাহান-আরা। রোশন-আরা।

রোশন-আরা ফিরিয়া আসিলেন।

রোশন-আরা। বলুন বেগমসাহেবা।

জাহান-আরা। মাতা মমতাজকে মনে পড়ে, বোন?

রোশন-আরা। পড়ে বই কি!

জাহান-আরা। মনে পড়ে তাঁরই কোলে ভাই-বোন সবাই আমরা মানুষ হয়েচি?

রোশন-আরা। তাই শুনি বটে।

জাহান-আরা। ভাইরা যা করচে করুক, এস আমরা দু'বোন আমাদের পিতাকে এই অসম্মান থেকে রক্ষা করি।

রোশন-আরা। আমি ত তাই করতেই চাই বেগমসাহেবা।

শাহ্‌জাহান। আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে!

রোশন-আরা। শাসনের শক্তি যখন থাকে না, তখন সিংহাসন আঁকড়ে পড়ে থাকা কারু পক্ষেই সম্মানজনক নয়।

শাহ্‌জাহান। কে আমায় এমন অসহায় করে ফেল্ল?

রোশন-আরা। আপনার বয়েস, আপনার সারা জীবনের অনাচার, আপনার ব্যাধি-বিধ্বস্ত দেহ!

জাহান-আরা। বৃদ্ধ রুগ্ন পিতাকে সম্রাট বলে মানতে না চাও মেনো না, তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা থেকে তাঁকে বঞ্চিত কোরো না।

রৌশন-আরা। শ্রদ্ধা নিবেদন করতে একমাত্র আপনিই বোধ হয় জানেন বেগমসাহেবা!

শাহ্‌জাহান। মিথ্যা কথা নয়, একমাত্র জাহান-আরাই তার স্বার্থের কথা না ভেবে, তার এই বুড়ো বাপের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেচে।

রৌশন-আরা। অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ! মুঘল হারেমের সবাইকে বঞ্চিত করে সকল কর্ত্তৃত্ব নিজে ভোগ করা।

জাহান-আরা। মুঘল-হারেমের অদ্বিতীয়া কর্ত্রী হয়ে তুমিই থাক বোন।

রৌশন-আরা। বেগমসাহেবার অপার অনুগ্রহ। কিন্তু সে অনুগ্রহে আমার আগ্রহ নেই। আমার দৃষ্টি হারেমের সীমা অতিক্রম করে বাইরেও যে যেতে পারে, এ-কথা বেগমসাহেবার মতো বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে বোঝা কি এতই শক্ত?

শাহ্‌জাহান। এ কী দুর্জ্জয় লোভ মুঘল-বংশধরদের আজ উন্মত্ত করে তুলেচে খোদা!

জাহান-আরা। তুমিও কি সিংহাসন চাও?

রৌশন-আরা। পিতামহী নুরজাহান সিংহাসন চান নি বেগম-সাহেবা, সিংহাসনই তাঁকে চেয়েছিল।

জাহান-আরা। এতদিন সুজা, দারা, মোরাদের জন্যই আমার দুশ্চিন্তা ছিল, আজ থেকে তুমিও হয়ে রইলে দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ।

রৌশন-আরা। কেন বেগমসাহেবা?

জাহান-আরা। সিংহাসনে দাবীদার কোন মুঘলকেই ঔরংজীব মার্জ্জনা করবে না!

রৌশন-আরা। তাই কি বেগমসাহেবার একমাত্র সান্ত্বনা?

জাহান-আরা। সান্ত্বনা নয়—শঙ্কা, রৌশন-আরা, শঙ্কা!

রৌশন-আরা। আপনাদের নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রুত রাখবার জন্যই দিল্লী থেকে আমি আজ এসেছিলাম বেগমসাহেবা! পিতা যদি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দিতেন, তাহলে কোন অপ্রীতিকর কাজই আমাদের করতে হোত না। পিতা দেখচি প্রস্তুতই ছিলেন, কিন্তু আপনি বেগমসাহেবা, আপনিই তাঁকে উত্তেজিত করে মুঘল পরিবারে অশান্তি ডেকে আনচেন।

শাহ্‌জাহান। জাহান-আরার উত্তেজনায় নয় রৌশন-আরা, আমার নিজের অধিকার, আমার পিতৃ-পিতামহের উত্তরাধিকার আয়ত্তে রাখবার জন্যই আমি আমরণ সিংহাসন আঁকড়ে থাকব, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেবো না। ডেকে নিয়ে আয় তোর ঔরংজীবকে। দেখি সে কি করতে পারে!

জাহান-আরা। যদি সে জেনেই থাকে জাহান-আরা পরিবারে অশান্তি ডেকে এনেচে, তাহলে জাহান-আরাকে সরিয়ে দিয়ে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুক।

রৌশন-আরা। সে কাজ যাদের দিয়ে সে করাবে, তারা দুর্গ অবরোধ করে রয়েচে। সময়ে কর্তব্য পালন করতে তারা দ্বিধাবোধ করবে না।

বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে জয়নাদ।

শাহ্‌জাহান। আলো নিবিয়ে দে, জাহান-আরা, আলো নিবিয়ে দে।

জাহান-আরা। কেন বাবা?

শাহ্‌জাহান। ওদের স্পর্দ্ধা চোখে দেখতে পারব না।

আবার জয়নাদ।

জাহান-আরা। চল বাবা, আমার সঙ্গে।

শাহ্‌জাহান। কোথায়?

জাহান-আরা। দুর্গের এমন কোন জায়গায় যেখানে ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না।

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীব কি আমাকে হত্যা করবে জাহান-আরা?

জাহান-আরা। না বাবা, তা সে করতে পারবে না।

শাহ্‌জাহান। ওরে এ লাঞ্ছনার চেয়ে তাও যে ভালো ছিল।

চতুর্থ দৃশ্য

দারার শিবির

যোধসিংহ ছুটিয়া আসিলেন।

যোধসিংহ। মৃত্যুর এ বীভৎস রূপ আর ত দেখা যায় না, শাহ্‌জাদা! ক্লান্ত সৈনিকরা না পায় বিশ্রামের জন্য শীতল একটু ছায়া, না পায় শুষ্ককণ্ঠে দেবার জন্য এক ফোঁটা জল। তারা চলতে চলতে তপ্ত বালির ওপর পড়ে যায় আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি পায় না। ঘোড়াগুলো মরীচিকাকে জল মনে করে ছুটে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে, ফিরে আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। ষাঁড়গুলো ক্ষিপ্ত হয়ে বালিতে শিঙ গুঁজে প্রাণ হারায়।

দারা। তারও ওপর দিবারাত্র পিছু-পিছু ঘোরে ঔরংজীবের অনুচর দাউদ খাঁ।

যোধসিংহ। দাউদ খাঁ! আমি ত জানতাম মহারাজ জয়সিংহ!

জীর্ণ শীর্ণ দাউদ খাঁ টলিতে টলিতে আগাইয়া আসিলেন।

দারা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহারাজ জয়সিংহ ত আছেনই। আরো আছেন আমার ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি দাউদ খাঁ।

যোধসিংহ। বিশ্বাসঘাতক দাউদ খাঁ।

দাউদ খাঁ। না, না শাহাজাদা, দাউদ খাঁ বিশ্বাসঘাতক নয়।

দারা। কে!

যোধসিংহ। কে তুই নফর!

দাউদ খাঁ। দাউদ খাঁ।

যোধসিংহ। দাউদ খাঁ!

যোধসিংহ তরবারি বাহির করিলেন।

দারা। সেনাপতি যোধসিংহ!

যোধসিংহ তরবারি কোষবদ্ধ করিলেন।

চিনতে পারচেন না, সত্যাই ত ইনি দাউদ খাঁ।

যোধসিংহ। চিনতে পেরেই ত বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করতে চেয়েছিলাম।

দারা। নিরস্ত্র, শীর্ণ এই লোকটিকে হত্যা করলেই কি ঔরংজীবের অভিসন্ধি আমরা ব্যর্থ করে দিতে পারব?

যোধসিংহ। সে প্রশ্নের বিচার করবার সময় এ নয় শাহ্‌জাদা। চারিদিকে মৃত্যুর বীভৎস রূপ দেখে সৈনিকরা চঞ্চল হয়ে উঠেচে।

দারা। সেই মৃত্যুও মাথা নুইয়ে আমার যাবার পথ মুক্ত করে দেবে। মরু আমরা প্রায় অতিক্রম করিচি। সাম্নেই সিন্ধুর সলিল-বিধৌতা উর্ব্বরা ভূমি। রাত্রিও আগতপ্রায়। ধৈর্য্য ধরে কিছুদূর অগ্রসর হতে হবে সেনাপতি!

যোধসিংহ। আমার ওপর সৈনিকদের আর আস্থা নেই শাহ্‌জাদা।

দারা। আপনি তাদের বলুন গিয়ে একটু পরে আমি নিজে তাদের সাম্নে উপস্থিত হয়ে সব বুঝিয়ে দোব।

যোধসিংহ। অহেতুক বিলম্ব করলে আফ্‌শোষের কিন্তু আর শেষ থাকবে না, শাহ্‌জাদা।

যোধসিংহ চলিয়া গেলেন।

দারা। তারপর, বন্ধু?

দাউদ খাঁ নতজানু হইয়া কহিলেন:

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা, খোদার কসম, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি।

দারা তাহাকে তুলিয়া কহিলেন:

দারা। ও-কথা এখন থাক বন্ধু। আগে তুমি এই জল পান করে সুস্থ হও। এখন বল এত শীর্ণ হলে কেমন করে, কেনই বা এই জীর্ণ বেশ?

দাউদ খাঁ। লাহোর দুর্গ থেকে শাহ্‌জাদা যেদিন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেদিন আমার অঙ্গে এই পরিচ্ছদই ছিল, অর্থও সঙ্গে বেশী ছিল না। দূরে থেকে থেকে দীর্ঘ এই মরুপথ আপনার অনুসরণ করিচি। তাই দেহ শীর্ণ, জীর্ণ বাস।

দারা। একাকী নিঃসম্বল আপনি এতটা পথ আমার অনুসরণ করেচেন!

দাউদ খাঁ। হ্যাঁ, শাহ্‌জাদা।

দারা। কেন?

দাউদ খাঁ। আমার বিশ্বাস ছিল শাহ্‌জাদা তাঁর ভুল একদিন বুঝতে পারবেন। সেইদিন আবার আমি শাহ্‌জাদাকে সেবা করবার অধিকার পাব।

দারা। শুধু এই বিশ্বাস নিয়েই আপনি একাকী আমার অনুসরণ করেচেন?

দাউদ খাঁ। অন্য কোন অভিসন্ধি থাকলে একা আসতাম না, এই দীন বেশেও নয়!

দারা। দাউদ খাঁ, আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আপনার মতো বন্ধুকেও আমি সন্দেহ করেছিলাম।

দাউদ খাঁ। ঘটনাচক্রে আপনি ভুল করেছিলেন। তখন প্রতিবাদ করলেও তা নিষ্ফল হোত। এখন সে কথায় আর কাজ নেই শাহ্‌জাদা। এখন বিপদ আপনাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেচে, এখন আপনাকে সেবা করবার অধিকার দিন।

দারা। এমন বন্ধু পেয়েও তার মর্য্যাদা দিতে পারি নি, এ আমার দুর্ভাগ্য, দাউদ খাঁ। জীবনের শেষ দিনেও আমার মনে থাকবে পৃথিবীতে আমার এমন বন্ধু আছেন যিনি আমার হীন সন্দেহ মার্জ্জনা করেও আমারই শুভেচ্ছা বুকে পোষণ করেন।

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা!

দারা। বন্ধু!

দাউদ খাঁ। আপনি কি এখনও আমার সেবা গ্রহণ করতে অসম্মত?

দারা। আমার ভয় হয় দাউদ খাঁ, আমার অনুচররা, আমার সৈনিকরা যদি আপনার মত মহৎ লোকের প্রাপ্য সম্মান দিতে কখনো কুণ্ঠিত হয়! কাজ নেই বন্ধু, কাজ নেই আমার কাছে কাছে থেকে। পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তে থাকলেও আমি জানব আপনি আমার অকৃত্রিম বন্ধু, আপনিও জানবেন দারার প্রীতি থেকে আপনি বঞ্চিত হন নি।

দাউদ খাঁ। আশ্রয় তাহলে পাব না শাহ্‌জাদা?

দারা। আপনাকে শ্রদ্ধা করি বলেই আপনাকে আমি দূরে রাখতে চাই।

দাউদ খাঁ। তাহলে কি করব শাহ্‌জাদা ?

দারা। বীর ধর্ম্ম পালন করবে।

দাউদ খাঁ। আপনি ত আমাকে সে সুযোগ দিলেন না শাহ্‌জাদা।

দারা। আমি দিলাম না, ঔরংজীব দেবে।

দাউদ খাঁ। এখনও সেই কথা শাহ্‌জাদা !

দারা। সন্দেহ নিয়ে এ-কথা বলি নি বন্ধু, অভিমান ভরেও নয়। বীর ধর্ম্মাচারী দাউদ খাঁর আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বধর্ম্মপালনের একটি যায়গা আছে বলে আমার বিশ্বাস। সে হচ্ছে ঔরংজীবের সৈন্যবাহিনী। আমার সম্মতি নিয়ে সেখানে গেলে আমার বন্ধুত্বের অবমাননা করা হবে না।

দাউদ খাঁ। আপনি কি জানেন মহারাজ জয়সিংহ আর সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ আপনাকে ঘিরে ফেলবার আয়োজন করেচেন।

দারা। জানি বৈ কি! কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্চি এই ভেবে দাউদ খাঁ যে, মহারাজ জয়সিংহ ইচ্ছা করলে যে-কোন দিন আমার পথ রোধ করতে পারতেন অথচ আজও তিনি তা করচেন না—আমাকে অগ্রসর হবার অবসর দিয়ে যাচ্ছেন। শায়েস্তা খাঁকেও অগ্রসর হতে দিচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, বুকে যেন আমারই জন্য স্নেহ নিয়ে তিনি আমাকে একটু একটু করে হিন্দুস্থানের বাইরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সে যাই হোক্, তুমি এখন এসো বন্ধু। চল তোমায় একটুখানি এগিয়ে দিয়ে আসি।

একটু অগ্রসর হইয়া।

বিদায়, বন্ধু, বিদায়।

ফরিদুন ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

ফরিদুন। দারা! দারা! তোমার রঙদিল···

দারা। রঙদিল কি ফরিদুন?

নাদেরা ছুটিয়া আসিল।

নাদেরা। রঙদিল কথাও কইচে না, তার চোখেও পলক নাই।

দারা। রঙদিল বুঝি চলে যায় নাদেরা!

নাদেরা। এম্নি করে একে একে সবাইকেই যেতে হবে।

দারা। যারা যাবে, তাদের ত আমি রুখতে পারব না।

নাদেরা। একটিবার রঙদিলকে চোখেও দেখবেন না?

দারা। দেখব নাদেরা, রঙদিলের মৃত্যু চেয়ে চেয়ে দেখব, স্থির হয়ে দেখব, কিছুমাত্র বিচলিত হব না।

মানুস্‌সি আগাইয়া আসিল।

মানুস্‌সি, একবার তুমি আমার এক বেগমকে বাঁচিয়েচ, ভাখ ত আর একটিকে বাঁচাতে পার কিনা? ফরিদুন, মানুস্‌সিকে নিয়ে যাও।

ফরিদুন। এস পয়গম্বর, এস।

ফরিদুন মানুস্‌সিকে লইয়া গেল।

দারা। জানি না তুমি খোদা, না ঈশ্বর, না ঈশ্বরের পুত্র—যাই হও তুমি, যেই হও, বড় প্রয়োজনের সময় তুমি মানুস্‌সিকে পাঠিয়েচ। অবিশ্বাসী বলে পরিচিত দারার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নাও দয়াময়!

হাঁটু গাড়িয়া বসিল, নাদেরাও তাহার পাশে বসিল।

মানুস্‌সি ফিরিয়া আসিল।

মানুস্‌সি। দেখিয়ে ছোলতান, বেগমকা কোই বেমারি নেই আছে। পানি মিলবে ত জান বাঁচবে।

দারা। তবে জল দাও ফরিদুন, জল দাও।

ফরিদুন। জল!

নাদেরা। জল ত নেই!

দারা। জল নেই!

ফরিদুন। জল তোমারই কাছে রয়েচে দারা।

নাদেরা। দিন শাহ্‌জাদা, জল আপনার সঙ্গেই রয়েচে।

জলের পাত্র দেখাইলেন।

দারা। জল এতে আর নেই নাদেরা। দাউদ খাঁকে সবটুকু ঢেলে দিয়েচি।

নাদেরা। আর কোথাও ত জল নেই শাহ্‌জাদা!

দারা। জল! জল! আমার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে চাই ফোঁটা কয়েক জল। জল, ভগবান, জল।

পঞ্চম দৃশ্য

আগ্রা দুর্গের কক্ষ। ঝর ঝর বৃষ্টির জল ঝরিতেছে।

শাহ্‌জাহান। জল, জাহান-আরা, জল।

জাহান-আরা। জল বাবা!

শাহ্‌জাহান। হ্যাঁ, কণ্ঠে আমার মরুর পিপাসা। জল দে মা, জল।

জাহান-আরার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ওরে, চোখের জল চাই নি মা, আমি তোর চোখের জল চাই নি। আমি চেয়েচি তৃষ্ণার জল, আমার পিপাসা মেটাবার জল।

জাহান-আরা। জল নেই বাবা।

শাহ্‌জাহান। জল নেই!

জাহান-আরা। না, বাবা, না।

শাহ্‌জাহান। তোর চোখে জল, বৃষ্টির ধারায় জল, যমুনার বুক ভরা কালো জল—শুধু শাহ্‌জাহানের তৃষ্ণা নিবারণের জলের অভাব মা ?

জাহান-আরা। দুর্গের জল-প্রণালী বন্ধ করে দিয়েচে বাবা।

শাহ্‌জাহান। কে!

জাহান-আরা। ঔরংজীব!

শাহ্‌জাহান। ঔরংজীব!

জাহান-আরা। হ্যাঁ, বাবা।

শাহ্‌জাহান। সে কি চায় তার বাপ পিপাসায় ছাতি ফেটে মরে যাক ?

জাহান-আরা। আমি গোপনে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম বাবা।

শাহ্‌জাহান। ভিক্ষে চাইতে গিছলি বল।

জাহান-আরা। হ্যাঁ, বাবা।

শাহ্‌জাহান। হাঁকিয়ে দিলে ?

জাহান-আরা। না বাবা। ছেলেবেলায় যেমন খুব আব্দার করে কত কি চাইত, তেম্নি করেই চাইলে তার বাবার সিংহাসন। বল্লে নিজের ভোগের জন্যে সে সিংহাসন চায় না।

শাহ্‌জাহান। কিসের জন্যে চায় ?

জাহান-আরা। বল্লে ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠার জন্যে।

শাহ্‌জাহান। বাপের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করে সে চায় ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা!

জাহান-আরা। এতবড় নির্ম্মম সে যে পিতার পিপাসার জল কেড়ে নিয়ে সিংহাসনের অধিকার চায়!

শাহ্‌জাহান। সাধ্য কি সে কেড়ে নেয় আমার পিপাসার জল জাহান-আরা—চেয়ে ত্থাখ মা, চেয়ে ত্থাখ, খোদার দোয়া বর্ষার বারি হয়ে অবিরল ধারায় ওই নেমে আসে। আঁজলা পূরে তুই এনে দে, আমার পিপাসা মিটে যাবে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মরু-প্রান্তর

ঝড় বহিতেছে, বাজ ডাকিতেছে। দারা তাঁহার বেগমদের লইয়া অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছেন।

দারা। পিপাসায় আর বুক ফেটে মরতে হবে না নাদেরা, খোদার দোয়া এখুনি অবিরলধারায় নেমে আসবে।

নাদেরা। কিন্তু এ আমরা কোথায় এলাম শাহ্‌জাদা ?

দারা। কোথায় তা জানি না, শুধু জানি আমরা হিন্দুস্থান পেরিয়ে এসেচি—ঔরংজীব আর আমাদের ধরতে পারবে না।

রঙদিল। হিন্দুস্থান আমরা পেরিয়ে এসেচি ?

দারা। হ্যাঁ, রঙদিল, হিন্দুস্থান আমরা পেরিয়ে এসেচি।

রঙদিল। তাহলে চলুন শাহ্‌জাদা আমরা জর্জ্জিয়ায় চলে যাই।

দারা। জর্জ্জিয়ায় গেলে তুমি ত নুরজাহানের মতো হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী হতে পারবে না।

নাদেরা। রঙদিল আর সম্রাজ্ঞী হতে চায় না, শাহ্‌জাদা।

রঙদিল। আমি বুঝিচি হিন্দুস্থানে আমাদের আর ঠাঁই নেই।

দারা। মহাবীর হুমায়ুনের মতো, মহামানব আকবরের মতো আমি কিন্তু একদিন হিন্দুস্থান ফিরে জয় করব রঙদিল।

নাদেরা। কিন্তু এভাবে আর ত এগুতে পারি না, শাহ্‌জাদা।

দারা। জানি, তুমি অত্যন্ত রুগ্ন, বড়ই দুর্ব্বল। কিন্তু মনের জোরে এখন অগ্রসর হতে হবে।

নাদেরা। আমার শিপার জহরৎ কোথায় শাহ্‌জাদা ?

দারা। ফরিদুন তাদের নিয়ে আসচে।

রঙদিল। সঙ্গে আমাদের কত সৈনিক আছে শাহ্‌জাদা ?

দারা। খুব বেশী হলে পঞ্চাশ।

নাদেরা। মাত্র পঞ্চাশ !

দারা। মাত্র পঞ্চাশ।

নাদেরা। আর সবাই আমাদের ছেড়ে গেছে ?

দারা। ছেড়ে কেউ যায় নি নাদেরা। সবাইকে বাথর দুর্গে রেখে এসেচি। বাথর দুর্গ অজেয়। আবার যখন ফিরে যাব, তখন ওই বাথর দুর্গ থেকেই আমরা জয়-যাত্রায় বেরুব, সমগ্র হিন্দুস্থান আমরা জয় করব।

রঙদিল। হিন্দুস্থান !

দারা। হ্যাঁ, সেই হিন্দুস্থান যেখানে আমার পিতা বন্দী রয়েচেন, আমার ভগ্নী বন্দী রয়েচেন ; সেই হিন্দুস্থান যেখানে আমার সন্তান পরের আশ্রয়ে দিন কাটায় ; সেই হিন্দুস্থান যেখানে আমার আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে হাহাকার করে ফেরে—আমার সেই হিন্দুস্থান, সোনেকো হিন্দুস্থান, হামারা সোনেকো হিন্দুস্থান !

নেপথ্যে। হাঁ, হাঁ, হিন্দুস্থান সোনেকো স্থান, মালুম হ্যায় বাবা, মালুম হ্যায়।

নাদেরা। কে শাহ্‌জাদা !

রঙদিল। মশাল হাতে একদল লোক এগিয়ে আসচে !

দারা। মরু দস্যু !

রঙদিল। আমাদের সৈন্যরা কোথায় ?

দারা। পেছনে কতদূরে রয়েচে জানি না।

নাদেরা। আমার শিপার জহরৎ ?

দারা। ফরিতুন তাদের রক্ষা করতে পারবে।

রঙদিল। কান্নার আর সময় নেই বেগমসাহেবা। হাতিয়ার হাতে নাও। তুমি মুঘল, আমি জর্জ্জিয়ার মেয়ে ; মরার চেয়ে মারবার শক্তি আমাদের কম নয়।

মশালের আলোক আসিয়া তাঁহাদের মুখে পড়িল। দারা, নাদেরা, রঙদিল উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল ; জিহন আলি তাহার দল লইয়া অগ্রসর হইল।

জিহন। সোনার হিন্দুস্থান থেকে সোনাদানা নিয়ে সরে পড়চ কারা হে তোমরা ? বখরা কিছু দিয়ে যাও। তলোয়ার দেখিয়ে বিদায় দিতে চেয়ো না, আমাদের তলোয়ারও ভোঁতা নয়।

দারা। জীবনের মায়া থাকলে এক পাও এগিয়ো না, বেকুফ।

জিহন। এগুতে আর পারচি কৈ! ছবিখানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নি। তুটি নারী, একটি নর ; হাতে ন্যাঙা তলোয়ার। চমৎকার! চমৎকার!

দারা। চোপরও নফর!

জিহন। নফর নির্ব্বাক থেকেই মেহেরবানের মূর্ত্তিখানি একটিবার দেখে নেবে। দয়া করে তার আগে তলোয়ারের কসরৎ দেখিয়ো না বাবা।

একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া জিহন মশালের আলোয় দারার মুখখানি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল :

কে! যুবরাজ দারা! গোলামের বেয়াদবী মাপ করুন, শাহ্‌জাদা!

নতজানু হইয়া বসিল।

দারা। তুমি কে!

জিহন। গোলাম জিহন আলি, জনাব।

দারা। জিহন আলি!

জিহন। আপনার দয়ায় একদিন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আমি জীবন পেয়েছিলাম, জনাব।

দারা। আজ কারু দণ্ড রদ করবার অধিকার আমার নেই। আজ আমিই আশ্রয়হারা।

জিহন। দরদী দারা আশ্রয়হারা হতে পারে না শাহ্‌জাদা।

জিহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

দারা। সত্যই আজ আমাদের আশ্রয় নেই।

জিহন। গোলামের গোলামখানা রয়েচে জনাব।

দারা। তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে?

জিহন। আমার পয়গম্বরের পায়ের ধূলো পড়লেও আমি তত কৃতার্থ হ'ব না শাহ্‌জাদা, যত হ'ব আমার জীবনদাতার পায়ের ধূলোয়।

দারা। নাদেরা, আর আমাদের ভয় নেই।

জিহন। আপনার সঙ্গের লোকজন শাহ্‌জাদা।

দারা। তারা পিছিয়ে পড়েচে বন্ধু।

জিহন। বেশ! আপনারা এগিয়ে চলুন। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমার লোক এখানে অপেক্ষা করবে।

দারা। এঁরা বড় ক্লান্ত জিহন খাঁ। নাদেরা বেগম রুগ্ন।

জিহন। তাহলে শিবিকা আনতে লোক পাঠাই।

দারা। না, না, তার প্রয়োজন নেই বন্ধু। ওঁরা আজ পথে পা দিয়েচেন, পথ চলায় ওঁদের আর কষ্ট নেই।

জিহন। তাহলে আসুন শাহ্‌জাদা, আসুন বেগমসাহেবারা। নফরের গোলামখানাকে দৌলতখানা করে তুলবেন।

জিহন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন, দারা ও বেগমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। জিহনের কয়েকটি অনুচর মশাল হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। ফরিদুন শিপার জহরৎকে লইয়া প্রবেশ করিল।

ফরিদুন। কে বাবা তোমরা মশাল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েচ ?

রহমৎ। আপনাদেরই অপেক্ষায় রয়েচি।

ফরিদুন। গলা কাটবার মতলব আছে না কি ?

রহমৎ। আপনাদের পথ দেখিয়ে নিতে চাই।

ফরিদুন। কোথায় ?

রহমৎ। শাহ্‌জাদা আর বেগমরা যেখানে গিয়েচেন।

ফরিদুন। এটা কোন দেশ বলতে পার বাবা ?

রহমৎ। মালেক জিহন আলি জায়গীর।

ফরিদুন। মালেক জিহন আলি! রোস রোস। এক জিহন আলিকে জানতাম যিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, আর···

রহমৎ। যুবরাজ দারা তাঁকে মার্জ্জনা করে এই জায়গীর দিয়ে ছিলেন···

ফরিদুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।

রহমৎ। তিনি নিজে শাহ্‌জাদা আর বেগমদের নিয়ে গেছেন, আর আপনাদেরও পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের রেখে গেছেন।

ফরিদুন। মালেক জিহন আলির জয় হোক। শুনলি শিপার, শুনলি রে জহরৎ, মরুভূমিতে আর তোদের ঘুরে মরতে হবে না। আজ রাতে শোবার বিছানা আর খাবার রুটি-গোস্ত মিলবেই মিলবে। পা চালিয়ে চল্ রে তোরা, পা চালিয়ে চল।

জহরৎ। আমার ভয় করচে।

ফরিদুন। ভয়!

শিপার। যদি ওরা আমাদের বন্দী করে!

ফরিদুন। ভয় করিস নে দিদি, ভয় করিস নে ভাই। বলিচি ত তোদের দুই ভাই-বোনকে দু-কাঁধে চাপিয়ে এই বুড়ো ফরিদুন মরু পাহাড় সাগর সব ডিঙিয়ে যাবে, কারা-প্রাচীর ত ছার!

দ্বিতীয় দৃশ্য

জিহনের কক্ষ

জিহন আলি খাঁ প্রায় অন্ধকার একটি গৃহে একটি তৌলদণ্ড লইয়া যেন খেলা করিতেছে। একটা পাল্লা একবার উঠিতেছে পুনরায় আর একটা। জিহন আলি তাহাই দেখিতেছে আর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। রহমৎ খাঁ প্রবেশ করিল।

রহমৎ। খাঁ সাহেব কি হিন্দুস্থানের সোনাদানা ওজন করচেন?

জিহন। হিন্দুস্থানের সোনা নিরেট, মুক্তোর দানাও তার নিখুঁত। যা পাওয়া যায় তাই লাভের। ওজন করবার দরকার হয় না। কিন্তু রহমৎ, ভারি একটা আশ্চর্য্য জিনিষ লক্ষ্য করচি।

রহমৎ। কি খাঁ সাহেব?

জিহন। পাল্লার একদিকে বিশ্বস্ততা আর কৃতজ্ঞতা চাপিয়ে দেখতে পাচ্ছি অপর দিকের স্বার্থ শূন্যে উঠে যাচ্ছে। আবার বিশ্বাসঘাতকতা আর কৃতঘ্নতা চাপিয়ে দেখতে পাচ্ছি স্বার্থ আপন ভারে নুয়ে পড়চে। স্বার্থত্যাগ কথাটা দামী, কিন্তু কাজটা ফাঁকা। কি করি তাই ভাবচি রহমৎ।

রহমতের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল।

রহমৎ। শাহ্‌জাদা দারা……

জিহন। একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন সত্য, সত্যই আমার এই জায়গীর পাবার মূলে ছিল তাঁর দয়া।

রহমৎ। তবে……

জিহন। তবে জায়গীরদারই কিছু মানুষের চরম উন্নতি নয়, রহমৎ খাঁ। জায়গীরদার, মনসবদার, কাবুল-কান্দাহারের শাসন-কর্ত্তা…ধাপে ধাপে উঠে যাবার সহজ পথ…

রহমৎ। শাহ্‌জাদা দারা যদি হিন্দুস্থান ফিরে জয় করতে পারেন।

জিহন। তাহলে গোলামকে আর মনে রাখবেন না। জানলে রহমৎ, রাজা-বাদশাদের বিপদের দিনে যে মূর্ত্তি দেখতে পাও, সম্পদের সময়ে সে মূর্ত্তি আর থাকে না। দারা বিপন্ন, ঔরংজীবও খুব নিরাপদ নন। তাই দুজনাই জিহন খাঁকে বড় খাতির করচেন। দারার সঙ্গে…

রহমৎ। প্রচুর স্বর্ণ রয়েচে।

জিহন। অত্যন্ত অপ্রচুর রহমৎ খাঁ। সোনা-দানা হীরে-জহরৎ সবই বাখর দুর্গে রেখে এসেচেন। সামান্য অলঙ্কার আর সুন্দরী নারী সঙ্গে যা আছে, অনায়াসে তা হাত করা যায়। কিন্তু কাবুল-কান্দাহারের শাসন-কর্ত্তার গৌরব? সে যে ঔরংজীবের দান।

রহমৎ। শাহ্‌জাদা ঔরংজীব কি কোন সংবাদ পাঠিয়েচেন খাঁ সাহেব?

জিহন। তাঁর প্রতিনিধিও বাইরে অপেক্ষা করচে। তাই ত তৌলদণ্ড হাতে নিয়ে ভাবছিলাম স্বার্থের পাল্লা কি করে ভারি হয়।

রহমৎ। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

জিহন। দরকার হলে পঞ্চাশ জন মুঘল সৈনিককে বন্দী করতে পার কি না তাই জানতে।

রহমৎ। শাহ্‌জাদা দারার দেহ রক্ষীদের কথাই কি বলচেন ?

জিহন। বীরত্বের বড় গরব করে তারা। আজই তোমার প্রতাপটা তাদের একবার দেখিয়ে দাও না।

রহমৎ। আপনি তাহলে সব ঠিক করে ফেলেচেন ?

জিহন। আমি কিছুই ঠিক করি নি। ঠিক করেচেন স্বয়ং ঔরংজীব, যিনি নামে শাহ্‌জাদা, কিন্তু কাজে আজ ভারত সম্রাট।

রহমৎ। কাবুল-কান্দাহারের শাসন-কর্ত্তা নিয়োগ করবার অধিকার যাঁর আছে ?

জিহন। ঠিক, ঠিক রহমৎ। সম্রাট বিদ্বেষী মুঘল সৈনিকরা যেন না আর বেশিক্ষণ মুক্ত থাকে।

রহমৎ। খাঁ সাহেব যা চান, তাই হবে।

জিহন। তিনজন বেগম একটি শাহাজাদী রহমৎ, সব কটি কিছু আমার কাজে লাগবে না। যাও খোস মেজাজে কাজে লেগে যাও।

রহমৎ চলিয়া গেল।

কৃতঘ্নতা আর বিশ্বাসঘাতকতা শুনি মহাপাপ—কিন্তু পাপ-পুণ্যের বিচার পরলোকে। পরলোকের কথা নিয়ে ইহলোকে মাথা ঘামাই কেন ? আরে, কেও ফরিদুন চাচা ! হাতে ওটা কি চাচা ঝক্ ঝক্ করচে ?

ফরিদুন। হিন্দুস্থানের একটি মূল্যবান জিনিষ উপহার এনেচি।

জিহন। উপহার ত তোমারই পাওনা হবে। ক'জনা বেগমকে রাজী করাতে পারলে চাচা ?

ফরিদুন। কে আগে আত্মদান করবেন, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে !

জিহন। য়্যাঁ, বল কি, মুঘল হারেমের বেগমদের এত সহজেই পাওয়া যায় ?

ফরিদুন। আশ্রয়দাতার কাছে তাঁরা যে কৃতজ্ঞ।

জিহন। ওকি চাচা, তোমার চোখ জ্বলচে কেন?

ফরিদুন। আনন্দে।

জিহন। আবরণের নীচে তোমার হাত যেন কিসের সন্ধান করচে!

ফরিদুন। উপহার যা দোব, তাই নাড়াচাড়া করচি।

জিহন। চাচা।

ফরিদুন। বল বাপ।

জিহন। বেগমদের কে কি বলে পাঠালেন?

ফরিদুন। বলবার ফুর্স্থৎ আর সবাই পেলেন কোথায়! একজন ত কেঁদে কেঁদেই প্রাণ নিয়ে দেহ ছেড়ে চলে গেলেন।

জিহন। আর একজন?

ফরিদুন। নিরুপায় হয়ে নিজের হাতে তার অপরূপ রূপ জন্মের মতো নষ্ট করে ফেলেচেন।

জিহন। বল কি!

ফরিদুন। আপনার ভাগ্য, মালেক সাহেব!

জিহন। আর তরুণী শাহাজাদী?

ফরিদুন। ওরে শয়তান, তোর সকল হীন প্রশ্নের একটি জবাব আমি নিয়ে এসেচি। এই সেই জবাব।

কাপড়ের আবরণের নীচু হইতে পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিতে উদ্যত হইল, এমন সময় পিছন হইতে রহমৎ খাঁ তাহাকে পদাঘাত করিল। ফরিদুন আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

জিহন। সাবাস রহমৎ খাঁ, সাবাস! ভিক্ষুক দারাকে আর ক্ষমা করবার কারণ নেই। চল, এই মুহূর্ত্তেই তাকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যাই। সম্রাট ঔরংজীব প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর একটি জীর্ণ গৃহ

সোরাব ও বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিল।

সোরাব। সুযোগ উপস্থিত ভাই। শাহ্‌জাদা দারার দুর্দ্দশায় দিল্লীর ভিক্ষুকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচে। তাদের উত্তেজিত করতে পারলেই শাহ্‌জাদাকে মুক্ত করা যায়।

ইউসুফ ছুটিয়া আসিল।

ইউসুফ। বিক্ষুব্ধ ভিক্ষুকরা লাঠি-সোটা নিয়ে মালেক জিহন আলির সৈনিকদের আক্রমণ করেছে।

বিশ্বজিৎ। এখুনি শুরু হবে হত্যার তাণ্ডব। নিরস্ত্র নিঃসম্বল ভিক্ষুকদের মুঘল-ফৌজ মার্জ্জনা করবে না।

ইউসুফ। মহারাজ জয়সিংহ কি এখনো নিষ্ক্রিয় থাকবেন?

বিশ্বজিৎ। আমি প্রভাতেই তাঁর উপদেশ নিতে গিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন অবস্থা বুঝে তিনি কাজ করবেন।

সোরাব। অসাধারণ শক্তিমান এই মহানায়ক অতি বিজ্ঞতার জন্যই কিছু করতে পারলেন না।

মানুস্‌সি ও কার্ত্তু প্রবেশ করিল।

মানুস্‌সি। হো! হিন্দুস্থানকো নৌ-জোয়ান, জায়দা সল্লাসে কুছু হোবে না। হাতিয়ার লেও; হাতিহার!

ইউসুফ। কি করব আমরা বলতে পার?

মানুস্‌সি। লাচার লোগোঁকো হাতিয়ার দেনে পড়েগা।

কার্ত্তু। সিতোঁয়া রুখ্‌বে ত কৌন রোখনা সকেঁ।

ইউসুফ। হাজার হাজার ভিক্ষুক মৃত্যুভয় জয় ক'রে শাহ্‌জাদা দারাকে মুক্ত করতে অগ্রসর হয়েচে। এখন যদি আমরা কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হই, তাহলে কোনদিন কি নিজেদের মার্জ্জনা করতে পারব ?

মহারাজ জয়সিংহ ছদ্মবেশে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বজিৎ। মহারাজ !

মহারাজ তাহাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

জয়সিংহ। মহারাজ দিল্লী ত্যাগ করেচেন যুবক। আমাকে রেখে গেছেন দিল্লীর সংবাদ সংগ্রহ করতে। নবীনের দল তোমরা এইখানে সমবেত হবে শুনে নতুন খবরের আশায় আমি এইখানেই এসেচি।

বিশ্বজিৎ। দিল্লীর ভিক্ষুকরা শাহ্‌জাদা দারাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করচে।

জয়সিংহ। দিল্লীর ভিক্ষুক দল !

বিশ্বজিৎ। হিন্দু, মুসলমান, সবাই তারা একদিল।

সোরাব। এই সময়ে যদি তাদের সাহায্য করা যায়, তাহলে……

জয়সিংহ। তাহলে শাহ্‌জাদা দারাকে মুক্ত করা যায়, কেমন ?

ইউসুফ। আপনি চোখে দেখে এলে বুঝতে পারতেন।

জয়সিংহ। শুধু দিল্লীতেই যদি মুঘল-সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে তাই সম্ভব হতো। কিন্তু দিল্লীর বাইরেও মুঘলের শক্তি রয়েচে। সেই শক্তি পেছনে নিয়ে দিল্লীর ভিক্ষুকদের দমন করতে কতটুকু সময় লাগে যুবক ?

সোরাব। আমরা যদি সাহায্য না করি, তাহলে তাদের এই চেষ্টা সফল হবে না।

জয়সিংহ। মাত্র পাঁচটি তরুণ তোমরা কি করতে পার যুবক? যুবরাজ দারা হিন্দুস্থানে কোথাও স্থান পেলেন না, বাইরে চলে যেতে বাধ্য হলেন। ভেবেছিলাম সেখানে তিনি কিছুকাল নিরুপদ্রবে থাকতে পারবেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য তাঁকে নিয়ে এলো এই হিন্দুস্থানে, বন্দীরূপে। শাহ্‌জাদা দারার বন্ধন দেখে আমীর, ওমরাহ, রইস, রাজা কেউ ক্ষুব্ধ হোলো না—ক্ষুব্ধ হোলো সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের দল। জাতির ভাগ্য-বিধাতার এ এক নতুন ইঙ্গিত!

সোরাব। আমরাও ক্ষুব্ধ হয়েচি।

মানুস্‌সি। হামলোক ভি চাহে ছোলতানকো ছিনিয়ে লিতে।

জয়সিংহ। সত্য, তোমরাও ক্ষুব্ধ হয়েচ। তোমরাও আশ্রয়হারা, গৃহহারা—হিন্দু-মুসলমান, কেরেসতান। তাই দিল্লীর আশ্রয়হারা ভিক্ষুকদের পাশে তোমরাও দাঁড়াতে চাইচ। যুবরাজ দারার দুর্ভোগ এই শুভই সাধন করেচে।

ইউসুফ। এই কি হবে আমাদের সান্ত্বনা?

জয়সিংহ। শুধু দারাই নয়, তোমরাও হবে বিপ্লবের বলি। তোমাদের এই অন্তরের বেদনা-বিক্ষোভ একদিন হিন্দুস্থানের সর্ব্বহারাদের বুকে বুকে জমে উঠবে।

বিশ্বজিৎ। আজও কি আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে শাহ্‌জাদা দারার বন্ধন দেখব?

জয়সিংহ। আমি ত তাই দেখে এলাম। প্রহরকাল বিক্ষুব্ধ ভিক্ষুকদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে দেখে এলাম কোতোয়াল এলো, এলো নগররক্ষী সৈনিকদল; দেখে এলাম সর্ব্বহারাদের রক্তে দিল্লীর রাজপথ লাল হয়ে গেল, বন্দী দারাকে কারাগারে নিয়ে গেল তাও দেখে এলাম,

ছুটে এলাম তোমাদের কাছে। বলতে এলাম দিল্লী ছেড়ে দিকে দিকে তোমরা ছড়িয়ে পড়, মিশে যাও দিল্লীর বাইরের অগণ্য সর্ব্বহারাদের সাথে। তারপর, তারপর, একদিন নব-যুগের নূতন প্রভাতে তোমাদের মত নব-দধীচীর হাড় থেকে যে নতুন বজ্র তৈরি হবে, তারই ভৈরব-নির্ঘোষ দিগন্ত কাঁপিয়ে ধ্বনিত করে তুলবে সর্ব্বমানবের এমন দাবী যা কোন সম্রাটই ব্যর্থ করে দিতে পারবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লীর দরবার কক্ষ

ঔরংজীব, রোশন-আরা, দানেশমন্দ খাঁ, শায়েস্তা খাঁ, বাহাদুর খাঁ, দাউদ খাঁ প্রভৃতি।

রোশন-আরা। রাষ্ট্রবিপ্লব! এই রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য দায়ী কে?

দানেশমন্দ। আপনিই বলুন শাহাজাদী কে দায়ী।

রোশন-আরা। দায়ী দারা।

ঔরংজীব। দারাকে বন্দী করবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। আমি তাকে স্বাধীন জীবন যাপন করবার অবসরই দিতে চেয়েছিলাম।

শায়েস্তা খাঁ। আপনি তাহলে এতবড় ভুল করতেন, যা শোধরাবার আর উপায় থাকত না।

ঔরংজীব। আমার ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে আপনারা আমাকে সর্ব্বদা সচেতন রাখবেন বলেই ত আপনাদের পাশে পাশে রেখেচি। এমন কি দারার অকৃত্রিম বন্ধু সেনাপতি দাউদ খাঁর উপদেশও আমরা উপেক্ষা করি না।

রোশন-আরা। যে দাউদ খাঁর ললাটে কলঙ্কের ছাপ দেগে দিয়ে দারা নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছেন।

দাউদ খাঁ। শাহ্‌জাদা দারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন, তার তুলনা নাই শাহজাদী।

রৌশন-আরা। দারার গুণগান শুনতে আমরা এখানে সমবেত হই নি দাউদ খাঁ কুরেশী!

বাহাদুর খাঁ। দারা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সাম্রাজ্য ধ্বংসের আয়োজন করেছিলেন। তাই তাঁকে বন্দী করা সঙ্গতই হয়েচে!

শায়েস্তা খাঁ। দারা দণ্ডযোগ্য।

ঔরংজীব। দণ্ড-পুরস্কারের ব্যবস্থা করবার অধিকারী আপনারাই ওমরাহগণ।

দানেশমন্দ। না শাহ্‌জাদা, অধিকারী আমরা নই।

ঔরংজীব। আমিও নই জনাব দানেশমন্দ খাঁ।

দানেশমন্দ। সম্রাট শাহ্‌জাহান এখনও জীবিত। আজও দণ্ডদাতা একমাত্র তিনিই।

ঔরংজীব। না, না, পিতা হলেনই বা সম্রাট, হলামই বা আমি সম্রাটের প্রতিনিধি—বিচার বা দণ্ডদান আমরা করব না, করবেন আপনারা, সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা, সাম্রাজ্যের সঙ্গে যাদের স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই।

দানেশমন্দ। স্বার্থের সম্বন্ধ কার নেই শাহ্‌জাদা? শায়েস্তা খাঁর না বাহাদুর খাঁর? ভাগাড়ে মড়া পলে শকুনির দল যেমন নিঃস্বার্থভাবে সেখানে জড়ো হয়, তেমনই নিঃস্বার্থভাবে মুঘলের সেনানায়করা আর ওমরাহরা আজ সিংহাসন ঘিরে রয়েচেন। এঁরাই হবেন বিচারকর্ত্তা, এঁরাই হবেন দণ্ডদাতা! চমৎকার!

রৌশন-আরা। দানেশমন্দ খাঁ, মুঘল সেনাপতিদের আর ওমরাহদের যদি আপনি স্বার্থান্বেষী বলেই মনে করেন, তাহলে তাদের সংস্রব ত্যাগ করুন।

দানেশমন্দ। শাহাজাদী, সুশাসন আর সুব্যবস্থার নামে যে অনিয়ম,

অনাচার, অবিচার আজ চারিদিকে চলেছে—সারা হিন্দুস্থানের কোথাও তার প্রতিবাদ নাই। আপনাদের সাম্নে দাঁড়িয়েই আমি মুখর করে তুলতে চাই সেই প্রতিবাদ যা খোদার কাছে উৎপীড়িতের আরজ নিয়ে উপস্থিত হবে। আপনাদের ভালো না লাগে আমাকে বহিষ্কৃত করুন, গোয়ালিয়ার দুর্গে আবদ্ধ রাখুন।

ঔরংজীব। জনাব দানেশমন্দ খাঁ অবিচার অনাচারের কথা তুলেচেন। আমরাও চাই না অবিচার অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। বিচার হোক দারা অপরাধী কি না!

দানেশমন্দ। অভিযোক্তা কে?

রৌশন-আরা। আমি!

দানেশমন্দ। আপনি শাহাজাদী!

রৌশন-আরা। হ্যাঁ জনাব দানেশমন্দ খাঁ, অভিযোগকারিণী আমি—বেগম রৌশন-আরা।

দানেশমন্দ। আপনার অভিযোগ?

রৌশন-আরা। দারা অবৈধভাবে আমার পিতার অধিকার হরণ করেচে। সম্রাটের নামে রাজ্যশাসনের ছলে সাম্রাজ্যে সে অশান্তি এনেচে, বিরোধ জাগিয়েচে, রাজস্বের অপব্যয় করেচে।

শায়েস্তা খাঁ। শাহাজাদীর এ অভিযোগ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

বাহাদুর খাঁ। প্রমাণ তামাম হিন্দুস্থানে আগুনের আকারে জ্বলে উঠেচে।

দানেশমন্দ। চমৎকার! সম্রাট শাহ্‌জাহানকে যারা বন্দী করে রাখল, তারাই আজ সম্রাটের অধিকার হরণের জন্য দারাকে অভিযুক্ত করে! খোদা, শুনিচি তুমি কখনো হাসোও না, কাঁদোও না—এই অপূর্ব্ব অভিযোগ শুনে তুমি কি করবে খোদা!

রৌশন-আরা। পিতা বন্দী নন।

ঔরংজীব। নিশ্চিতই নন।

দানেশমন্দ। তবে তিনি আগ্রা দুর্গ থেকে বেরুতে পারেন না কেন?

ঔরংজীব। তাঁর ইচ্ছা নেই বলে। আপনারা বিস্মিত হচ্ছেন। সন্ধান নিলেই জানতে পারবেন, পিতা নিজেই দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে রেখেচেন, জোর করে দুর্গে প্রবেশের কোন চেষ্টাই আমরা করি নি।

রৌশন-আরা। দারার বিরুদ্ধে আমার দ্বিতীয় অভিযোগ, এই দিল্লী দুর্গ থেকেই একান্ত অবৈধভাবে বহু হস্তী ও সুবর্ণমুদ্রা সে আত্মসাৎ করেচে।

শায়েস্তা খাঁ। আমরা সবাই জানি এ অভিযোগ অমূলক নয়।

দাউদ খাঁ। আমি জানি শাহাজাদী, সম্রাট নিজে তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

রৌশন-আরা। সম্রাটের কাছে তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন না, দাউদ খাঁ, ছিলাম আমি।

বাহাদুর খাঁ। সে সুবর্ণের কিয়দংশ দাউদ খাঁর কাছেও পাওয়া যেতে পারে।

রৌশন-আরা। আমার তৃতীয় অভিযোগ দারা সম্রাটের মূল্যবান সম্পত্তি লাহোর দুর্গ ধ্বংস করেচে।

দাউদ খাঁ। সে ঘটনার জন্য দায়ী আমির ওমরাহগণ। শাহ্‌জাদার অজ্ঞাতসারে আমিই দুর্গের ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলিতে বারুদ পূরে রেখেছিলাম।

রৌশন-আরা। সেই বারুদে আগুন দিতে কে আদেশ দিয়েছিল?

দাউদ খাঁ। আমি তা জানি না।

রৌশন-আরা। আমরা জানি আদেশ দিয়েছিলেন দারা নিজে।

শায়েস্তা খাঁ। আমরাও তাই জানি।

রৌশন-আরা। আমার চতুর্থ অভিযোগ দারা বহুসংখ্যক বিদেশী সৈন্য বাখর দুর্গে সমবেত করে মুঘল সাম্রাজ্যকে আঘাত করবার আয়োজন

করেছিল, কাবুলের মুঘল শাসনকর্ত্তা মহবৎ খাঁকেও রাজদ্রোহে লিপ্ত হবার জন্য উত্তেজিত করেছিল।

বাহাদুর খাঁ। রাজনীতি মতে এ সবই গুরুতর অপরাধ।

শায়েস্তা খাঁ। এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিরা চিরদিন দণ্ড পেয়ে এসেচে।

দানেশমন্দ। সুতরাং দারাকেও দণ্ড নিতে হবে ?

রোশন-আরা। অবশ্যই হবে দানেশমন্দ খাঁ।

ঔরংজীব। ওমরাহগণ! ভগ্নী রোশন-আরা দারার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উপস্থিত করলেন, তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কতবড় অপরাধ আপনারা বিচার করে স্থির করবেন। আমি নিজে কিন্তু মনে করি দারা সাম্রাজ্যের কোন সম্পত্তি যদি আত্মসাৎ করেও থাকেন, বিশাল এই মুঘল সাম্রাজ্য তাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। দারা দিল্লী দুর্গের ধন অপহরণ করেচেন, আমরা ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করব; দারা লাহোর দুর্গ ধ্বংস করেচেন, আমরা আবার তা গড়ে তুলব; দারা বাখর দুর্গে বিদ্রোহীর সমাবেশ করেচে, আমরা বাখর দুর্গ জয় করব। দারার এই সব রাজদ্রোহমূলক কাজের জন্য সম্রাট শাহ্‌জাহানের সন্তান আমি বিচার প্রার্থনা করি না।

রোশন-আরা। সে কি ঔরংজীব!

ঔরংজীব। সত্য ভগ্নী।

দানেশমন্দ। শুনে অশ্বস্ত হলাম যে হতভাগ্য দারার বিরুদ্ধে শাহ্‌জাদার অভিযোগ নাই।

ঔরংজীব। সত্যই জনাব দানেশমন্দ খাঁ, শাহ্‌জাদারূপে, সম্রাট শাহ্‌জাহানের সন্তানরূপে দারার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু মুসলমান রূপে, ইসলামের রক্ষকরূপে দারার বিরুদ্ধে আমার গুরুতর অভিযোগ রয়েচে। হিন্দু আর কেরেস্তান পাদরীদের সঙ্গে মিশে দারা যে অদ্ভুত ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, তাতে সফলকাম হলে ইসলামের

প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব লোপ পাবে। মুসলমান হয়ে, আমাদেরই অন্তরঙ্গ হয়ে কেউ যদি ইসলামের অনিষ্ট করেন, তাহলে আপনারা কি তাকে মার্জ্জনা করতে পারেন ওমরাহগণ ?

রৌশন-আরা। দারা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তাই করবে।

শায়েস্তা খাঁ। সেই সর্ব্বনাশ করবার জন্য আমরা কাউকে বেঁচে থাকতে দোব না।

বাহাদুর খাঁ। ইসলামের অমঙ্গলকারী যদি সম্রাটেরও কোন সন্তান হয়, তাহলেও সে আমাদের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে না।

শায়েস্তা খাঁ। চরমদণ্ডেই আমরা তাকে দণ্ডিত করব।

রৌশন-আরা। বলুন ওমরাহগণ, চরমদণ্ডই দারার উপযুক্ত দণ্ড।

বাহাদুর খাঁ। আগে আপনার অভিমত প্রকাশ করুন সম্রাট !

ঔরংজীব। মুসলমান আমি আপনাদের কাছেই অভিযোগ উপস্থিত করলাম। কাজী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে দণ্ড আপনারাই স্থির করুন গে !

সকলে চলিয়া যাইতেছিলেন। ঔরংজেব ডাকিলেন :

ভগ্নী রৌশন-আরা !

রৌশন-আরা ফিরিয়া আসিলেন।

ইসলামের প্রতি তোমার প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পেলাম।

রৌশন-আরা। আজই কি নতুন করে তুমি সেই পরিচয় পেলে ?

ঔরংজীব। নারী স্বভাবতই কোমল, স্নেহ মায়া মমতা জয় করে ধর্ম্মের জন্য, শুধু ধর্ম্মের জন্য, নির্ম্মম হতে আমি আগে কোন নারীকে দেখি নি।

রৌশন-আরা। আজ যখন তেমন একটি নারীকে দেখতে পেলে, তখন তোমার কী মনে হচ্ছে ঔরংজীব ?

ঔরংজীব। মনে প্রশ্ন উঠ্‌চে কোনটা কাম্য ? ধর্ম্মানুরাগের জন্য নারীর নির্ম্মমতা, না, সংসারের শান্তির জন্য তার বুকের স্নেহ মায়া মমতা ?

রৌশন-আরা। তোমার মনে, ঔরংজীব, তোমারও মনে আজ স্নেহের দাবী নিয়ে প্রশ্ন উঠ্‌চে!

ঔরংজীব। তা কি এমনই অসম্ভব ভগ্নি?

রৌশন-আরা। বাবার কথা, বেগমসাহেবার কথা, ভাইদের কথা, তোমার পুত্র মহম্মদের কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে ঔরংজীব।

ঔরংজীব। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে তাদের কথা আমারও মনে পড়ে ভগ্নী। আমাকে কঠোর হতে হয়েচে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, আমার আদর্শ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতায়। তাই মনে আমার তাপ নেই। কিন্তু তুমি কেন নারী হয়ে এমন নির্ম্মম হবে বোন?

রৌশন-আরা। ধর্ম্মের জন্যে বল্লে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে না?

ঔরংজীব। বিশ্বাস যখন করব, তখন তোমার ধর্ম্মপালনের ব্যাঘাত যাতে না ঘটে, তার ব্যবস্থা করে দোব।

রৌশন-আরা। এখন তা করবার কোন কারণ তুমি দেখতে পাও না?

ঔরংজীব। এখনও তোমার মনে হিংসা রয়েচে।

রৌশন-আরা। তোমার?

ঔরংজীব। আমি কাউকে হিংসা করি না, কখনো করি নি।

রৌশন-আরা। তবে কেন দারাকে জীবিত রাখতে চাও না?

ঔরংজীব। কে বলে চাই না!

রৌশন-আরা। এতক্ষণ তুমি কি ওমরাহদের সঙ্গে অভিনয় করলে!

ঔরংজীব। নিশ্চিতই নয়। মৃত্যু দণ্ড চেয়েচ তুমি, আমি চেয়েচি বিচার। এখনও দারা যদি আমার অধিকার স্বীকার করে নেয় আমি তাকে মুক্তি দিতে পারি।

রৌশন-আরা। তুমি!

ঔরংজীব। বিশ্বাস কর ভগ্নি, আমার অন্তরে হিংসার স্থান নেই।

বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিলেন।

বাহাদুর খাঁ। সম্রাট! মালেক জিহন আলি খাঁ আপনার দেওয়া পুরস্কার নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, বনের মাঝে দস্যু তাঁকে হত্যা করেচে।

ঔরংজীব। জিহন আলি কি একাকী দেশে ফিরে যাচ্ছিল বাহাদুর খাঁ?

বাহাদুর খাঁ। না সম্রাট, সঙ্গে তাঁর সৈন্য ছিল।

ঔরংজীব। তবে দস্যু তাকে হত্যা করল কি করে?

বাহাদুর খাঁ। তবে কি……

ঔরংজীব। বাহাদুর খাঁ! সম্রাট শাহ্‌জাহানের প্রতি প্রজাদের আজও এমন শ্রদ্ধা রয়েচে যে তাঁর সন্তানদের প্রতি কেউ কৃতঘ্নতা করলে তারা তাকে মার্জ্জনা করে না।

রৌশন-আরা। জিহন আলিকে যারা হত্যা করেচে, তাদের দণ্ড দিতেই হবে।

ঔরংজীব। উত্তেজিত হয়ো না ভগ্নি। রাজনীতি নানা বিচিত্র, নানা বিরুদ্ধ দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়—নারীর পক্ষে তা পালন করা সম্ভবপর নয়।

বলিয়া চলিয়া গেলেন। রৌশন-আরা ও বাহাদুর খাঁ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রৌশন-আরা। বাহাদুর খাঁ!

বাহাদুর খাঁ। আদেশ করুন শাহাজাদী।

রৌশন-আরা। আপনি কি ঔরংজীবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেচেন?

বাহাদুর খাঁ। মনে মনে যেন একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়েচেন।

রৌশন-আরা। আপনি কিছুই বোঝেন নি। সে আজ আমাকেও সন্দেহ করচে।

বাহাদুর খাঁ। আপনাকে!

রৌশন-আরা। হ্যাঁ, আমাকেও। সম্রাট শাহ্‌জাহানের সন্তানদের মাঝে একমাত্র আমিই এখনো দিল্লীতে মুক্ত রয়েচি। আপনারা আমাকে স্নেহ করেন, সেনা-নায়করা আমাকে শ্রদ্ধা করতে অভ্যস্ত······

বাহাদুর খাঁ। শাহাজাদী।

রৌশন-আরা। বলুন!

বাহাদুর খাঁ। আমার অনুরোধ সম্রাটের অপ্রীতিকর কোন কাজ আপনি করবেন না।

রৌশন-আরা। আমি বুঝি বাহাদুর খাঁ, তা করবার এ সময় নয়।

বাহাদুর খাঁ ওমরাহরা হয়ত···

রৌশন-আরা। আমার কথা শুনবেন না, তাঁদের সম্রাটেরই আদেশ পালন করবেন?

বাহাদুর খাঁ। তাই সম্ভব শাহাজাদী।

রৌশন-আরা। রৌশন-আরা নাম আমি মিছেই ধারণ করি না বাহাদুর খাঁ। আমি জ্বলে উঠ্‌তে জানি, জ্বালাতেও জানি। ঔরংজীব জানে না, সম্রাট, বেগমসাহেবা, ভাইদের কেউ ঠিক আমার মতো নয়, সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র সম্রাটের কনিষ্ঠা কন্যা এই বেগম রৌশন-আরা।

পঞ্চম দৃশ্য

আগ্রা দুর্গের কক্ষ

শাহ্‌জাহান। দ্যাখ জাহান-আরা, ভোজের কি বিচিত্র আয়োজন।

জাহান-আরা। আমি এর অর্থ বুঝতে পারি না, বাবা।

শাহ্‌জাহান। ইস্‌! সকল দেশের সেরা সেরা খাদ্য আজ আমাদের খেতে দিয়েচে! কতদিন কালো কালো পোড়া রুটি খেতে হয়েচে মা। বল তো···বল তো মা।···তবুও তোর চোখে জল! খানার এই পরিবর্ত্তন

দেখেও তুই বুঝতে পারিস না আমাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটেচে, দুর্দ্দিনের অবসান হয়েচে।

জাহান-আরা। না, বাবা।

শাহ্জাহান। হয়েচে রে, হয়েচে। কাল দেখবি আমার এই ছেঁড়া পোষাক, এই ছেঁড়া জুতো তুই আর খুঁজে পাবি নে, দেখবি নতুন পোষাক পরে সন্তান পরিবেষ্টিত হয়ে সম্রাট শাহ্জাহান তাঁর ময়ূর-সিংহাসন আলো করে বসে আছেন।

জাহান-আরা। দারাকে ওরা বন্দী করেচে বাবা!

শাহ্জাহান। শৃঙ্খলের বন্ধন হাত থেকে খুলে ফেলে বাহুর বন্ধন গলায় পরাতে কতটুকু সময় লাগে জাহান-আরা। ঔরংজীব তাই করবে।

জাহান-আরা। ঔরংজীব দারার বিচারের আয়োজন করেচে।

শাহ্জাহান। বিচারের ফলে দারা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হবে, ঔরংজীব জ্যেষ্ঠর পায়ে পড়ে মার্জ্জনা চাইবে, ভাই পাবে ভাইয়ের বুকে ঠাঁই। আর পেয়েচেও তাই। নইলে কি তোর আর আমার জন্যে ভোজের এই আয়োজন আজ হয়! এই পিঠে, ওই কাবাব, ওই মেওয়া···বলত মা··· বলত কতদিন আমরা মুখে তুলি নি! আয় মা আয়। মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে দে। জেনে রাখ দুর্য্যোগ কেটে গেছে।

জাহান-আরা। যদি তাই ভাবতে পারতাম, বাবা।

শাহ্জাহান। পারবি রে, পারবি। আয় ভালো করে পেট ভরে খেয়ে নে। ওরে, এ তোর সেই কালো কালো পোড়া রুটি নয় রে, এ আসলী বাদসাহী খানা। মুখে তুলে ছাখ।

মুখের কাছে খাদ্য তুলিয়া ধরিলেন।

তোকেও ঔরংজীবের তারিফ করতে হবে।

দুটি লোক জহরৎকে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শাহ্‌জাহান। কে! কে তোমরা?

জহরৎ দৌড়াইয়া জাহানারার বুকে মুখ লুকাইল।

জহরৎ। পিসীমা!

শাহ্‌জাহান। ও কে জাহান-আরা?

জাহান-আরা। জহরৎ!

শাহ্‌জাহান। জহরৎ কাঁদে কেন জাহান-আরা? কাঁদিস নে দিদি, কাঁদিস নে! জানি ওরা তোকেও ভালো করে খেতে দেয় নি। নাই দিক! দ্যাখ কত খাবার! দেশ-বিদেশের রকমারি খাবার। খেয়ে নে দিদি, পেট ভরে খেয়ে নে।

জহরৎ ছুটিয়া শাহ্‌জাহানের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কহিল:

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা, বাবাকে ওরা হত্যা করবে।

শাহ্‌জাহান। কী! কী বল্লি জহরৎ!

জহরৎ। জিহন আলি ধরিয়ে দিল, ছোট পিসীমা অভিযোগ আনলেন, কাজীর বিচারে দণ্ড হোলো মৃত্যু।

শাহ্‌জাহান। দণ্ড হোলো মৃত্যু! দারার মৃত্যু-দণ্ড! জাহান-আরা! আমায় নিয়ে চল্ জাহান-আরা। আমি দেখব কোন্ সে কাজী যে আমার ছেলেকে দণ্ড দিতে সাহস করে! তাকে শাস্তি দিয়ে এই দণ্ড আমি রহিত করব।

জাহান-আরা। দণ্ড যারা দিয়েচে, দণ্ডাদেশের পর দারাকে তারা কি একটু কালও জীবিত থাকতে দেবে বাবা!

শাহ্‌জাহান। তুই সব জানিস জাহানারা।...আমার দারা...দারা! দারা! দারা!

ষষ্ঠ দৃশ্য

দিল্লী দুর্গ-কারা

দারা ও শিপার।

দারা। ছিঃ শিপার, অমন করে কাঁদতে নেই। মায়ের মৃত্যু-শিয়রে দাঁড়িয়ে তুমিই না বাবা, কৃতঘ্ন জিহন আলিকে শাস্তি দেবার জন্য বীরের মতো অস্ত্র ধরেছিলে।

শিপার। ওরা যদি আমাকে তোমার কাছে থাকতে না দেয় বাবা।

দারা। ওরা তা দেবে না। আর আমিও চাই না যে ওরা তাই দিক।

শিপার। কেন বাবা ?

দারা। কেন !

শিপার। হ্যাঁ বাবা, কেন ?

দারা। ওরা আমাকে হত্যা করবে বলে।

শিপার। বাবা !

নাজের খাঁ তাহার সহচরদের লইয়া প্রবেশ করিল।

নাজের। শাহ্‌জাদা, আপনার বিচার শেষ হয়েচে।

দারা। এক তরফা বিচার হতে সময় বেশী লাগে না, তা আমি জানি, নাজের।

নাজের। আপনার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েচে।

দারা। তাই একেবারে কুড়ুল হাতেই হাজির হয়েচ নাজের ! শিপার, বাবা, আর ত ওরা তোমাকে আমার কাছে থাকতে দেবে না।

নাজের। সম্রাটের আদেশ ওঁকে তারই কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

দারা। সম্রাট !

নাজের। সম্রাট ঔরংজীব।

শিপার। না, না, আমি তার কাছে যাব না।

দারা। তোমার জ্যেষ্ঠকে যিনি রূপোর শৃঙ্খল পরিয়ে মর্য্যাদা দিয়েচেন, তোমাকে তিনি অবশ্যই সোনার শৃঙ্খল পরিয়ে দেবেন শিপার। এ জগতে তাই হয়ত তোমার পাওনা ছিল শিপার।

বুকে টানিয়া লইলেন, ভগ্ন-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন :

অনিদ্রা, অনাহার, মরুপথের যাতনা, মাতৃ-বিয়োগ, পিতার হত্যা, নিজের বন্ধন···দুঃখ কি বাবা, লাঞ্ছনায় আর পীড়নে কেউ কাউকে পেছনে ফেলে গেলাম না বলেই চিরদিনের জন্য আমরা অভিন্ন রইলাম।

নাজের। জোর করে ওকে ছিনিয়ে নাও।

দারা। যাও বাবা! স্বেচ্ছায় যে যায়, বিদায়ের বেদনা তাকে ব্যথা দেয় কম।

শিপার একটুকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর দৃঢ়-পদ-বিক্ষেপে নাজেরের অনুচরদের সহিত চলিয়া গেল।

নাজের। এইবার আপনি প্রস্তুত হোন শাহ্‌জাদা!

দারা। হ্যাঁ, নাজের, আমাকে এখুনি প্রস্তুত হতে হবে বৈকি! ঔরংজীবের উৎকণ্ঠার আর শেষ নেই।

ধীরে ধীরে রৌশন-আরা প্রবেশ করিলেন।

রৌশন-আরা। দারা!

দারা রৌশন-আরার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

দারা। দারার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে যেতে এসেচ বহিন? এস। নাজের হয়ত তোমারই অপেক্ষায় আছে।

রৌশন-আরা। মৃত্যু কি এতই মনোরম দারা, যে তার আকর্ষণ ভগ্নীর স্নেহের চেয়েও প্রবলতর হবে? কেন ভাবতে পার না যে আমি এখন এসেচি স্নেহেরই টানে?

দারা। স্নেহ! শুনতেও ভালো লাগে রোশন-আরা। মরবার সময় এই বিশ্বাসই আমি নিয়ে যেতে চাই যে পৃথিবীতে যদিও অনাচার আছে, কৃতঘ্নতা আছে, স্বার্থপরতা আছে, তবুও মানুষের বুকে বুকে আছে স্নেহ মায়া ভালোবাসা। মানুষের ওপর অশ্রদ্ধা নিয়ে মানুষের এই সংসার আমি ছেড়ে যেতে চাই না, রোশন-আরা। তাই মিথ্যে হলেও আবারো বলো যে তুমি স্নেহের টানেই এসেচ।

রোশন-আরা। তোমার মৃত্যুদণ্ড রহিত হতে পারে দারা।

দারা। এমন অঘটন কিসে ঘটতে পারে শুনি?

রোশন-আরা। স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করলে।

দারা। একটু খোলসা করে বল্ বহিন।

রোশন-আরা। ঔরংজীবকে সম্রাট বলে যদি স্বীকার করে নাও, এখুনি তুমি মুক্তি পেতে পার।

দারা। পিতার সিংহাসনের ওপর আমার কি কোন দাবীই নেই রোশন-আরা?

রোশন-আরা। ঔরংজীব মনে করে মুঘল সিংহাসনের ওপর তোমার কোন দাবীই নেই।

দারা। কেন?

রোশন-আরা। ইসলামে তোমার আস্থা নেই বলে।

দারা। কে বল্লে নেই?

রোশন-আরা। তুমি হিন্দুর উপনিষৎ অনুবাদ করিয়েচ।

দারা। তাতে কি প্রমাণিত হয় রোশন-আরা?

রোশন-আরা। তুমি কেরেসতানদের সঙ্গে ধর্ম্ম নিয়ে আলোচনা করেচ।

দারা। আমি অস্বীকার করি না যে আমি উপনিষদের অনুবাদ

করিয়েচি, জেসুইৎ ধর্ম্ম-যাজকদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি বাইবেলও পাঠ করিচি। অস্বীকার করি না যে হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িতার ঊর্দ্ধে উন্নত করে হিন্দুস্থানকে এক অখণ্ড পরিণতির পথে এগিয়ে নিতে চেয়েচি।

রোশন-আরা। মুসলমানের অনুচিত কাজ তা মান ?

দারা। প্রপিতামহ আকবর কি মুসলমান ছিলেন না ভগ্নি ?

রোশন-আরা। প্রপিতামহ বহুপূর্ব্বে গত হয়েচেন। তাঁর কথা এখন শুনে কি হবে ?

দারা। তাহলে আমার কথাও শুনতে চেয়ো না বহিন। আমিও বিস্মৃতির পথে পা বাড়িয়ে রয়েচি। ওই নাজের কুড়ুল হাতে দাঁড়িয়ে, ঔরংজীব উতলা হয়ে রয়েচেন।

রোশন-আরা। আমি চেয়েছিলাম তোমাকে বাঁচাতে দারা।

দারা। বাঁচতে আমি আর চাই না রোশন-আরা।

রোশন-আরা। কেন দারা ? কেন তুমি বাঁচতে চাও না ?

দারা। আমার আদর্শ যেথানে প্রতিষ্ঠা লাভের অবকাশ পেল না, সেথানে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা। মাতৃভূমির বড় এক সঙ্কটকালে একই মায়ের কোলে স্থান পেয়েছিলাম আমি আর ঔরংজীব। এক মাতৃভূমি, এক মা আমাদের, একই ধর্ম্মের উপাসক আমরা, একই সিংহাসনের সুপ্রতিষ্ঠা আমাদের দুজনার কাম্য। কিন্তু রোশন-আরা খোদাতালা আমাদের বিচার বুদ্ধি বিবেচনা সবই কেন যেন পৃথক করে দিয়েচেন। তাই এ সংসারে আমাদের দুজনার ঠাঁই হোলো না !

রোশন-আরা। ঔরংজীবের তোমার ওপর কোন বিদ্বেষ নেই।

দারা। আমারও নেই তার ওপর এতটুকু বিদ্বেষ রোশন-আরা। আমি জানি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে নয়, আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যই ঔরংজীব

চায় হিন্দুস্থানে তার অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু আমি ত তার আদর্শকে মেনে নিতে পারব না। তাই আমার অস্তিত্ব তাকে লোপ করে দিতেই হবে। আমার যদি শক্তি থাকত, আমিও তাকে বেঁচে থাকতে দিতাম না। সে আজ শক্তির অধিকারী, আমাকেই বা বেঁচে থাকতে দেবে কেন?

রৌশন-আরা। ঔরংজেব শুধু শক্তিরই অধিকারী নয়, সাম্রাজ্যের হিত-সাধনেরও অধিকারী!

বাহাদুর খাঁ প্রবেশ করিলেন।

বাহাদুর খাঁ। শাহাজাদী, বন্দীর সঙ্গে আপনি দেখা করতে এসেচেন শুনে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েচেন।

রৌশন-আরা। সম্রাটের অসন্তোষে বেগম রৌশন-আরার কতটুকু ক্ষতি হতে পারে বাহাদুর খাঁ?

বাহাদুর খাঁ। কি হতে পারে বা পারে না তা শাহাজাদী আমার চেয়ে বেশী জানেন।

দারা। যাও বহিন, অনর্থক এখানে থেকে ঔরংজীবের অপ্রীতিভাজন হয়ো না।

রৌশন-আরা। বাহাদুর খাঁ!

বাহাদুর খাঁ। শাহাজাদী!

রৌশন-আরা। আপনাদের সম্রাট কি আদেশ জারী করবার জন্য আপনাকে এখানে পাঠিয়েচেন।

বাহাদুর খাঁ। সম্রাটের আদেশ আপনাকে এখান থেকে সোজা গোয়ালিয়র দুর্গে পৌঁচে দিতে হবে।

রৌশন-আরা। গোয়ালিয়র দুর্গ-কারায়!

বাহাদুর খাঁ। হ্যাঁ শাহাজাদী।

কোথাও খুঁজে পেল না। একদিন হিন্দুস্থান সেই সন্ধান পাবে, এই আশা নিয়েই আমি মর্ত্ত্য থেকে বিদায় নিলাম।

কোণ হইতে একখানি শাল কুড়াইয়া লইলেন। শালখানি দুই হাতে ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন :

নাজের। ওই একখানা ছেঁড়া শালের ওপর এত মায়া!

দারা। বড় মায়া নাজের! জিহন আলি যখন বন্দী করে আমায় নিয়ে আসছিল, তখন পথের দু-পাশে দাঁড়িয়ে সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের দল সজল-চোখ উর্দ্ধে তুলে আমারই প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছিল। তাদেরই একজন শীতে কম্পিত আমায় নগ্নগাত্র দেখে ব্যথা পেয়ে বহুপূর্ব্বে আমারই দেওয়া এই শালখানি তার নিজের গা থেকে খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মনে হয় নাজের, এ আমার বিধাতার দান!*

সপ্তম দৃশ্য

জয়সিংহের শিবির

জয়সিংহ। দারা! হিন্দু-মুসলমান-কেরেসতানের মিলন বেদীতলে হিন্দুস্থানের প্রথম শহীদ দারা! তাঁর জন্য আমরা শুধু শোকই করব না, উদ্দেশে শ্রদ্ধাও নিবেদন করব।

দিলীর। আপনি ত তাকে পালাবারই সুযোগ করে দিয়েছিলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। ইতিহাসের ধারাকে আমি এক নূতন খাতে বহিয়ে দিতে চেয়েছিলাম দিলীর, কিন্তু তা হবার নয়!

শিবাজী। আপনি বলুন মুঘলের পতন আপনার কাম্য কি না।

---

* মঞ্চের অভিনয়ে এইখানেই নাটকের যবনিকা পাত হয়।

জয়সিংহ। মুঘলের পতন অনিবার্য্য। আমার শুভেচ্ছাও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

শিবাজী। কিন্তু আপনার প্রচেষ্টায়, আমার সহযোগে, হিন্দুস্থানে আবার হিন্দুর সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারে।

জয়সিংহ। পারে ?

শিবাজী। অবশ্যই পারে।

জয়সিংহ। পারে দিলীর ?

দিলীর। নিশ্চিতই নয়।

জয়সিংহ। পাঠান সাম্রাজ্য দিলীর ?

দিলীর। একেবারে অসম্ভব মনে করবেন না মহারাজ।

জয়সিংহ। ছত্রপতি ?

শিবাজী। অসম্ভব।

জয়সিংহ। পরস্পর বিরোধী এই বিশ্বাস হিন্দুস্থানকে কোন্ পরিণতির পথে টেনে নিয়ে যাবে ?

শিবাজী। আপনার কি বিশ্বাস মহারাজ ?

জয়সিংহ। আমার বিশ্বাস! আমার বিশ্বাস হিন্দুস্থানের মাটিতে এমন কোন ধাতু মিশে আছে যা সাম্রাজ্য পেলেই তা গ্রাস করে ফেলে। হিন্দুস্থানের মাটি হিন্দুকে গ্রাস করেচে, বৌদ্ধকে গ্রাস করেচে, পাঠানকে গ্রাস করেচে, আজ তা মুঘলকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েচে।

শিবাজী। মাতৃভূমিকে আপনি কি রাক্ষসীরূপেই দেখতে পান মহারাজ ?

জয়সিংহ। ভবানীর বরপুত্র কি ধ্যানে কখনো মায়ের করাল রূপ দেখেন নি ? ছিন্নমস্তার রূপ কি কল্পনার অতীত ?

শিবাজী। আপনার ধারণা নিজেদের চেষ্টায় আমরা কোন কিছু

গড়ে তুলতে পারব না—চিরদিনই বিদেশীরা এসে আমাদের ভাগ্য নিয়ে খেলা করবে।

জয়সিংহ। খেলা করচেন অলক্ষ্যে থেকে জাতির ভাগ্য-বিধাতা। কি তাঁর অভিপ্রায়, তা তিনিই জানেন। ভেবে দেখুন ত ছত্রপতি, এই যে বিভিন্ন দেশ থেকে বিজয়ী বীরের দল বার বার হিন্দুস্থানে হানা দিচ্ছে, সাম্রাজ্য গড়ে তুলচে, সাম্রাজ্যের পতনের পরও এই দেশেরই মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকচে, এর মাঝে কি বিধাতার কোন বিশেষ ইঙ্গিত নেই ?

দিলীর। কি ইঙ্গিত মহারাজ ?

জয়সিংহ। কে বলতে পারে পাঠান দিলীর যে নানা জাতির সমন্বয়ে গঠিত এই হিন্দুস্থান নিজের নাম পরিচয় বৈশিষ্ট বর্জ্জন করেও অনাগত ভবিষ্যতে মানবের এক মহাতীর্থে পরিণত হবে না ?

শিবাজী। সেই অনাগতের আবির্ভাবের আশায় নিষ্ক্রিয় থাকলেই কি আমরা মৃত্যুঞ্জয় হব মহারাজ ?

জয়সিংহ। নিষ্ক্রিয়তা আর অসহযোগিতা অপচয় নয় ছত্রপতি—সঞ্চয়। কালস্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে অনাগতের জন্য প্রস্তুত হবার সে এক অভিনব অসাধারণ সাধনা।

দিলীর। সে সাধনার মর্ম্ম বুঝতে আমি কিন্তু অক্ষম মহারাজ।

জয়সিংহ। তুমি দিলীর, তুমি পাঠানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছ্যাখ; ছত্রপতি হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কল্পনা করেন; ঔরংজেব কামনা করেন মুঘলের অপ্রতিহত প্রভাব! কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না হিন্দুস্থানের কোটী কোটী যে-সব সন্তান সাম্রাজ্যের সম্পদ যোগায়, সকলের আহার্য্য যোগায়—তারা কেবল হিন্দু নয়, কেবল পাঠান নয়, কেবল মুঘল নয়। তা যারা করে সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের কোনদিন কোন সম্বন্ধই স্থাপিত

হয় নি। তাইত বার বার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়, তাইত শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুরাজন্যগণ সৈয়দ লোদী পাঠানকে হিন্দুস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়; তাইত পাঠান পারে না মুঘলকে রাখতে, মুঘলও পারে না সাম্রাজ্য অটুট রাখতে। ছত্রপতি শিবাজী, পাঠান বীর দিলীর খাঁ, আপনারা বলুন আজও কি এ-সব ভেবে দেখবার সময় আসে নি। আজও কি সাম্রাজ্য গড়বার ব্যর্থ প্রয়াসে শক্তি ক্ষয় করে আমরা আর কোন বিদেশীর প্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কণ্টক করে তুলব?

শিবাজী। আপনি তাহলে কি করতে বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি, আপনি, দিলীর, শুধু অতীতের বোঝা নিয়ে নুয়ে নুয়ে চলেচি। আমরা যা করব, তা আজকার প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবে না, ভবিষ্যৎও তা দিয়ে লাভবান হবে না। আমার বিশ্বাস ছত্রপতি, কথাটা তুমিও শুনে রাখ দিলীর, আমার বিশ্বাস আজকার রাষ্ট্রবিপ্লব দুর্য্যোগের যে ঘন-তমসা দিয়ে দশদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেচে, সেই তমিস্রারাশি ভেদ করে সর্ব্বজনীন মুক্তির আলো নেমে এসে সমগ্র হিন্দুস্থানকে একদিন প্লাবিত করে দেবে—নর-নারী পাবে নতুন দৃষ্টি, নব-সৃষ্টির প্রেরণা। সেইদিন ছত্রপতি, সেইদিন, বর্ত্তমান বিপ্লবের সকল বেদনা ফুল হয়ে ফুটে উঠে নব-হিন্দুস্থানকে মোহন ও মহান্ করে তুলবে—রাষ্ট্রবিপ্লব হবে সফল!

যবনিকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা